উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৩,২৩৯.৪৭ (-১৭০.২২)

নিফটি : ২৫,৪০৫.৩০ (-৪৮.১০)

**অপমানে স্বেচ্ছাবসর**

অনুব্রত কাণ্ডের ছায়া কর্ণাটকে। ভরা সভায় বেলাগাভির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনভি বরামণিকে চড় মারতে উদ্যত হন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। অপমানে স্বেচ্ছাবসর নেন ওই পুলিশকর্তা। ▸▸ ৯

**শা-কে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর**

সমাজমাধ্যমে ভুয়ো ও উসকানিমূলক কনটেন্ট এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৩° | ৩২° | ৩৩° | ৩২° |
| সর্বনিম্ন | ২৫° | ২৬° | ২৭° | ২৬° |

**দীপিকার মাথায় নয়া মুকুট** ▸▸ ৯

১৯ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 4 July 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 47

উত্তরের খোঁজে

## লাগে রহো ম্যাংগোভাই বার অ্যাট ল’

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মঙ্গলগ্রহের নয়, কিউবা বা কেরল বা চিনেরও নয়। এই বাংলার এক ছাত্র নেতার কথা দিয়েই শুরু করা যাক।

ছোটবেলায় হাঁসের ডিম ঝুড়িতে নিয়ে যেতেন গ্রামে রবিবারের হাটে। ১৬টা ডিম বিক্রি করে জুটত এক টাকা। হাইস্কুলে টিফিনে চানাচুর বা নাড়ু খেয়ে খরচ হত এক আনা। বাকি পয়সা বাঁচত। ডিম না থাকলে? শনিবার বিকেলে পেঁয়াজকলি কাটতেন, রবিবার সকালে হাটে যেতেন। সঙ্গে ফুলকপি ও বেগুন। বিক্রির টাকায় কেনা হত খাতা-পেন্সিল।

আগেকার দিনে এই গল্পগুলো খুব সহজ মনে হত। এখন রূপকথার গল্প শোনায়। ওই কাহিনীর মূল চরিত্র সন্তোষ রানা। ফিজিক্সে এমএসসি-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র গবেষণা করতে করতেই নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ‘গ্রামে চলো’র ডাকে চলে গেলেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

তখন এমন সাধারণ হয়ে অসাধারণ ছাত্র নেতা অনেকেই ছিলেন। মালদায় যেমন ছিলেন কুলদীপ মিশ্র। অসুস্থ মানুষদের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতেন কলকাতায়। সমাজসেবা করে বেড়াতেন। ওয়াগন ব্রেকারদের দাপট বন্ধ করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে যান একদিন।

বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার কসবা আইন কলেজের সামনে দেখি, ফুটপাথের মন্দিরের গায়ে বট গাছের ছায়ায় টিভি বুম হাতে অপেক্ষায় চ্যানেলের সাংবাদিকরা। কখন কে আসে? বাইরে ব্যারিকেড। ভিতরে তিন পোশাকের পুলিশ-- সাদা, হলুদ, চকরাবকরা। শুধু কলেজটা খুলবে কবে, কেউ জানেন না।

সেখানে দাঁড়িয়ে আগাপাশতলা ভাবতে ভাবতে সন্তোষ-কুলদীপদের জমানা মনে পড়ল। এখনকার কোনও ছাত্র নেতার ক্ষেত্রে এ কথা ভাবা যাবে? আজ আখের গোছাতে ওস্তাদ সব ছাত্র নেতা। নির্বাচনহীন ক্ষমতায় থেকে শুধু ভোগ এবং ভোগ। কলকাতার ম্যাংগো থেকে শিলিগুড়ির মার্ডার

এরপর দশের পাতায়

## ‘শুভ’দিন

- ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রান করলেন শুভমান গিল (২৬৯)। পিছনে ফেললেন সুনীল গাভাসকারকে (২২১)।
- প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে টেস্টে শুভমান ইংল্যান্ডে দ্বিশতরান করলেন। ইংল্যান্ডে ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে আগের সর্বাধিক রান ছিল মহম্মদ আজহারউদ্দিনের (১৭৯)।
- দেশ ও বিদেশ মিলিয়ে ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সর্বাধিক রান হয়ে গেল শুভমানের। পিছনে ফেললেন বিরাট কোহলিকে (২৫৪*)।
- শুভমান প্রথম এশিয়ান অধিনায়ক যিনি কোনও সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশে টেস্টে দ্বিশতরান করলেন।
- গত ২৩ বছরে শুভমান প্রথম ভারতীয় ব্যাটার যিনি ইংল্যান্ডে টেস্টে ১৫০ প্লাস রান করলেন।
- ২৫ বছর বয়সে ভারতীয়দের মধ্যে কোনও অ্যাওয়ে সিরিজে সর্বাধিক রান হয়ে গেল শুভমানের (৪২৪)। পিছনে ফেললেন শচীন তেন্ডুলকারকে (২৯০ রান বনাম শ্রীলঙ্কা, ১৯৯৭)।

# উচ্চশিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা

**শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ তৃতীয় কিস্তি**

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই :** ক্লাস করার সুযোগই পাচ্ছেন না ছাত্রছাত্রীরা, পাঠক্রম শেষ হওয়ার আগেই বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে তাঁদের। যার দরুন স্নাতক স্তরে ফি বছর ফেলের হারে রেকর্ড গড়ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজের আঙিনায় পা দিয়েই জোর ধাক্কা লাগছে পড়ুয়াদের মনে। নতুন শিক্ষানীতি চালু হলেও বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে পারেনি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। উচ্চশিক্ষার নামে কার্যত ছেলেখেলা চলছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। ফলে দিশাহীন হয়ে পড়ছেন ছাত্রছাত্রীরা। উত্তরবঙ্গের মতো আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে,

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

বিষয় বা পাঠক্রম সম্পর্কে কোনও ধারণাই তৈরি হচ্ছে না ছাত্রছাত্রীদের। ভর্তির আবেদন করতে গিয়ে কিছু না বুঝেই ক্যাফেওয়ালাদের পছন্দমতো বিষয় নির্বাচন করে হাবুডুবু খাচ্ছেন তাঁরা।

৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। আর অনলাইনে কেন্দ্রীয় পোর্টালে কলেজগুলিতে স্নাতক স্তরের ভর্তির আবেদন জমা দেওয়া শুরু হয়েছে তার চল্লিশ দিন পর ১৭ জুন থেকে। ইতিমধ্যেই ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ জুলাই করা হয়েছে। বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষকরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, সেই সময়সীমা আরও কয়েক দফায় বাড়তে পারে। আবেদনের পর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে করতেই পুজোর ছুটির ঘণ্টা বাজবে। আর ছুটি শেষ হলেই শুরু হবে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের জন্য বড়জোর মাসখানেক সময় পাবেন বলেই জানিয়েছেন বেশিরভাগ শিক্ষক।

উত্তরের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দু’চারদিন বেশি সময় পেলেও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ৪৯টি কলেজে সময় মেলে আরও কম। কারণ ২৫ ডিসেম্বর থেকে পাহাড়ের কলেজগুলিতে

এরপর দশের পাতায়

**পদ্মের নতুন সভাপতিকে নিয়ে অসন্তোষ**

# ফের বেফাঁস নগেন

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** বিজেপির রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য নয়, দিলীপ ঘোষকে পছন্দ দলেরই কোচবিহারের সাংসদ নগেন রায়ের। এপ্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন নগেন। দলের নতুন রাজ্য সভাপতি নিয়ে বৃহস্পতিবার জিজ্ঞাসা করা হলে নগেন বলেন, ‘বিজেপি বড় ভুল করল। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ হলেই ভালো হত।’ দলের নতুন রাজ্য সভাপতি সম্পর্কে দলেরই সাংসদ এমন মন্তব্য করায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজেপির কোচবিহারের নেতৃত্ব অবশ্য বেশি কথা বলে বিতর্ক আরও বাড়াতে নারাজ। দলের সাংসদের এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, ‘এটা কেন্দ্র-রাজ্য উঁচু স্তরের ব্যাপার। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।’ তবে জেলা সভাপতি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও জল্পনা তো আর থেমে থাকছে না। নগেন কেন এমন মন্তব্য করলেন তা নিয়ে অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ বলছে, নগেন নাকি এখন তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। সেজন্য ছক কষেই এমন মন্তব্য করছেন। আবার আরেকটা অংশ বলছে, ‘সতীর্থ’ শমীকের এই উত্থান দেখে হিংসায় তিনি এসব বলছেন। কারণ কোনটা, সেই ব্যাখ্যা অবশ্য নগেনের কাছ থেকে মেলেনি।

পদ্ম নেতাদের সঙ্গে নগেন। -ফাইল চিত্র

**‘দিলীপই ভালো’**

- এর আগেও একাধিকবার বিজেপির বিড়ম্বনা বাড়িয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়
- শমীককে রাজ্য সভাপতি করায় দল বড় ভুল করল বলে মত নগেনের
- দিলীপ রাজ্য সভাপতি হলেই ভাল হত বলে মন্তব্য তাঁর

রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশের মতে, নগেন অনেকটা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন। কোচবিহারে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর ‘ঝোঁক’ আরও বেড়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর কোচবিহারে এসে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ করে নগেনের বাড়িতে যান। সেখানে তাঁদের মধ্যে বৈঠকও হয়। যা নিয়ে জোর জল্পনা ছড়ায়। তারপরেও বিভিন্ন জায়গায় সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার দলবিরোধী মন্তব্য করেছেন নগেন। যাতে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবির। কিন্তু তারপরেও তাঁকে কোনও অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি। নগেন যে অনেকটাই তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে রয়েছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি বিজেপিরও। এই অবস্থায় বিজেপির রাজ্য নেতা শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদারদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দলের কথা কারও অজানা নয়। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব, বিশেষ করে আইপ্যাক চাইছিল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি এই তিনজনের মধ্য থেকেই কেউ হোক। তাহলে তাদের কোন্দল বজায় থাকবে। আর তাতে আখেরে লাভ হবে তৃণমূলেরই। তৃণমূলের সেই স্ট্র্যাটেজি বুঝতে পেরেই হয়তো বিজেপির কেন্দ্রীয়

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

**কসবা কাণ্ডে আস্থা পুলিশেই**

▸▸ পাঁচের পাতায়

**‘ডাল লেকের মা’**

▸▸ নয়ের পাতায়

# একই মঞ্চে হিন্দুত্ব বনাম বহুত্ববাদ

**সহনশীলতার বার্তায় শমীক-যুগ শুরু**

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ৩ জুলাই :** শমীক ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বঙ্গ বিজেপিতে কি ভিন্ন লাইনের সূচনা হল? পদে অভিষেকের পর তাঁর ভাষণ শুনে সে কথা কারও মনে হতেই পারে। কলকাতার সায়েন্স সিটিতে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে রাজ্য সভাপতি পদে বরণ করে নেওয়া হয় বিজেপিতে। তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ‘বাংলার হিন্দু এক হও’ স্লোগান দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

কিন্তু রাজ্য সভাপতি হিসাবে তাঁর প্রথম ভাষণে শমীকের মুখে শোনা গেল বহুত্ববাদের কথা। তিনি বলেন, ‘আমরা চাই দুর্গাপুজোয় বিজয়ার মিছিল ও মহরমের মিছিল একই সময়ে একই রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাবে কোনও সংঘর্ষ ছাড়া। কোনও দাঙ্গা নেই, কোনও রাজনৈতিক বিভাজন নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে, বহুত্ববাদকে বাঁচাতে হবে। এই মাটিকে রক্ষা করতে হবে।’

অথচ তাঁর ভাষণের আগে মালদা, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলার প্রসঙ্গ টেনে বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব হিন্দু বাঁচাও, মমতা ভাগাও। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলায় হয়েছে ধুলিয়ান। সামশেরগঞ্জ থেকে হিন্দুরা মালদার স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এই জিনিস মানা যায় না। হিন্দু জাগো, হিন্দু জাগো, হিন্দু জাগো। বদলা আমাদের নিতেই হবে।’

বঙ্গ বিজেপির ব্যাটন যাঁর হাতে গেল, তাঁর মুখে কিন্তু বদলা নয়, শোনা গেল সহাবস্থানের বার্তা। শমীকের কথায়, ‘বিজেপির লড়াই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। সংখ্যালঘুর ঘরে যে ছেলেটা হাতে পাথর নিয়ে ঘুরছে, তার পাথরটা কেড়ে নিয়ে ওই হাতে বই ধরিয়ে দিতে চাই। যারা তলোয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেছে, সেই তলোয়ার কেড়ে কলম ধরিয়ে দিতে চাই। এটাই বিজেপির লড়াই, এটাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি করে দেখাবে।’

শমীক ভট্টাচার্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

এরপর দশের পাতায়

# কোর্টের নির্দেশে তালা ইউনিয়ন রুমে

রিমি শীল

**কলকাতা, ৩ জুলাই :** যত নষ্টের গোড়া যেন ইউনিয়ন রুম। তাই আপাতত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের কার্যালয় তালাবন্ধ থাকবে। গত কয়েক বছরে নানা অশান্তিতে বারবার জড়িয়ে গিয়েছে ইউনিয়ন রুমের নাম। অথচ বহু বছর ভোট হয় না বলে ছাত্র সংসদ নেই কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে। হাইকোর্ট তাই নানা দুষ্কর্মের ঘটনাস্থল হয়ে ওঠা ছাত্র সংসদের কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বুধবার। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিতে বলা হয়েছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে।

**ছাড় যতটুকু**

- জরুরি প্রয়োজনে শুধু ইউনিয়ন রুমে যাওয়া যাবে
- সেজন্য নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে আবেদন জানাতে হবে
- অনুমতি দেবেন শুধু রেজিস্ট্রার অথবা অধ্যক্ষ
- আবেদন জানাতে পারবেন যে কোনও পড়ুয়া

সদ্য কলকাতার একটি আইন কলেজে গণধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধে ছাত্র সংসদের কার্যালয়কে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার নির্দেশটি দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ। পড়ুয়া বা ছাত্র নেতা, যিনিই হোন না কেন, ছাত্র সংসদে ঢোকার অধিকার কারও রইল না।

ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, জরুরি প্রয়োজনে যদি কাউকে ইউনিয়ন রুমে যেতেই হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে লিখিত আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। যথাক্রমে শুধু রেজিস্ট্রার বা অধ্যক্ষ ওই অনুমতি দেওয়ার অধিকারী হবেন। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, নির্বাচিত ছাত্র সংসদই যেখানে নেই, সেখানে ইউনিয়ন রুমের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাঁর সেই প্রশ্নই বৈধতা পেয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশে।

এরপর দশের পাতায়

# প্রেমের ফাঁদে ঘর ছাড়ছে নাবালিকারা

**এক সপ্তাহে সিতাই থেকে নিখোঁজ ৩, তদন্তে নেমে হতবাক পুলিশ**

প্রসেনজিৎ সাহা

**সিতাই, ৩ জুলাই :** কেউ ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া তো কেউ আবার নবম শ্রেণির ছাত্রী। কাগজে-কলমে ওরা প্রত্যেকেই নাবালিকা। কিন্তু প্রেমের টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে প্রত্যেকেই। গত এক মাসে সিতাই থানায় এমন আটটি নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। নিখোঁজ নাবালিকাদের উদ্ধার করে এমনই তথ্য পাচ্ছে পুলিশ। সিতাই সীমান্তবর্তী ব্লক হওয়ায় বাড়ছে নাবালিকাদের পাচার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এর জেরে পুলিশ প্রশাসনেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে গত এক সপ্তাহে তিনটি নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। গত বুধবার এক ষষ্ঠ শ্রেণির নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই ছাত্রী মায়ের বকুনি খেয়েই আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। পরে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে প্রেমের সম্পর্কের ঘটনা উঠে আসায় চিন্তিত অভিভাবকরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতিটি ক্ষেত্রে যে থানায় অভিযোগ দায়ের হচ্ছে তা নয়, সব অভিযোগ থানায় এলে এই পরিসংখ্যান আরও বাড়বে। পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য, অনেকক্ষেত্রেই এধরনের ঘটনায়, অভিভাবকরাই পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে নিজেরাই তা মিটিয়ে নেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা কেউ অষ্টম আবার কেউ বা নবম বা দশম শ্রেণিতে পড়ছে। আর পড়াশোনা চলাকালীনই কোনও না কোনও বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে তারা। আবার সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বন্ধু পাতিয়ে তার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। ভৌগোলিক দিক থেকে সিতাই একটি সীমান্তবর্তী মহকুমা। এখানে

ছবি : এআই

কমবয়সি মেয়েদের অনেকক্ষেত্রেই ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে পাচারের ঘটনাও ঘটছে। পরপর নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় যথেষ্ট চিন্তায় পড়েছে পুলিশ।

সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, ‘পুলিশ প্রশাসনের তরফে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। নাবালিকা বিবাহ থেকে নারী পাচার, গুড টাচ ও ব্যাড টাচের মতো বিষয়গুলি নিয়ে স্কুলগুলিতে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। তারপরেও এধরনের ঘটনা কমছে না।’

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিরঞ্জীব রায়ের কথায়, ‘অষ্টম থেকে দশম শ্রেণিতে পড়া মেয়েদের বয়স অনুযায়ী তারা বয়ঃসন্ধিকালের সময়কাল। আর এসময়টাই ছেলেমেয়ে উভয়ের শরীর ও মন চঞ্চল থাকে। এবং উভয়ের শারীরিক দিক থেকে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। এরফলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এসময় তাদের বন্ধুর গ্রুপ হয় প্রিয়জন। আর এই অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে থাকা ছেলেমেয়েরা তখন একে অপরকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে গিয়ে পালানোর রাস্তাকে বেছে নেয়।’ আইনজীবীরা একাধিক স্কুলে ইতিমধ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। আইনজীবী কল্লোল রায় সিংহ বলেন, ‘অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের পালানোর প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া বড় ভূমিকা পালন করছে। তাই এক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে সচেতনতা আরও বেশি প্রয়োজন।’

শিক্ষক ভগীরথ বর্মনের কথায়, ‘এধরনের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বিগ্নের। বিশেষ করে অল্পবয়সি মেয়েদের অল্প সময়ে বিখ্যাত হওয়ার তাগিদ এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তারা বুঝতেই চাইছে না কোনটি তাদের জন্য ভালো আর কোনটি ভালো নয়।’

এরপর দশের পাতায়

Mankind's
HealthOK™
MULTIVITAMIN TABLETS
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
Mankind
Serving Life
ক্লান্তিকে করো দূর
থাকো 24-ঘন্টা
এক্টিভ এনার্জী তে ভরপুর
স্বাস্থ্য সুবিধাগুলি ইনগ্রিডিয়েন্ট ভিত্তিক। এই প্রোডাক্ট যে কোনও রোগের জন্য ডায়াগ্নোসিস, চিকিৎসা বা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নয়।
বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ন
ন্যাচরল জিনসিং X টরিন পাওয়ার
এনার্জী বজায় রাখতে সাহায্য করে
19 জরুরি ভিটামিন্স ও মিনের্যাল্স
সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
1 প্রতিদিন খাবারের পর ট্যাবলেট
Mankind's
HealthOK
12 Vitamins 7 Minerals
Helps Maintain Energy
For Overall Health
Helps Build Immunity
Natural Ginseng
Taurine
Zinc
Vitamin D
Vitamin C
10 Tablets
NUTRACEUTICAL FOR MEN
আজই ট্রাই করুন
আপনার নিকটস্থ কেমিস্ট স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে।
কল করুন টোল ফ্রী নম্বর: 1800 103 4400
www.mankindhealthok.com

স্কুলের বিদায়ি অনুষ্ঠানে শিক্ষকের পাশে পড়ুয়ারা। -সংবাদচিত্র

## প্রাক্তন অঙ্কের শিক্ষকের অভিনব উদ্যোগ

**তুফানগঞ্জ, ৩ জুলাই :** পড়াশোনায় উৎসাহ বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ প্রাক্তন সহকারী শিক্ষকের। মাধ্যমিকে স্কুল থেকে যে অঙ্কে প্রথম হবে তাকে দেওয়া হবে স্কলারশিপ। শিক্ষক জীবন থেকে অবসর নেওয়ার দিনে এমনই ঘোষণা করেছেন স্কুলেরই প্রাক্তন অঙ্ক শিক্ষক প্রেমেন্দ্রমোহন সরকার।

স্কলারশিপের খবরটি চাউর হতেই রীতিমতো প্রশংসায় ভাসছেন তিনি। গত সোমবার অবসর নিয়েছিলেন তিনি। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বলেন, 'চেষ্টা করেছি কাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে শিক্ষকতা জীবনের সেরাটুকু দেওয়ার। তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই চিন্তাভাবনা। মাধ্যমিক পড়ুয়ারা স্কুলের নাম যাতে উজ্জ্বল করে সেই উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ।'

তুফানগঞ্জ শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উদয় রোডের বাসিন্দা অঙ্কের শিক্ষক ভেলাপেটা হাইস্কুলে ১৯৯৬ সাল থেকে শিক্ষকতা করে এসেছেন। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলের তহবিলে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করেছেন। সেই সুদের টাকায় আগামী বছর থেকে দেওয়া হবে পিএম সরকার মেধা স্মৃতি স্কলারশিপ।

সোমবার ওই শিক্ষককে বিদায়ি সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'কালের নিয়মে প্রত্যেক চাকরিজীবীকেই একদিন পরিচিত জায়গা ছেড়ে চলে আসতে হয়। কর্মজীবনে অবসরের দিন আসা একটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্রবাবুর এমন উদ্যোগ সত্যিই ভোলার নয়।'

# দাদাগিরি বন্ধে বিপাকে টিএমসিপি

কোচবিহার ব্যুরো

**৩ জুলাই :** কলেজগুলিতে এখন পরীক্ষা চলায় ইউনিয়ন রুমগুলি বন্ধই রয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকলেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে সেখান থেকেই কলেজ পরিচালনা করা হয় বলে অভিযোগ। কলেজের অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, কোন অনুষ্ঠানে কত টাকা কীভাবে খরচ হবে, ভর্তি ও কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়েও ইউনিয়ন রুম থেকে নির্দেশিকা যায় বলে অভিযোগ। কোনও কোনও কলেজে আবার ইউনিয়ন রুমে নেশার আসরও বসে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশে আপাতত বন্ধই থাকবে কলেজগুলির সেই ইউনিয়ন রুম। যা নিয়ে কলেজের অন্দরে কার্যত তোলপাড় শুরু হয়েছে।

তবে আদালতের রায় নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষরা অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, শিক্ষা দপ্তর থেকে যে রকম নির্দেশ আসবে সেভাবেই কাজ করা হবে। সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কোচবিহার শহরের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের ইউনিয়ন রুম তৈরি করা হয়েছে। যে রুমের অলিখিত মালিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারাই। সেখান থেকেই ছড়ি ঘোরান কলেজের দাদারা। তবে কলেজে পরীক্ষা চলার জন্য কয়েকদিন ধরে সেটি বন্ধই রাখা হয়েছে আপাতত। এবিএন শীল কলেজেও একই অবস্থা। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ইউনিয়ন রুম খোলা থাকলেও সেখানে কেউ নেই। ঘর ও তার আশপাশে পড়ে রয়েছে একাধিক সিগারেটের খালি প্যাকেট, সিগারেটের পুড়ে যাওয়া অংশ। সেখানে যে নেশার রমরমা চলে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মাথাভাঙ্গা কলেজেও নেশার দ্রব্য দেখা গিয়েছে। অবশ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি অনির্বাণ সরকারের কথায়, 'নেশার বিষয়টি নিয়ে জানা নেই।'

ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায়কে বিরোধীরা স্বাগত জানালেও বেকায়দায় পড়েছে শাসকদল। অনির্বাণ বলেছেন, 'যে কোনও কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে ও ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন রুমের প্রয়োজন রয়েছে।' তবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রদেশ সম্পাদক দীপ্ত দে'র কথায়, '২০১৭ সাল থেকে কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রী সংসদের নির্বাচন হচ্ছে না। তখন থেকেই আমরা দাবি জানিয়েছি কলেজের ইউনিয়নগুলি বন্ধ করতে হবে। হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে বহিরাগত তৃণমূলের নেতাদের করে খাওয়া বন্ধ হবে। তাই এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।' একই সুরে ডিএসও'র জেলা সম্পাদক আসিফ আলম বলেন, 'তৃণমূলের নেতারা কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকেই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করে। থ্রেট কালচার সহ অসামাজিক কাজকর্ম করে। তবে শুধু ইউনিয়ন রুম বন্ধ করলেই এই সমস্যা মিটবে না। সেজন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন প্রয়োজন।'

তৃণমূলের নানা আন্দোলনে ইউনিয়ন রুমের 'দাদা'-দের নির্দেশে বাকি পড়ুয়াদের শামিল হতে হয় বলে অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাথাভাঙ্গা কলেজের কয়েকজন পড়ুয়ার বক্তব্য, 'বহিরাগতরা সবসময়ই কলেজে আসে। সব কাজে তাঁদের প্রভাব তো থাকেই।' নিজেকে মাথাভাঙ্গা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেই পরিচয় দেন জয়দেব বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'এক মাসের বেশি সময় ধরে কলেজের ইউনিয়ন রুম বন্ধ রয়েছে। ফলে যে ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন।' দিনহাটা কলেজে গণ্ডগোলের জেরে মাস তিনেক আগেই পুলিশ ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দিয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরেই রুমে তালা দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশিকার ফলে বাণেশ্বর সারথীবালা কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা শুভজিৎ সরকার বলেন, 'আমাদের কলেজের ইউনিয়ন রুম এমনিতেই বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছাড়া খোলা হয় না।' ইউনিয়ন রুমে অসামাজিক কাজকর্মের নানা উদাহরণ রয়েছে তুফানগঞ্জ কলেজে। মাস চারেক আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বর্তমান নেতৃত্ব ও প্রাক্তন গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। আগেও একাধিকবার সংঘর্ষ হয়েছে। ইউনিয়ন রুমে বসে মদ্যপানের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভিনিং কলেজের ছাত্র সংসদ।

### কী পরিস্থিতি

কলেজের অনুষ্ঠান কীভাবে হবে, কোন অনুষ্ঠানে কত টাকা কীভাবে খরচ হবে, ভর্তি ও কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়েও ইউনিয়ন রুম থেকে নির্দেশিকা যায় বলে অভিযোগ

ইউনিয়ন রুমের অলিখিত মালিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারাই

সেখান থেকেই ছড়ি ঘোরান কলেজের দাদারা

## নির্যাতনের শিকার গৃহবধূ হাসপাতালে ভর্তি

**মাথাভাঙ্গা, ৩ জুলাই :** পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরেরকুঠি এলাকায় পারিবারিক কলহে নির্যাতনের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক গৃহবধূ। তাঁর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে স্বামীর সঙ্গে অশান্তি চলত। পেশায় ইউটিউবার তাঁর স্বামী নিজের পরিচয় গোপন করে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

পরবর্তীকালে ওই তরুণীকে বিয়ে করে আলিপুরদুয়ারে থাকতে শুরু করেন। বুধবার রাতে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন স্বামী। পরে বৃহস্পতিবার সকালে ওই তরুণীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করেন তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি। প্রতিবেশীদের সাহায্যে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নির্যাতিতা বলেন, 'আমার একটি ছোট মেয়ে আছে। স্বামী দেখেন না, শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেও শান্তি নেই। আয়-রোজগার কিছু নেই। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।' এই ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য বিক্রম দত্ত।

মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মা বলেন, 'তরুণীর স্বামীর বিরুদ্ধে এর আগেও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তিনি জেলেও ছিলেন। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জখম ছাত্রী লিজা পারভিন।

# সিলিং ফ্যান পড়ে আহত ৩ ছাত্রী

**মাথাভাঙ্গা, ৩ জুলাই :** মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি হাইস্কুলে বৃহস্পতিবার ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ চলন্ত সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গুরুতর আহত হল তিন ছাত্রী। আহত ছাত্রীরা হল নবম শ্রেণির লিজা পারভিন, রুবিনা পারভিন এবং মালা অধিকারী। শিক্ষকরা ঘটনার পরই আহতদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। রুবিনা এবং মালাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে মাথায় গুরুতর চোট পাওয়ায় চান্দামারি গ্রামের লিজাকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক সূর্যনাথ বসুনিয়া বলেন, 'আমি এদিন ছুটিতে ছিলাম। তবে ঘটনা শুনেই ফোনে সমস্ত খোঁজ নিয়েছি। স্কুলের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দেখভালের জন্য একজনকে নিয়োগ করা রয়েছে। তিনিই সমস্ত দেখেন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা বুঝে উঠতে পারছি না।' সহকারী শিক্ষক কানু বর্মনের কথায়, 'বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আগামীকাল স্কুলের সমস্ত ক্লাসরুমের ফ্যান পরীক্ষা করে দেখা হবে।'

হাসপাতালের বেডে শুয়ে লিজা বলে, 'সিলিং ফ্যান খুলে আমার মাথার ওপর পড়ে। ডাক্তার সব পরীক্ষা করেছেন।' এই ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই স্কুলের পরিকাঠামোগত নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

## যুব মোর্চার হুঁশিয়ারি

**হলদিবাড়ি, ৩ জুলাই :** বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে সীমা রায় নামে তরুণীর। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শান্তিনগর এলাকায়। পরিবারের দাবি, প্রেমে প্রতারিত হয়ে ওই তরুণী বিষপান করেন। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত সোমবার তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর সেই প্রেমিকের বিরুদ্ধে হলদিবাড়ি থানায় অভিযোগ করা হয়। গত মঙ্গলবার ওই তরুণকে গ্রেপ্তারের দাবিতে চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি তোলে। এদিন মোর্চার নেতৃত্ব হলদিবাড়ি থানায় গিয়ে আইসি কাশ্যপ রাইয়ের সঙ্গে কথা বলে। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি পলেন ঘোষ, দুই সহ সভাপতি জ্যোতিবিকাশ রায় ও শংকর সরকার, মেখলিগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার অমলেশ রায় এবং টাউন মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ সরকার। মণ্ডল সভাপতি জানান, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন আইসি কাশ্যপ রাই। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। মোর্চার নেতৃত্ব এদিন মৃতার বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

পারাপারের জন্য তৈরি নৌকা। মানসাই নদীর ঘাটে। বিশ্বজিৎ সাহার ক্যামেরায়।

## স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে রোগী দেখলেন বিএমওএইচ

**ফুলবাড়ি, ৩ জুলাই :** বেশ কয়েক মাস ধরে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আসেন না। রোগীদের ওষুধ দিচ্ছিলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্থায়ী ডাক্তার সহ ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর দাবিতে বুধবার আন্দোলনে নামেন এলাকার মানুষ। এই খবর বৃহস্পতিবার ছবি সহ প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। খবর প্রকাশের পর এদিনই ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন বিএমওএইচ ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাস। পরিদর্শনে এসে এদিন তিনি বেশ কয়েক ঘণ্টা রোগীও দেখেন।

বিএমওএইচ বলেন, 'যেহেতু আমার অন্য একটি হাসপাতালে পোস্টিং আছে, তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া এখানে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে বৃহস্পতিবার পরিদর্শনের জন্য ক্ষেতি ফুলবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। তাই এখানে এসেছিলাম। কয়েক ঘণ্টা থেকে রোগীও দেখেছি। যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাকে অফিশিয়াল অর্ডার দেন এই হাসপাতালে সপ্তাহে কয়েকদিন করে কাজ করার। তাহলে আমি আসব।' কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার আড়ি জানান, ফুলবাড়ির ওই হাসপাতালে যেখান থেকেই হোক ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

## রাস্তার কাজ

**হলদিবাড়ি, ৩ জুলাই :** দেওয়ানগঞ্জে রাস্তার সমস্যা মিটতে চলেছে। বৃহস্পতিবার রাস্তা সংস্কারকাজের সূচনা করেন বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। এদিন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক জানান, স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি সহ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে এই কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় উপপ্রধান নুর আলম সরকার জানিয়েছেন, বাজার এলাকার রাজেশের মোড় থেকে উড়িয়ার মোড় পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটার কাঁচা রাস্তাটি সংস্কার হবে। এরজন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ৬৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

## প্রতিবাদ

**হলদিবাড়ি, ৩ জুলাই :** সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের প্রতিবাদে এবার প্রতিবাদে মুখরিত হল বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার স্কুলের পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার স্কুল শুরুর আগে প্রতিবাদ মিছিল ও হাতে লেখা পোস্টার, ব্যানার নিয়ে স্কুল গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিঙ্গারহাট ধৈর্য্য নারায়ণ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

# প্রাক্তন টার্মিনাস কর্মীদের ধর্না

শতাব্দী সাহা

**চ্যাংরাবান্ধা, ৩ জুলাই :** চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের মাধ্যমে ভারত, ভুটান এবং বাংলাদেশ নিয়ে ত্রিদেশীয় বাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরে। আর প্রথম থেকে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক টার্মিনাসে কাজ করতেন স্থানীয় কর্মীরাই। ট্রাক পরিচর্যা, মেরামতি থেকে গাড়ির লাইন ঠিক রাখা, কোন গাড়ি কখন টার্মিনাসে ঢুকছে, বেরোচ্ছে- তার সময়সূচি তালিকায় রাখা ইত্যাদি নানান কাজ করতেন তাঁরা। তবে, ২০২২ সালে পরিবহণ দপ্তরের অধীনে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক টার্মিনাস চলে গেলে স্থানীয় ওই কর্মীরা কর্মচ্যুত হন। যদিও সরকার থেকে তাঁদের চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে নিয়োগের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বাদ দিয়েই বহিরাগতদের নিয়োগ করে চ্যাংরাবান্ধার সুবিধা পোর্টাল ও পার্কিংয়ের কাজকর্ম চালানো হচ্ছে বলে এই কর্মচ্যুত স্থানীয়দের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার কাজ ফিরে পাওয়ার দাবিতে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক টার্মিনাস এলাকায় পরিবার পরিজন সহ অনশন ধর্নায় বসেন এই কর্মচ্যুতরা।

প্রতিবাদীদের মধ্যে তহশিলদার রহমান নামে এক ব্যক্তি বলেন, '২০২২ সালে পরিবহণ দপ্তরের হাতে যখন ট্রাক টার্মিনাসকে তুলে দেওয়া হয় তখন তৎকালীন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন আমাদেরই চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আমরা ১৮ জন কর্মী খুব আর্থিক সমস্যায় আছি।'

### কাজ ফেরানোর দাবি

তাঁর সংযোজন, 'আমাদের মতো স্থানীয়দের বঞ্চিত করে চ্যাংরাবান্ধায় বাইরে থেকে লোক এনে কাজ হচ্ছে। আমাদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আমরা অনশন ধর্নায় বসেছি।'

এদিন কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পুলিশবাহিনী উপস্থিত ছিল। মেখলিগঞ্জের ওসি মণিভূষণ সরকার তদারকিতে পৌঁছান। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মেখলিগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার। তাঁর সঙ্গে আন্দোলনকারী কিছুটা সময় বাকবিতণ্ডা চলে। জয়েন্ট বিডিও বারবার তাঁদের অভিযোগ লিখে জমা করার কথা বলে ধর্না তুলে নিতে অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, 'সমগ্র বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানাব।' খানিক্ষণ ধর্না চলার পর আন্দোলনকারীরা মেখলিগঞ্জে বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে চলে যান। পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বিধায়কও তাঁদের সঙ্গে এসডিও অফিসে চলে যান। আন্দোলনকারীরা সেখানে দাবিপত্র জমা দেন। তবে এসডিও ওই সময় ছিলেন না। আন্দোলনকারীদের মধ্যে তহশিলদার রহমান বলেন, 'বিধায়কের সঙ্গে এই নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।'


### অধিসূচনা

অধিসূচনা সংখ্যা. এএস/ওয়াকিং ইন্টারভিউ/২০১৫/পিটি-II তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৫

**শিক্ষা বর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার জংশনে ঠিকাভিত্তিক অংশকালীন স্কুল শিক্ষকের নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার**

(১) **শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২০২৬** এর জন্যে **সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিক** উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের **রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার জংশনে** নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালি পদসমূহ পূরণ করার জন্যে **"প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার"** এর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি অংশকালীন ভিত্তিতে ২০০ কর্মদিনের (দুইশো) অধিক না হওয়া এক সময়সীমার আধারে অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিত চয়নিত প্রার্থীর নিযুক্তিতে অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা যেটাই প্রথমে হবে, অথবা রেলওয়ে বোর্ড থেকে সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে হবে।

(২) **উপস্থিত হওয়ার সময়ঃ** সকাল ০৮:৩০ টায় এবং **সাক্ষাৎকারের সময়ঃ** সকাল ১০:৩০ ঘণ্টা থেকে।

অধিক তথ্যের জন্যে **railwayhsschoolapdj.com** ওয়েবসাইট অনুসরণ করুন।

(৩) ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকের অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে খালি পদসমূহের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নঅনুসারে প্রদান করা হলঃ

স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি)

| ক্রম সং. | শিক্ষক এবং বিষয় শ্রেণী | সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন | | | | | মোট খালি পদ | সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | এসসি | এসটি | ওবিসি | ইউআর | ইডব্লিউএস | | |
| ১ | পিজিটি (জীব বিজ্ঞান) | | | | ১ | | ৮ | পিজিটি তারিখ: ১৫-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে |
| ২ | পিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান) | | | ১ | | | | |
| ৩ | পিজিটি (ইংরেজি) | | | | ১ | | | |
| ৪ | পিজিটি (ভূগোল) | | ১ | | | | | |
| ৫ | পিজিটি (হিন্দি) | ১ | | | | | | |
| ৬ | পিজিটি (ইতিহাস) | | | ১ | | | | |
| ৭ | পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান) | | | | | ১ | | |
| ৮ | পিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) | | | | ১ | | | |

প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি)

| ক্রম সং. | শিক্ষক এবং বিষয় শ্রেণী | সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন | | | | | মোট খালি পদ | সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | এসসি | এসটি | ওবিসি | ইউআর | ইডব্লিউএস | | |
| ৯ | টিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান) | | | | ১ | | ১১ | টিজিটি তারিখ: ১৬-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে |
| ১০ | টিজিটি (ইংরেজি) | | | | ১ | | | |
| ১১ | টিজিটি (ইংরেজি) | | | ১ | | | | |
| ১২ | টিজিটি (হিন্দি) | | | | ১ | | | |
| ১৩ | টিজিটি (হিন্দি) | | ১ | | | | | |
| ১৪ | টিজিটি (প্যুর সাইন্স) | | | ১ | | | | |
| ১৫ | টিজিটি (প্যুর সাইন্স) | | | | | ১ | | |
| ১৬ | টিজিটি (সংস্কৃত) | | | | ১ | | | |
| ১৭ | টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) | | | ১ | | | | |
| ১৮ | টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান) | | | | ১ | | | |
| ১৯ | পিটিআই (মেল) | ১ | | | | | | |

প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি)

| ক্রম সং. | শিক্ষক এবং মাধ্যম শ্রেণী | সম্প্রদায় আধারিত বিভাজন | | | | | মোট খালি পদ | সাক্ষাৎকারের তারিখ, সময় এবং স্থান |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | এসসি | এসটি | ওবিসি | ইউআর | ইডব্লিউএস | | |
| ২০ | পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) | | | | ১ | | ৫ | পিআরটি তারিখ: ১৭-০৭-২০২৫ উপস্থিত হওয়ার সময় সকাল ০৮:৩০ টায় সাক্ষাৎকারের স্থান রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. সাক্ষাৎকারের সময় সকাল ১০:৩০ ঘন্টা থেকে |
| ২১ | পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) | | | | ১ | | | |
| ২২ | পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) | | | ১ | | | | |
| ২৩ | পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) | | | | ১ | | | |
| ২৪ | পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) | | ১ | | | | | |

**টোকা:** যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হইতে পারে।

নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহার সঙ্গে সংযোজিত আবেদন পত্রটিতে প্রার্থীর দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষর করার সঙ্গে পাসপোর্ট আকারের অনতিম রঙীন **ফটোগ্রাফ** এখানে পেস্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন- **www.nfr.indianrailways.gov.in, https://railwayschools.nfreis.org/ and railwayhsschoolapdj.com**

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল পার্সনেল আধিকারিক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে


# স্কুলে শাস্তিদানের জবাব চেয়ে হট্টগোল

অভিজিৎ ঘোষ

**সোনাপুর, ৩ জুলাই :** বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি প্রমোদিনী হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। সেদিন বিকেলেই দলবল নিয়ে এসে স্কুলে একপ্রস্থ হাঙ্গামা করেছে সেই পড়ুয়া। স্কুলের টিআইসি, শিক্ষকরা ভেবেছিলেন, হয়তো বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার তার জল গড়াল অনেকদূর। এদিন দফায় দফায় স্কুলে অশান্তি বাধে। কখনও সেই পড়ুয়ার দিদা এসে হট্টগোল করেন। কখনও সেই ছেলেটিই আবার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে ঝামেলা পাকায়। কখনও স্কুলের প্রাক্তনীরা এসে পালটা অশান্তি করেন। ঘটনার খবর করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় সাংবাদিককেও। তাঁকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

এই ঘটনায় স্কুলের ভূমিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ছে। স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত কিছুর পরেও স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে, সমস্যা মিটে গিয়েছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ দেবকুমার দাস বলেন, 'স্কুলের যে সমস্যা ছিল তা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।' তবে তাঁর এই আশ্বাসের পরেও স্কুলের পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত অনেক অভিভাবক ও অভিভাবিকা। এমনকি উদ্বিগ্ন প্রাক্তনীরাও।

যে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াকে শাস্তিদান নিয়ে এত কাণ্ড, তার সহপাঠী ও স্কুলের শিক্ষকরা বলছেন, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সহপাঠীদের সঙ্গে বিবাদ-দুর্ব্যবহারের নানা অভিযোগ উঠেছে। বুধবারও তেমন অভিযোগ উঠলে তাকে স্কুলের এক শিক্ষক শাস্তি দেন। তারপর স্কুলের একাদশ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে ওই অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের স্কুলের বাইরে বিবাদ হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ওই ছাত্রের দিদা এসে স্কুলে হইচই শুরু করে দেন। 'কেন নাতিকে মারা হয়েছে?' সেই প্রশ্ন তোলেন। এদিন বৃদ্ধা বলেন, 'আমাকে তো কিছু জানানো হয়নি। খারাপ কাজ করলে স্কুল আমাকে জানাতে পারত।' তার কিছুক্ষণ পর ওই ছাত্র আবার তার বন্ধু ও প্রতিবেশী কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসে। শিক্ষকদের ঘেরাও করার পরিকল্পনা করে।

স্কুলের বাইরে জটলা।

আবার একাদশ শ্রেণির যে ছাত্রদের সঙ্গে তার বিবাদ ছিল, তারাও তক্কে তক্কে ছিল। তারাও দলবল নিয়ে এসে স্কুলের বাইরে জমায়েত করে। দু'পক্ষেরই একাধিক লোক নিজেদের সেই স্কুলের প্রাক্তনী বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার ভরদুপুরেই বেসামাল অবস্থায় ছিলেন। বিকেল ৪টে নাগাদ দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। কয়েকজন শিক্ষক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। সেই সময় খবর সংগ্রহ করতে গেলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধিকে কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

ঘটনা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে না চাইলেও অবিভাবক অভিভাবিকা থেকে শুরু করে স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে নিন্দার ঝড় উঠেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কেন সমস্যা মেটাতে পুলিশের দ্বারস্থ হল না, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, 'এই রকম ঘটনা তো স্কুলের পক্ষে লজ্জাজনক। স্কুলের পরিবেশ এতে নষ্ট হয়। স্কুলে শিক্ষকরা ছাত্রদের শাসন করতেই পারেন। তাঁরাই তাদের মানুষ করবেন। তাবলে কি ছাত্ররা পাল্টা ঝামেলা করবে? আবার প্রাক্তনীরা তাতে নাক গলাবে? এটা ঠিক নয়।'

## হন্ডার উদ্যোগ

মেদিনীপুর, ৩ জুলাই : পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে হন্ডা মোটর সাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া মেদিনীপুরে একটি রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আয়োজন করল। সম্প্রতি এই উদ্যোগে আরএনএলকে উইমেন্স কলেজ এবং সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা। এবিষয়ে সচেতনতার জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ও প্র্যাকটিক্যাল লার্নিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। হেলমেট পরে বাইক বা স্কুটার চালানো, রাস্তায় নিয়ম মানার বিষয়ে পড়ুয়াদের জানানো হয়।

**NOTICE**

e-Tender are being invited from eligible and resourceful contractors/bidders for NIeT No. 1923/2025-26 dated 03-07-2025, for Repairing and Renovation of 10 nos. of Primary Schools under Mal Block, Jalpaiguri District.

For details, information will be available in https://wbtenders.gov.in. Date for submission of bids starts from 05-07-2025 at 12:00 P.M. Last date for submission of tender is 19-07-2025 upto 18:00 Hrs. Other relevant information will be available in the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Secretary
District Primary School Council
Jalpaiguri

## বিক্রির রেকর্ড স্কোডার

নিউজ ব্যুরো

৩ জুলাই : ক্রেতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া। ভারতে ২৫তম বর্ষে এবং বিশ্বে ১৩০তম বর্ষপূর্তি করল সংস্থাটি। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধেই ৩৬ হাজার ১৯৪টি ইউনিট বিক্রি করেছে স্কোডা অটো, যা দেশে গত ২৫ বছরের ইতিহাসে ষাণ্মাসিক বিক্রির রেকর্ড। এই সাফল্যে স্কোডা অটোর ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশিস গুপ্ত বলেন, 'আমাদের ষাণ্মাসিক বিক্রির সংখ্যা স্পষ্ট করছে, স্কোডার ওপর ক্রেতারা ভরসা রাখছেন। আমাদের লক্ষ্য, ক্রেতাদের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। সামগ্রী, পরিষেবা এবং টাচপয়েন্টের মাধ্যমে।' ৩৬,১৯৪টি ইউনিট বিক্রির পর স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ভারতের শীর্ষ সাত অটোমোটিভ ব্র্যান্ডের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ২০২৪ সালের পর তিনটে ধাপ ওপরে উঠে রেকর্ড তৈরি করল সংস্থাটি। এর আগে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার সেরা ষাণ্মাসিক বিক্রির রেকর্ড ছিল ২৮,৮৯৯টি (২০২২ সাল)।

**সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়**
**ভারত সরকার**
**টেন্ডার নোটিশ**

৩০শে জুন ২০২৫ তারিখে সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক জ্ঞান ভারতম মিশনের জন্য পাণ্ডুলিপিগুলির ডিজিটাইজেশনের প্রস্তাবের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আগ্রহী দরদাতারা eprocure.gov.in-এ বিস্তারিত দেখতে পারেন।

দর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- **২১ শে জুলাই ২০২৫**

CBC 09101/11/0008/2526

**Tender Notice**

Block Development Officer Sitalkuchi has invited online e-Tender NIQ No-02/ BDO/SLK/2025-26 Dated 30.06.2025. Details are available at office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer
Sitalkuchi Dev. Block

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

নং. সিওএম/পার্কি/মালদা/২০২৫ তারিখ: ০২.০৭.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের রাজমহল স্টেশনের পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. : পার্কি-২৫-০৪; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ১৭.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। লট নং. : পার্কি-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএস-৭০-২৫-৪; স্টেশন : রাজমহল (আরজেএল); সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এ ই-অকশন মডিউল দেখতে বলা হচ্ছে। (MLD-105/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**স্টোর্স ই-প্রকিউরমেন্ট**

সামগ্রী যোগানের জন্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০০২/২৫-২৬ তারিখঃ ০১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে

টেন্ডার সংখ্যা. এনজেপি৩৫২৫৮৩
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২১-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্যে সিলিন্ডার হেড অ্যাসেম্বলি (ওয়াটার কুলড)। কনসাইনি: এসএসই/আইসি/লোকো/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। পরিমাণঃ ০৫ টি।

নোটিস টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার ফর্ম-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাকদাতাদের যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীকরণ না করে থাকেন, তাদেরকে উক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিকালি ওদারের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএস পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## কর্মখালি

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ও সেবক রোডে অ্যাপার্টমেন্টের জন্য লোকাল গার্ড চাই। বেতন ১০,০০০/- M : 9679071524. (C/117281)

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে স্কুল ও অ্যাপার্টমেন্টের জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, বেতন -11,000/-(PF, ESI) M : 9933119446. (C/117281)

শিলিগুড়ি/কুচবিহার/জলপাইগুড়িবাসীদের নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়। 9474875922. (K)

Wanted maths, physical science and life science teacher for an English medium school, Siliguri. Call - 7908490493, 9434812168. (C/116873)

## বিক্রয়

বিবেকানন্দপল্লিতে চার কাঠা জায়গার উপর দোতলা বাড়ি (আম গাছ ও বাগানসহ) সত্বর বিক্রয়। মিউটেশন এবং হোল্ডিং ট্যাক্স আপডেট রয়েছে। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। দালাল নহে। WApp/ফোন- 8017728901. (C/116874)

## অ্যাফিডেভিট

নিজ মেয়ের শিক্ষাগত ডকুমেন্টে ওর বাবার নাম Pritam Singh থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 10.6.2025 তারিখে অ্যাফিডেভিট করে Peeetam Singh Tekam হইল। Kabita Singh Tekam, সাং-নগর সিতাই। (S/M)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 2005 0931575 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 02.07.25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Kulin Barman এবং Kulin Ch. Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Uttam Barman, পশ্চিম ঘুঘুমারী, ঘুঘুমারী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115992)

## Affidavit

I, Mahima Roy, spouse of GS No-182906K, Rank-DVRMT-2, Name-Lokesh Ch Roy resident of vill & P.O.- Pradhan Para, Dist. - Jalpaiguri, Pin-735212 (WB) have changed my name from Mahima Roy to Mahima Barman Roy vide affidavit dated 19.06.2025 before J.M. 1st class 3rd court Siliguri. (C/117273)

## D.El.Ed ভর্তি

জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ ' Rabindranath Thakur Teachers Training Institute'-এ 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ- 9832632235. (C/116651)

## চিকিৎসা

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ 'Dr. Saumya Sanyal'- MBBS (Cal), MS. (Cal) Gold Medalist Eye Surgeon, (Retina Specialist) প্রতি রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত রোগী দেখছেন। Mixture Eye Care, নৌকাঘাট, শিলিগুড়ি। ফোন : 9474873291 /9239222103. (C/116871)

মালদা প্রধান শাখা
জেলা ঃ মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড ঃ
আইডিআইবি ০০০ এম ৫৭৯
ই-মেল ঃ- M579@indianbank.co.in

তথ্য সূত্র ঃ- আইবি- মালদা/২০২৪-২৫/ বিক্রয় পুনরুদ্ধার নোটিশ/ গোপাল তারিখ ঃ- ১৯.০৬.২০২৫

| | |
|---|---|
| ১) মেসার্স গোপাল কৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি - (ঋণগ্রহীতা) ধুমডাঙ্গি নারায়ণপুর, পোস্ট - মঙ্গলবাড়ি, থানাঃ মালদা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এয়ারসেল টাওয়ারের নিকট। পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮ | ২) রাজেশ চৌধুরী (মালিক/জামিনদাতা) টিকাইতুলি বাঙ্গাতুলি লেনের বসবাসরত এনএস রোড, থানা- ইংরেজবাজার। মালদা- ৭৩২১০১ |
| ৩) চন্দ্রিমা চৌধুরী (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) টিকাইতুলি বাঙ্গাতুলি লেনের বসবাসরত এনএস রোড, থানা- ইংরেজবাজার, মালদা- ৭৩২১০১ | |

প্রিয়
মহাশয়/মহাশয়া

রেফিঃ- পূর্ণ নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) ২০০২ এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে জারি করা হয়েছে। মেসার্স গোপাল কৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রি (সিসি- ৫০০৩১৯১৫৫৫৪)-এর আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে এনপিএ অ্যাকাউন্ট।

এটি ব্যাংক কর্তৃক জারি করা হচ্ছে যে ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা (গণ)/এবং জামিনদাতা (গণ)/ প্রতিশ্রুতি বন্ধককারীদের নিম্নে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি যেগুলি বন্ধকরত/চার্জড অনুমোদিত আধিকারিকের অধীনে সেগুলির উপর ৬০ দিনের চাহিদা নোটিশ জারি করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্ভুক্ত সেকশন ১৩(৪) অধীনে ০৪.১২.২০২৪ তারিখে সম্পত্তিগুলির (প্রতীকী) দখল করা হয়েছে।

আপনি, উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া চাহিদা নোটিশ এবং ০৪.১২.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া দখল নোটিশের পরও বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্ট-এর হিসাবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের অনুসূচি অনুসারে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৮)-এর বিধান অনুসারে নিম্নের অনুসূচিতে বিবৃত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার ব্যাংকের দ্বারা আর্থিক সুবিধার হিসেবে নোটিশের রিসিপ্ট প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন, নোটিশ জারির ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং রুলস-এর সম্মতি অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর অধীনে সর্বসাধারণের উদ্দেশে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করা হবে।

১৯.০৬.২০২৫-এর হিসেবে লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়া অর্থমূল্য টাঃ- ৭১,১৫,০৪০/- (টাকা একাত্তর লক্ষ পনেরো হাজার চল্লিশ মাত্র) (টাঃ- ৫৯,৯৯,৮২৮.০০ প্রিন্সিপাল + টাঃ ১১,১৫,২১২.০০ সুদ এবং অন্যান্য চার্জ) এবং চুক্তিভিত্তিক দরের হিসাবে আরও সুদ, সাথে মূল্য/চার্জ যথাযোগ্য তারিখের হিসেবে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।

যদি আপনি উল্লেখিত ব্যাংকে বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার না করতে পারেন তবে, সারফাইসি অ্যাক্টের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর হিসেবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে।

**স্থাবর সম্পত্তির অনুসূচি**

বন্ধকরত ২২৩৫ স্কোয়ারফিটের (৭২ কাঠা ৯ ছটাক ৩১ স্কোয়ারফিটের) জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে ভবনটি দ্রষ্টব্য দলিল নং - I-৬১৭৩.০১/০৭/২০০৯ তারিখে এবং চুক্তিভিত্তিক বিক্রিত দলিল - I-৫০০৫ ২৯/০৫/২০০৯ তারিখে মৌজা- যদুপুর, জেএল নং- ২৮, এলআর খতিয়ান নং- ৮০৩ (নতুন) এলআর খতিয়ান নং- ৫৮০ (পুরাতন), এলআর প্লট নং- ১১১২/১১৯৩, আর এস খতিয়ান নং-২২৯/১২৫/৪৫৩-এ ধুমডাঙ্গি, এয়ারসেল টাওয়ারের নিকট, নারায়ণপুর, থানা- পুরাতন মালদা- ৭৩২১২৮-এ শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর স্বত্বাধিকরণে রয়েছে।

উল্লেখিত সম্পত্তির সীমানা (শিরোনাম/বিক্রিত দলিল অনুসারে)

উত্তর ঃ শংকর কর্মকার এবং অন্যান্য, পূর্ব ঃ নন্দন কুমার সাহা, দক্ষিণ ঃ কামাল আগরওয়াল, পশ্চিম ঃ দিলীপ আগরওয়াল।

তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৫
স্থান ঃ মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

মালদা প্রধান শাখা
জেলা মালদা
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাঁক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(Erstwhile Allahabad Bank)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এম৫৭৯
ই-মেল : M579@indianbank.co.in

তথ্যসূত্র : আইবি-মালদা/২০২৪-২৫/বিক্রয় পুনরুদ্ধার নোটিশ/মহাকালী তারিখ : ২০.০৬.২০২৫

| | |
|---|---|
| ১। মহাকালী ইন্ডাস্ট্রি (ঋণগ্রহীতা) মালিক : চন্দ্রিমা চৌধুরী নারায়ণপুর, পোস্ট : মঙ্গলবাড়ি, থানা-মালদা, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা-৭৩২১২৮ | ২। শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরী (মালিক/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) রাজেশ চৌধুরীর স্ত্রী বাঙ্গাতুলি লেনে বসবাসরত, এন. এস. রোড, থানা-ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১ |

প্রিয় মহাশয়া/মহাশয়া,

রেফিঃ- পূর্ব নিলাম বিক্রয় নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে জারি করা হয়েছে। মেসার্স মহাকালী ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসি- ৫০১৪৯৩৫৪০৮৪, টিএল- ৭০০৬৫৬৭৭১২, টিএল- ৭১৪০৭৫০৫৪৩) এর আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার কাছে এনপিএ অ্যাকাউন্ট।

এটি ব্যাংক কর্তৃক জারি করা হচ্ছে যে, ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ প্রতিশ্রুতি বন্ধককারীদের নিম্নে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি / সম্পত্তিগুলি যেগুলি বন্ধকরত / চার্জড অনুমোদিত অধীনে সেগুলির উপর ৬০ দিনের চাহিদা নোটিশ জারি করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণগ্রহীতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অন্তর্ভুক্ত ১৩(৪) এর অধীনে ০৪.১২.২০২৪ তারিখে সম্পত্তিগুলির দখল (প্রতীকী) করা হয়েছে।

আপনি উপরে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / জামিনদাতা ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া চাহিদা নোটিশ এবং ০৪.১২.২০২৪ তারিখে জারি হওয়া দখল নোটিশের পরও বকেয়া সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সঙ্গে পঠিত অ্যাক্টের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নের অনুসূচি অনুসারে সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত অ্যাক্টের অধীনস্থ অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(৮) এর বিধান অনুসারে নিম্নের অনুসূচিতে বিবৃত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার ব্যাংকের দ্বারা আর্থিক সুবিধার হিসেবে নোটিশের রিসিপ্ট প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে রয়েছে। অনুগ্রহ করে লক্ষ করবেন, নোটিশ জারির ৩০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এবং রুলসের সম্মতি অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অধীনে সর্বসাধারণের উদ্দেশে একটি সর্বজনীন নোটিশ জারি করা হবে।

২০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে লোন অ্যাকাউন্টে বকেয়ার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

| অ্যাকাউন্ট নং | প্রিন্সিপাল | সুদ এবং অন্যান্য চার্জ | ২০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসেবে মোট বকেয়া |
|---|---|---|---|
| ৭০০৬৫৬৭৭১২ | ১৫,৩৯৮.০০ | ২,৬৫৯.০০ | ১৮,০৫৭.০০ |
| ৭১৪০৭৫০৫৪৩ | ৮৮,৯৫২.০০ | ৯,৭৮০.০০ | ৯৮,৭৩২.০০ |
| ৫০১৪৯৩৫৪০৮৪ | ৩৩,৬৬,৩৮৬.০০ | ৮,৭৫,৯৮৮.০০ | ৪২,৪২,৩৭৪.০০ |
| মোট | ৩৪,৭০,৭৩৬.০০ | ৮,৮৮,৪২৭.০০ | ৪৩,৫৯,১৬৩.০০ |

যদিও বা চুক্তিভিত্তিক দর সহিত আরও সুদ, সাথে মূল্য / চার্জ যথাযোগ্য তারিখের হিসেবে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক।

যদি, আপনি উল্লেখিত ব্যাংকে বকেয়া প্রদানে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার করতে না পারেন তবে, সারফাইসি অ্যাক্টের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর হিসেবে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে।

**স্থাবর সম্পত্তির অনুসূচি**

ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্ধকরত ৪.০০ ডেসিমেল এলাকার জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে ভবন দ্রষ্টব্য বিক্রিত দলিল I-২৫৮৩ ২৩.০২.২০১২ তারিখের হিসেবে মৌজা : যাদুপুর, থানা এবং জেলা : মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, জেএল নং- ২৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৮০ (সাবেক) ৭০২ (হাল) দলিল অনুসারে এল.আর. খতিয়ান নং ৮০৩ (পরচা অনুসারে), এল.আর. প্লট নং ১১১২/১১৯৩ শ্রেণি : কারখানা, শ্রীমতী চন্দ্রিমা চৌধুরীর স্বত্বাধিকরণে রয়েছে।

উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :
উত্তর : অজয় কুমার সাহা, দক্ষিণে : কমল আগরওয়ালের সম্পত্তি,
পূর্ব : অজয় কুমার সাহার সম্পত্তি, পশ্চিম : কমল আগরওয়াল

তারিখ : ২০.০৬.২০২৫
স্থান : মালদা
অনুমোদিত আধিকারিক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(Accredited by NAAC with Grade B++)

Applications are invited for the requirement of Technical Assistance (TA) in DAE-BRNS funded project (58/14/10/2025/ BRNS/366). For details please visit at www.nbu.ac.in

Advt. No. 15/R-2025
Dated : 04.07.2025
Registrar (Acting)

**NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/EO-ET/06/2025-26, DATED: 02/07/2025**

Last date and time for bid submission- 11/07/2025 at 18.00 hours. For more information please visit: www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity, Kumargram :: Alipurduar

**E-Tender Notice**

**NIT No.: PBSSM/ CoB/01/25-26 for Construction Works for Elementary and High & Higher Secondary School, Cooch Behar**

The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from http://wbtender.gov.in.

Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

**SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD**
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
***NIeT No-11-DE/SMP/2025-26***

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

**Date & time Schedule of Bids of work**
Start date of submission of bid : 03.07.2025 (server clock). Last date of submission of bid : 16.07.2025 (server clock).
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

**রঙিয়া ডিভিশনে পণ্য সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০২-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্রম নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ পণ্য সঞ্চালন এলাকা, পণ্য সংযোগ সড়ক -এর উন্নয়ন, মার্চেন্ট রুম, পণ্য অফিস, ব্যারিকেডিং এবং ড্রেন -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৫,২২,৯২,৬৬১.৭৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,১১,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক সেবা

**রঙিয়া ডিভিশনে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০২-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : (i) এসএসই/পি-ওয়ে/মাজবাটের অধীনে রঙিয়া-টেকিয়াজুলি রোডের মধ্যে এক বছরের জন্য পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ। (ii) এসএসই/পি-ওয়ে/রাঙাপাড়া নর্থের অধীনে এক বছরের জন্য টেকিয়াজুলি রোড-বালিপাড়া, বালিপাড়া-ভালুকপং এবং রাঙাপাড়া নর্থ -ঢেকারগাঁওয়ের মধ্যে পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৫৯,৪৬,৯৯৫.৮৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৭৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ২৩-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক সেবা

**VACANCY FOR MEDICAL OFFICERS IN BRO**
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
BORDER ROADS WING
BORDER ROADS ORGANISATION
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE
HEADQUARTERS CHIEF ENGINEER PROJECT SWASTIK
ADVT No- 17002/GEN/MO/HIRING/E1MED/JUN 2025
ADVERTISEMENT FOR HIRING MEDICAL OFFICERS ON CONTRACTUAL BASIS FOR ONE YEAR AND EXTENDABLE UPTO FIVE YEARS IN BORDER ROADS ORGANISATION
(Please read the instruction carefully before filling up the application form)

1. Applications are invited for filling up the vacancies of Medical Officer in Project Swastik and at the various locationsas mentioned below in Border Roads Organisation (BRO) from Indian Nationals Only.

| Appointment | Minimum Qualification | No of vac | Fixed Remuneration Per month |
|---|---|---|---|
| Medical Officer | MBBS | 02 (01 Vac at Central MI Room,764 Border Road Task Force (BRTF),Kalimpong (W.B) & 01 Vac at 834 Additional MI Room, 87 Road Construction Company(RCC),Melli (W.B.) | Rs 75,000/- PM (As per GOI letter No2D(19)/2017/WE/D(res)dated 16 Aug 2017(subject to revision by GOI) |

2. For Terms & Conditions, Application Form & Remuneration. Kindly see recruitment section of our websites www.bro.gov.in&www.marvels.bro.gov.in for additional details.

3. Last date of receipt of application as per format given at our website. Application as per requisite format along withself-attested photocopies of testimonials in support of educational Qualifications, Work Experiences,Medical Certificate duly signed by SEMO/CMO, Character Certificate/ Police Verification, in a sealed envelope will be dropped in a sealed letter box placed at Central Medical Inspection Room (CMIR),Headquarters Chief Engineer ProjectSwastik by19 July 2025 (1200 hrs) in duplicate. Alternatively, application may be fwd by speed post at the following address & heading:-

ADVT: HIRING OF MEDICAL OFFICER'
Headquarters Chief Engineer Project Swastik
Upper Burtuk, Gangtok (Sikkim) Pincode- 737101
Official E-mail ID:-bro-swtk@nic.in Contact No:-03592295765

4. Any application received after 19 July 2025(1200hrs) will not be accepted.

5. Interview Date, Timing & Venue. The location and timing of the interview will be intimated to each candidate after scrutiny of the application. No extension will be entertained. Candidates must bring all the original certificate/marks sheet/degree of 10thmatric, 10+2 & Graduation /Post-Graduation /Diploma/Course, Work Experience and (discharge book, PPO, service records for ESMonly) and 04PassportSize Colour photographs at the time of the interview. No TA/DA is admissible.Only candidates meeting the Qualitative Requirements may apply. The Candidates will be intimated about the time and venue of interview through post and email ID

**কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন**
শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় : ভারত সরকার
ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্য নিধি ভবন
দিনবাজার, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
ই-মেল : ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর : ০৩৫৬১-২৩০২৭১/২৩০৭৩১

**আবেদন**

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংস্থা আঞ্চলিক কার্যালয় জলপাইগুড়ির অধীনে তিনটি জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের সমস্ত আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, নিজেদের আধার লিংক মোবাইল নংটি ইউএএন (UAN)-এর সাথে লিংক করার মাধ্যমে সক্রিয় করুন এবং তার সাথে আপনার কেওয়াইসি (KYC) পূর্ণ করুন এবং ই-নামাঙ্করণ (e-nomination) দাখিল করুন। সকল নিয়োগকর্তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনাদের ভবিষ্য নিধি সদস্যদের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করুন এবং উনাদের এই বিষয়টিতে সহযোগিতা করুন যাতে তারা কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন (E.P.F.O) -দ্বারা প্রদত্ত ডিজিটাল পরিষেবাগুলির আরও সুগম এবং সহজভাবে লাভ উপভোগ করতে পারেন। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যগুলি আমাদের ওয়েবসাইট epfindia.gov.in এবং https://www.youtube.com/watch?v=yuKJLbziu14-এ ভিডিও রূপে উপলব্ধ। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলি প্রচারের দ্বারা নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নূতন দিকের সূচনা করেছে। এখন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) তৈরি এবং সক্রিয় করার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং সহজতর করে তোলা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপের দ্বারা মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি (FAT) সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে এক নূতন সুবিধার সূচনা করেছে। মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তিটি চিরাচরিত OTP এর দ্বারা যাচাইকরণ পদ্ধতির থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং নির্ভুল পদ্ধতি। এর ফলস্বরূপ EPFO সিস্টেমে নির্ভুল অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে নিয়োগকর্তা অথবা EPFO এর কার্যালয়ের সাহায্য ছাড়াই সদস্যরা বহু পরিষেবা নিজের মোবাইলের দ্বারা উপভোগ করতে পারবেন। এই নতুন পদ্ধতির দ্বারা সদস্যরা সরাসরি নিজেদের মোবাইলের দ্বারা UAN তৈরি এবং সক্রিয় করতে পারবে এবং যেই সদস্যদের কাছে প্রথম থেকেই UAN আছে কিন্তু তারা সেটিকে সক্রিয় করেননি, তারা এখন 'UMANG' অ্যাপ এবং মুখ প্রমাণীকরণ প্রযুক্তির সাহায্যে খুব সহজভাবেই এটি সক্রিয় করতে পারবেন যাতে কোনওপ্রকার অতিরিক্ত নথিপত্র অথবা পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন পরবে না। অন্যান্য পরিষেবাগুলি নিয়োগকর্তাদের সাহায্য ছাড়াই উপভোগ করতে পারবেন। এই পদ্ধতিটিতে ডাটাগুলি সরাসরি আধার ডাটাবেস থেকে নেওয়া হয় তাই এক্ষেত্রে কোনওপ্রকার ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। নিয়োগকর্তা, কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং তাদের সমিতিগুলিকে অনুরোধ হচ্ছে তাদের নিজ নিজ জেলায় প্রত্যেক মাসের ২৭ তারিখে (২৭ তারিখ ছুটির দিন হলে পরবর্তী কর্মদিবসে) আয়োজিত নিধি আপনার নিকট কার্যক্রমে যোগদান করার জন্য যাতে তারা ইপিএফও-এর দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পগুলির ভূমিকা/দায়িত্বগুলি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং ইপিএফও দ্বারা শুরু করা নতুন উদ্যোগ এবং ওই উদ্যোগ সম্পর্কিত অভিযোগগুলির সমাধানের দ্বারা খুব দ্রুতগতিতে সাহায্যলাভ করতে পারেন।

ইপিএফও-এর দ্বারা সাম্প্রতিক কালে অটো ক্লেম সেটেলমেন্ট সুবিধার সীমা এক লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে। সঙ্গে ইপিএফও নিজের সকল অংশীদারদের অনুরোধ করছে যে অননুমোদিত এজেন্টদের সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিঃশুল্ক তথা নিরাপদ অনলাইন সেবাগুলির জন্য আধিকারিক পোর্টাল ব্যবহার করুন। যার বিস্তারিত তথ্য-https://www.plb.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID= 2136622 লিংকে উপলব্ধ।

ভারত সরকার ০১.০৭.২০২৫ তারিখে রোজগারের সাথে সম্পর্কিত প্রণোদনা প্রকল্পটি (ইএলআই) ঘোষণা করেছে। যারা বিস্তারিত তথ্য https://www.plb.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID = 2055708 লিংকে উপলব্ধ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY

E-tender are invited for scheme in different places of Sitai Panchayat Samity (Fund-Others) against the Tender Number is 04/EO/SITAI PS/2025-26. For details please visit http://etender.wb.nic.in the last date for submission of tender is 12/07/2025 (upto 11:00 A.M.).

Sd/-
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

**Recruitment Notice**

Applications are invited for the post of one Temporary Muslim Marriage Registrar (MMR) in the Dalkhola P.S. area, Uttar Dinajpur district. Eligibility criteria include residency in Dalkhola P.S. area, sufficient office space, age between 25-40 years as on the date of submission of application, Indian citizenship, and possession of a moral character certificate. Additionally, candidates must have a certificate of acquaintance with Arabic and Muhammadan Law of Marriage and Divorce. Applications must be sent by registered post or by hand at the office of the undersigned by 08th August 2025, 2:00 PM, along with required documents. Details and application format is available at this office Notice Board or district website or A.D.S.R. office of Dalkhola and http://wbregistration.gov.in.

Sd/-
DISTRICT REGISTRAR
UTTAR DINAJPUR, RAIGANJ

**e-TENDER NOTICE**
**Matiali Panchayat Samiti**
**Matiali : Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/03/ EO/MATIALI/2025-26. Last date of online bid submission: 09-07-2025 upto 17:00 hours. For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭৬৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৮১৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩৩০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১০৮২০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১০৮৩০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA
সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
AMIR KHAN IN
SITAARE ZAMEEN PAR
Time : 1.15, 4.15, 7.15

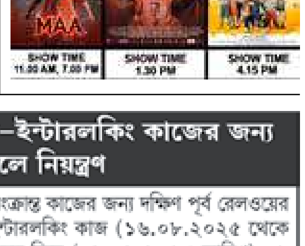


**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

ঝারসুগুদা গুডস্ ইয়ার্ডে ইয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিশনে ২৪ দিন প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ (১৬.০৮.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) এবং ২৫তম দিনে (০৯.০৯.২০২৫ তারিখ) ০৬ ঘণ্টার (১১: ০০ ঘ: থেকে ১৭:০০ ঘ: পর্যন্ত) সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লক তৎসহ ১ দিন পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ (১০.০৯.২০২৫ তারিখ) সম্পাদিত হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেঃ • **বাতিলঃ (১) ১৭০০৭ চারলাপল্লী-দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৬.০৮.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫) এবং **১৭০০৮ দ্বারভাঙ্গা-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২০২৫ ও ১২.০৯.২০২৫)। **(২) ১৭০০৫ হায়দ্রাবাদ-রক্সৌল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৮.০৮.২০২৫) এবং **১৭০০৬ রক্সৌল-হায়দ্রাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫)। **(৩) ০৭০৫১ চারলাপল্লী-রক্সৌল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) এবং **০৭০৫২ রক্সৌল-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫)। **(৪) ০৭০০৫ চারলাপল্লী-রক্সৌল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) এবং **০৭০০৬ রক্সৌল-চারলাপল্লী এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫)। **(৫) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৯.২০২৫) এবং **১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮.০৯.২০২৫)। **(৬) ১৫০২৮ গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৮.০৯.২০২৫) এবং **১৫০২৭ সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৯.২০২৫) • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুঃ ১৩২৮৮ আরা-দুর্গ সাউথ বিহার এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৮.২০২৫, ২৫.০৮.২০২৫ থেকে ০১.০৯.২০২৫, ০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫) রাউরকেলা-তে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে ও **১৩২৮৭ দুর্গ-আরা সাউথ বিহার এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫ থেকে ০২.০৯.২০২৫, ০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫) রাউরকেলা থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং রাউরকেলা ও দুর্গের মধ্যে উভয় ট্রেনের পরিষেবা বাতিল থাকবে। **১৫০২৮ গোরখপুর-সম্বলপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৮.২০২৫, ২৫.০৮.২০২৫, ২৭.০৮.২০২৫, ২৯.০৮.২০২৫ ও ৩১.০৮.২০২৫) হাতিয়াতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে ও **১৫০২৭ সম্বলপুর-গোরখপুর মৌর্য এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫, ২৬.০৮.২০২৫, ২৮.০৮.২০২৫, ৩০.০৮.২০২৫ ও ০১.০৯.২০২৫) হাতিয়া থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং হাতিয়া ও সম্বলপুরের মধ্যে উভয় ট্রেনের পরিষেবা বাতিল থাকবে। • **পুনর্নির্ধারণঃ ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০৮.২০২৫) পাটনা থেকে ০৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **১২৩৭৫ তাম্বরম-জসিডি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) তাম্বরম থেকে ০৬ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) সুরাট থেকে ০৬ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কেটে যাবে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃষ : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সাফল্য পাবেন। সাংসারিক কাজে দূরে যেতে হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : আপনার সততার ফল পাবেন। অতিভোজনে শারীরিক সমস্যা। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্কট : সারাদিন আনন্দেই কাটবে। ভাইয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অকারণ বিরোধ। প্রেমের সংকট কাটবে। কন্যা : হৃদরোগীরা সাবধানে থাকুন। ব্যবসায়ে সামান্য বাধা। অধ্যাপক, চিকিৎসকরা সম্মানিত হবেন। তুলা : সৎকাজে অর্থব্যয় করে মানসিক শান্তি মিলবে। কোনও অনুষ্ঠানে নতুন সম্পর্কে পড়তে পারেন। বৃশ্চিক : বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। আয়বৃদ্ধি হবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকবেন। ধনু : প্রেমের কারণে বিষণ্ণতা। ভ্রাতৃবিরোধের অবসান হবে। মকর : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভবান হবেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী-বিরোধে অশান্তি। কাউকে অকারণেই মানসিক আঘাত দিয়ে ফেলবেন। মীন : অনাবশ্যক কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মায়ের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কাটবে।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ আষাঢ়, ৪ জুলাই ২০২৫, ১৯ আহার, সংবৎ ৯ আষাঢ় সুদি, ৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শুক্রবার, নবমী অপরাহ্ণ ৪।৪৪। চিত্রানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৫০। শিবযোগ রাত্রি ৯।১৬। কৌলবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৫।৫০ গতে দেবগণ বংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, অহরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ৮।২১ গতে ১১।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৮ গতে পূর্ব্বে উত্তরেও নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৪ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- বিবাহ- রাত্রি ৭।১২ গতে ৯।৩ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১০।২২ গতে ১২।৪ মধ্যে মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে পুনঃ রাত্রি ১।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৫।০ মধ্যে বৃষ ও মিথুনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## ক্ষুব্ধ রাজন্যা

এআই-এর মাধ্যমে তাঁর নগ্ন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেলেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেত্রী রাজন্যা হালদার। তিনি থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

## মেয়াদ বৃদ্ধি

রাজ্যের সরকার অনুমোদিত সমস্ত সরকারি কলেজের পরিচালন সমিতির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। এই মর্মে বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর।

## অগ্নিকাণ্ড

হাওড়ার আলমপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে পিচ কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে যায়। রাত পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। তদন্ত শুরু করেছে দমকল।

## মেট্রোয় তদন্ত

কলকাতায় মেট্রোরেলের লাইনে কীভাবে জল জমল, তা জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করল মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। বুধবার চাঁদনিচক ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনে জল জমে ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা।

# ওড়িশায় হয়রানি, কড়া চিঠি নবান্নের

### পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশায় ক্ষোভ

আটকে পড়া শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তায় পরিবার। হরিশচন্দ্রপুরে। -ফাইল চিত্র

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া এই রাজ্যের শ্রমিকদের ওপর পুলিশি হয়রানির ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ নবান্ন। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য তাঁদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া ও হেনস্তা করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্য। বৃহস্পতিবারই এই হেনস্তা বন্ধ করতে ওড়িশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজাকে সরাসরি চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এই রাজ্যের শ্রমিকরা, যাঁরা মূলত নিম্ন আয়ের পরিবারের অন্তর্গত, দিনমজুর, রিকশাচালক, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করেন, তাঁরা জীবিকার সন্ধানে ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়েছেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য তাঁদের সন্দেহভাজন হিসেবে দেখা হচ্ছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে অভিযোগ জানানো হচ্ছে। এমনকি তাঁদের গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে। অবিলম্বে এই হেনস্তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।'

মুখ্যসচিব ওই চিঠিতে বলেছেন, 'শুধুমাত্র বাংলা ভাষা বলার জন্য যদি কাউকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরা হয়, তাহলে তা অত্যন্ত বেআইনি এবং একটি ভাষা ও জনগোষ্ঠীকে ঘিরে সামাজিক বৈষম্যও। পুরোপুরি পক্ষপাতদুষ্ট এবং অপমানজনক।'

চিঠিতে মুখ্যসচিব উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন জেলা থেকে যেসব অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে, এই রাজ্যের বহু বাসিন্দা যাঁরা আইন অনুযায়ী সঠিক পরিচয়পত্র যেমন আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড সঙ্গে রেখেছেন, তাঁদেরও পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে এবং গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।ওড়িশার মুখ্যসচিবের কাছে এই রাজ্যের মুখ্যসচিব দাবি করেছেন, 'যাঁদের বিরুদ্ধে সন্দেহ রয়েছে, তাঁদের ন্যায্য ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হোক। যথাযথ কাগজপত্র জমা দিলে কোনও ব্যক্তিকে আর অবৈধ বলা যাবে না।'

পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসনের এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করতে সরকার আরও নজরদারি চালু করুক। অভিযোগের তদন্ত হোক এবং দাগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

# অগাস্টেই ভোটার তালিকার সংস্কার শুরুর সম্ভাবনা রাজ্যে

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অগাস্টেই ভোটার তালিকা সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে মমতার তীব্র ক্ষোভের পর কমিশন সংস্কারের নিয়মে কিছু বদল আনলেও সম্পূর্ণ বদল আনার দাবিতে সরব হয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে দরবারও করেছে তৃণমূল। এই রাজ্যে সংস্কার শুরু হওয়ার আগে ফের কমিশনের কাছে তৃণমূল দরবার করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ এবং নিবিড় সমীক্ষা বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ অগাস্ট থেকেই শুরু করতে চায় কমিশন। এই রাজ্যে শেষবার ২০০২ সালে কমিশন এই তালিকা যাচাইয়ের কাজ করেছিল। কিন্তু এখন এই তালিকা সংস্কারের পিছনে অন্য কারণ রয়েছে। সাম্প্রতিককালে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোটার তালিকায় কারচুপি করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল দেশের বিরোধী দলগুলি। তা নিয়ে কমিশনকে যথেষ্ট চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল। এই রাজ্যেও প্রচুর ভুয়ো ভোটার রয়েছে বলে বারবার দাবি করে বিজেপি। এমনকি বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নামও তালিকায় তোলা হয়েছে বলে প্রকাশ্যেই অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সেই কারণেই বাংলায় বিধানসভা স্বচ্ছভাবে নির্বাচন করতে সমীক্ষায় জোর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সংবিধানে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইনের অনুচ্ছেদ-২১'র ক্ষমতাবলে একটি দেশে ভোটার কারা, সেই বিষয়টি যাচাই করার বিশেষ এবং নিবিড় সমীক্ষা চালানোর অধিকার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। বিহারে তাড়াহুড়ো করে সমীক্ষার ফলে ভোটার নথি বিভ্রাটের কারণে ২ কোটি ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা করেছে তৃণমূল। তাই এই রাজ্যে সময় নিয়ে তালিকা সংস্কারের কাজ করতে চাইছে কমিশন। ইতিমধ্যেই কমিশনের ওই বার্তা নবান্নের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের নেতৃত্বে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং বুথ লেভেলের অফিসাররা একসঙ্গে ভোটার তালিকায় নাম থাকা প্রত্যেকের বাড়িতে সমীক্ষার কাজ করবেন। সেই ভোটারকে একটি ফর্ম দেওয়া হবে। ওই ফর্ম পূরণ করে জেলা শাসকের অফিসে জমা করতে হবে। জেলা শাসক তা খতিয়ে দেখবেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ইসকনের রথযাত্রায় উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। শনিবার উলটোরথ। এটিই ইসকনের 'জগন্নাথদেবের মাসিরবাড়ি'। রথযাত্রার দিন ইসকন মন্দির থেকে রথ বেরিয়ে এখানে এসেই পৌঁছোয়। সাতদিন থাকার পর শনিবার ফের এখান থেকেই রথ ইসকন মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার আরতি করেন। রথযাত্রা শান্তিতে উদযাপনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তিনি আর্জি জানান। ছবি-আবির চৌধুরী।

# পুলিশের তদন্তে আস্থা ছাত্রীর বাড়ির

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিক তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, তা রাজ্যকে রিপোর্ট দিয়ে আদালতে জানাতে হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। তাতে কলেজগুলির ইউনিয়ন রুমে প্রাক্তনীদের দাপট, অনৈতিক কার্যকলাপ, নিরাপত্তার ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চায় বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। মামলায় সংযুক্ত হতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন নির্যাতিতার পরিবার। পুলিশের মাধ্যমেই তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা চান বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সংবাদমাধ্যমে ও সমাজমাধ্যমে নির্যাতিতা ও ওই কলেজের কয়েকজন তরুণীর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না বলে রাজ্যকে অ্যাডভাইজারি দিতে বলা হয়েছে। সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের গণধর্ষণের ঘটনায় তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে নিয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভান্স সেল। তদন্তে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের দাপট কীভাবে চলত কলেজজুড়ে, সেই ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই গণধর্ষণের ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আদালতে আবেদনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়নি। ইউনিয়ন রুমগুলি অনৈতিক কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাক্তনীরা কলেজে থেকে যাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করছেন।

এই প্রাক্তনীদের সঙ্গে কর্মীদের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাঁরাও কলেজের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে যাচ্ছেন। সিসিটিভির আওতার বাইরে থাকা জায়গাগুলিতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ নেই, অথচ তার নামে অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে। ইউনিয়ন ফি নেওয়া হয়। কী করে অনধিকার প্রবেশ করছেন প্রাক্তনীরা?

কসবা কাণ্ডে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকার পরও কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? মূল অভিযুক্তকে বহিষ্কারের পরও কীভাবে অস্থায়ী কর্মচারী হিসেবে কাজ পেলেন? নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কী কী বন্দোবস্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এই অভিযোগগুলির প্রেক্ষিতে সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চায় আদালত। হলফনামা জমা দিতে বলে ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার কেস ডায়েরিও জমা দিতে বলা হয়েছে। নির্যাতিতার পরিবার পুলিশি তদন্তেই আস্থা রেখেছেন। তাঁরা সিবিআই তদন্ত চান না।

ইতিমধ্যেই গভর্নিং বডির রেজিস্ট্রার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবারের আগে কবে শেষ গভর্নিং বডির বৈঠক হয়েছিল তা জানতে চায় পুলিশ। রেজিস্টার বুকে মনোজিতের অতিথিদের পরিচয় লেখার পাঠ মনোজিতের নির্দেশেই বন্ধ হয়েছিল বলে দাবি করেছেন নিরাপত্তারক্ষী পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনোজিতের বিরুদ্ধে বাইরেও 'রোমিওগিরি', 'দাদাগিরির' অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে একটি ভিডিও সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ভর সন্ধ্যায় এক তরুণকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করছেন মনোজিৎ। এমনকি বলছেন, 'জানিস আমরা কে, উই আর প্রফেশনাল ক্রিমিনাল।' ওই আক্রান্ত ছাত্র এই বিষয়ে দাবি করেন, পুলিশের কাছে এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

# রেজিস্ট্রেশন বাতিল

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনকে দীর্ঘদিন ধরেই কোণঠাসা করেছিল দল। এবার তাঁর রেজিস্ট্রেশন সাসপেন্ড করল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল। আগামী ২ বছর তাঁর এই সাসপেনশন বহাল থাকবে বলে মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই ২ বছর তিনি কোনও প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। দিনের পর দিন ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে মানুষের চিকিৎসা করছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। মেডিকেল কাউন্সিলকে না জানিয়ে ওই ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠক বসে। সেখানেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যদিও শান্তনুর দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। এফআরসিপি ডিগ্রি সাম্মানিক। এটি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া ব্যবহার করা যায়।

যদিও আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই শান্তনুকে কোণঠাসা করেছিল দল। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। তারপরই তাঁকে দলীয় মুখপাত্রের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দল থেকেও তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।

নিরাপদ আশ্রয়... বৃহস্পতিবার চাপাতলা ঘাটে। ছবিটি তুলেছেন আবির চৌধুরী।

## আজ টিভিতে

সরোজিনীর সম্পর্কে খোঁজ করে কী জানতে চাইছে রাগিণী?
**বুলেট সরোজিনী বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা**

**সিনেমা**

**কালার্স বাংলা সিনেমা** : সকাল ৮.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ খোকাবাবু, ১.০০ হিরো নাম্বার ওয়ান

**জি বাংলা সিনেমা** : বেলা ১১.০০ সত্য মিথ্যা, দুপুর ২.০০ পিতা মাতা সন্তান, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, রাত ১২.৩০ জতুগৃহ

**জলসা মুভিজ** : দুপুর ১২.৩০ কুলি, বিকেল ৩.৫০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.১০ সন্তান, রাত১০.০৫ রাখী পূর্ণিমা

**ডিডি বাংলা** : দুপুর ২.৩০ যে জন থাকে মাঝখানে

**কালার্স বাংলা** : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন

**আকাশ আট** : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

**কালার্স সিনেপ্লেক্স** : দুপুর ১২.০০ মাস্টারপিস, বিকেল ৩.০০ ভেড়িয়া, বিকেল ৫.০০ অ্যাঞ্জেল, রাত ৮.০০ দরবার, ১০.৩০ ভীরম

**জি সিনেমা এইচডি** : বেলা ১১.৫৮ আরআরআর, দুপুর ২.৫৯ পুলিশ পাওয়ার, বিকেল ৫.৩০ পাথ্থালা, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ এনকাউন্টার শঙ্কর

**অ্যান্ড পিকচার্স** : বেলা ১১.৩৫ কেদারনাথ, দুপুর ১.৩৮ এতরাজ,

**দরবার রাত ৮.০০**
**কালার্স বাংলা সিনেপ্লেক্স**

**হীরক জয়ন্তী বিকেল ৪.০০**
**কালার্স বাংলা সিনেমা**

বিকেল ৪.৩০ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.৩০ শাদী মে জরুর আনা, রাত ৯.৫৮ রেক আইল্যান্ড পাইথন, ১১.১৩ মেন ইন ব্ল্যাক টু

**এমএনএক্স** : দুপুর ১.১৭ ব্র্যাভেন, ২.৫২ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার-টু, বিকেল ৪.২৩ শার্টার, সন্ধে ৭.২৮ লেডি ব্লাডহাইট, রাত ১১.৫৮ দ্য রেসিডেন্ট

মাংসের শিঙাড়া এবং কাঁচাগোল্লা তৈরি শেখাবেন ডাঃ অজয় বিশ্বাস।
**রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

# সব পথই খোলা রাখছেন দিলীপ

**স্বরূপ বিশ্বাস ও অরুণ দত্ত**

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : শুধু রাজ্য বিজেপির একদা সফল সভাপতি দিলীপ ঘোষই গরহাজির নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানে। তিনি তখন কলকাতাতেই। পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠান থেকে সামান্য কিছু কিলোমিটার দূরে। তাঁর মাথায় কী চিন্তা ঘুরছে তখন? দল ছাড়বেন? নাকি নতুন দল গড়বেন? প্রতিবেদকের মুখ থেকে একের পর এক প্রশ্ন শুনে শান্ত গলায় দিলীপ বললেন, 'সব পথই খোলা রাখছি'।

রাজনীতি থেকে অবসর না নিয়ে এমন অনেক রাস্তাই খোলা রাখছেন তিনি। এদিন দলের নতুন রাজ্য সভাপতিকে বরণের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় মনে মনে বড়ই আঘাত পেয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা যে রাজ্যে দলের প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে তাঁর কাছে অসম্মানের, এদিন একান্ত আলাপচারিতায় এই প্রতিবেদকের কাছে তা গোপনও করেননি।

এদিন দিলীপ বলেন, 'আমার কোনও প্রয়োজন নেই বলেই ওরা আমায় এদিন ডাকেনি। হয়তো কোনও ভূমিকাই নেই আমার, তাই ডাকেনি।' তবে এদিন বিজেপি সূত্রে খবর, বুধবার রাতেই দিলীপকে ফোন করে অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানান শমীক। তিনি বলেন, কাল আসছেন তো? জবাবে দিলীপ বলেন, সরকারিভাবে দল

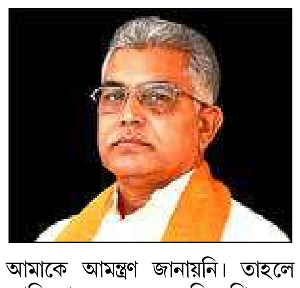

আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। তাহলে আমি যাব কেন? বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর,শমীক অনেক চেষ্টা করেছিলেন দিলীপকে আমন্ত্রণ পাঠানোর। কিন্তু দলের নানা মুনির নানা মতের চাপে তা পারেননি।

এ ব্যাপারে দলের কেন্দ্রীয় স্তরে কারও সঙ্গে কথা বলবেন? এই প্রশ্নে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে দিলীপ বলেন, 'কাউকে কিছু বলার দরকার আছে কি? সবই তো ঘটেছে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই। নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদিন দলের কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের অনেক নেতাই ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টির মধ্যেই তো হয়েছে সব কিছু। খোঁজ তো পড়েনি আমার। এরপরেও আবার দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাব কেন?'

তবে যে সিদ্ধান্তই তিনি নিন না কেন, সেই ব্যাপারে একটু সময় নিতে চান। জানালেন, দলের সাংগঠনিক নির্বাচন ও রদবদল প্রক্রিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে এখনও শেষ হয়নি। সব প্রক্রিয়া ও রদবদল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।সেই সঙ্গে বললেন, 'আমি নিজে রাজনীতিতে আসিনি। দল আমায় ডেকে রাজনীতিতে এনেছে। অবশ্যই আরএসএস ও সংঘ পরিবারেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখনও আমি আরএসএস। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই আরএসএস ও সংঘ পরিবারের সঙ্গে কথা বলব।'

# কড়া হাইকোর্ট

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : 'কে সুবিধাভোগী আর কে সুবিধা পায়নি তা দেখব না, দুর্নীতি হলে আদালত পদক্ষেপ করবেই', ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিকের মামলার শুনানিতে শিক্ষকদের একাংশের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র প্রশ্ন তোলেন, '২০১৪ সালের টেট বাতিল না করে ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া কেন বাতিল করা হবে?'

ওই আইনজীবীর বক্তব্য, '২০১৪ সালের টেটে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন পর্ষদ সভাপতি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে দুর্নীতির কোনও অভিযোগই নেই। ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতেই ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছিল। যদিও টেটে দুর্নীতির অভিযোগগুলির ভিত্তি নিয়ে সংশয় রয়েছে।' প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের সময় একক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, 'ন্যায়বিচার আসলে আইনেরও ঊর্ধ্বে'। এই বিষয়টি নিয়েও এদিন আদালতে প্রশ্ন ওঠে। মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ জুলাই।

## আক্রান্ত সিদ্দিকুল্লাহ

**বর্ধমান, ৩ জুলাই** : বৃহস্পতিবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র মন্তেশ্বরে দলীয় কর্মীদের হাতেই চূড়ান্ত নিগৃহীত হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর চলে। অভিযোগ দলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তিনি মন্তেশ্বর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন। সিদ্দিকুল্লাহর অভিযোগ, 'আমাকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

# সাইবার অপরাধে নীতি প্রণয়নের আর্জি

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : সমাজমাধ্যমে ভুয়ো ও উসকানিমূলক কনটেন্ট এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত কঠোর আইনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি প্রণয়নেরও দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে মমতা লিখেছেন, 'এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। এটি কেবল রাজ্য নয়, সমগ্র দেশের নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতাবস্থা এবং নাগরিকদের কল্যাণের প্রশ্ন।' চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'ইদানীং সমাজমাধ্যমে একের পর এক মিথ্যা গল্প, ভুয়ো ভিডিও এবং প্ররোচনামূলক পোস্ট ছড়িয়ে পড়ছে। যার ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আশঙ্কা থাকছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই ধরনের কনটেন্টের হাত ধরে হিংসা এবং মহিলাদের ওপর অপরাধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন রয়েছে।'

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে তিনি দীর্ঘদিন কোনও চিঠি দেননি। বরং বিভিন্ন সরকারি এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তুলনামূলক নরম মনোভাব দেখালেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেছেন। দেশে অমিত শা কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিচ্ছেন বলেও বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অভিযোগ শানিয়েছিলেন মমতা। সেই জায়গা থেকে এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মমতার দেওয়া এই চিঠির পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিভিন্ন সময়ে বিজেপির আইটি সেল ভুয়ো খবর ছড়িয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বলে মমতা বারবার অভিযোগ করেছেন। মূলত অমিত শা-র নির্দেশেই এই অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে বলে নিশানা করেছিলেন মমতা। সেদিক থেকে সমাজমাধ্যমে প্রতিহিংসামূলক কনটেন্ট এবং সাইবার ক্রাইম রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পিছনে মমতার রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, ডিজিটাল প্রযুক্তি যত দ্রুত এগোচ্ছে, তত দ্রুত বদলাতে হবে আইনি কাঠামো এবং তার প্রয়োগ।

কারণ প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে অপরাধের পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তাতে শুধু আইন থাকলেই চলবে না, তার প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন আরও বেশি। সমাজমাধ্যমে ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। সন্দেহজনক অনলাইন কার্যকলাপের রিপোর্টিং পদ্ধতি আরও সহজ করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

## দলের অনুমতি ছাড়া অনাস্থা নয়

**কলকাতা, ৩ জুলাই** : গত লোকসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। রাজ্যের ১২৫টি পুরসভার মধ্যে প্রায় অর্ধেকেরও বেশি পুরসভায় বিজেপির থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তৃণমূল। খাস কলকাতায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার শ্যামপুকুর, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৌরঙ্গি, জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুর কেন্দ্রে সামান্য ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল মুখরক্ষা করেছিল। এরই মধ্যে বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন পুরসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন খোদ দলীয় কাউন্সিলাররা। এই

**নির্দেশ তৃণমূলে**

ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। তাই কোনও পুরসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এখন আর অনাস্থা আনা যাবে না বলে কাউন্সিলারদের জানিয়ে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। একান্ত প্রয়োজনে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে হলে দলের শীর্ষনেতৃত্বের আগাম অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিয়ে অনাস্থা আনার চেষ্টা হলে অভিযুক্ত কাউন্সিলারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বক্সী।

আগে রাজ্যের পুর এলাকায় মাটি ফেরাতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। এমনকি শহরাঞ্চলের নেতাদের আরও জনসংযোগ বাড়াতেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠক থেকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

## টুকরো খবর

### রহস্যমৃত্যু

**চ্যাংরাবান্ধা, ৩ জুলাই :** চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীকলোনি এলাকায় বৃহস্পতিবার একজনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের নাম মিন্টু সরকার। বয়স প্রায় ৩০ বছর। ভুটানে তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। মিন্টুর মাসতুতো দাদা বলরাম কীর্তনিয়া বলেন, 'এদিন সকালে বাড়ির পেছনে মাঠের একটি গাছে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।'

### বৃক্ষরোপণ

**ঘোকসাডাঙ্গা, ৩ জুলাই :** বৃহস্পতিবার চিলড্রেন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের তরফে ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হল। সংগঠনের তরফে মনসুর আলি বলেন, '২৫ জুন থেকে রাজ্যজুড়ে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। চলবে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন ঘোকসাডাঙ্গা এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করা হল।'

### বার্তা

**ফেশ্যাবাড়ি, ৩ জুলাই :** বৃহস্পতিবার প্লাস্টিক বর্জন দিবসে সচেতনতামূলক শিবির করল প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত। র‍্যালি থেকে সচেতনতা বার্তা দিয়ে প্রেমেরডাঙ্গা দেওয়ান বর্মন উচ্চবিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের প্লাস্টিক বর্জন করার বার্তা দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে ছিলেন প্রধান সেরিনা আখতার বানু, সচিব সঞ্জিত সরকার, গ্রামীণ সম্পদকর্মী সুপারভাইজার জয়ন্ত রাজভর।

### জখম ৩

**পুণ্ডিবাড়ি, ৩ জুলাই :** পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ৩ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি-কোচবিহার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কোচবিহার-২ বিডিও অফিসের সামনে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি ইটবোঝাই পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর তিনটি টোটোকে ধাক্কা দিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে।

# বধূ নির্যাতনে বচসা, মৃত ১

বুল নমদাস

**নয়ারহাট, ৩ জুলাই :** মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়াইসুয়াই এলাকায় বৃহস্পতিবার বধূ নির্যাতনকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে মারামারিতে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম দেবেশ্বর বর্মন (৬২)। দুই মহিলা সহ জখম হয়েছেন আরও ছয়জন। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এখনও পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের না হলেও, দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মৃত দেবেশ্বরের বাড়ি দুয়াইসুয়াইর বাতানেরটারিতে। ছয় বছর আগে তাঁর ছেলে তাপস বর্মনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কুক্তিকাটার পোড়াবাড়ির বাসিন্দা অনাথ বর্মনের মেয়ে পূর্ণিমার বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই পূর্ণিমার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত দেবেশ্বর ও তাঁর পরিবার। দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মনোমালিন্য ও বিবাদ চলছিল। বিষয়টি মীমাংসার জন্য গ্রামে একাধিকবার সালিশি সভাও বসে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি বলেই অভিযোগ।

সোমবার পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ নিতে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন পূর্ণিমা। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ায় সায় ছিল না তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের। বুধবার পূর্ণিমা শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসলে তাঁকে ফের নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি ঘরেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে পূর্ণিমা এক প্রতিবেশীর বাড়িতে রাত কাটান।

মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে পারছে না জেনে অনাথ কয়েকজনকে নিয়ে দেবেশ্বরের বাড়িতে যান। শুরু হয় উভয় পক্ষের বচসা। সেই বচসাই মারামারির আকার ধারণ করে। লাঠি দিয়ে দেবেশ্বরকে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অনাথ সহ তাঁর পক্ষের চারজন ও মৃতের পরিবারের দুজন এখন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রতিবেশীরাই তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। মৃত দেবেশ্বরের ছেলে তপন বর্মন বলেন, 'বৌদির বাপের বাড়ির লোকজন এসে আচমকাই আমাদের ওপর চড়াও হয়। লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। বেকায়দায় মারের ফলে বাবার মৃত্যু হয়েছে।'

যদিও অনাথের দাবি, তাঁরা কাউকেই মারধর করেননি। তাঁর পালটা অভিযোগ, মেয়ের খবর নিতে দেবেশ্বরের বাড়িতে গেলে তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা মন্টুরঞ্জন সরকার বলেন, 'এক তরুণকে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করতে পাঠিয়েছিলাম। অথচ পুলিশ তাঁকেই আটক করেছে।' পুলিশের বক্তব্য, তদন্তের স্বার্থে আটক করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

শিক্ষা দপ্তরকে অন্ধকারে রেখে লিজ

# নিলামে উঠল স্কুলের জমি

অমৃতা দে

**দিনহাটা, ৩ জুলাই :** জমিটির মালিক স্কুল শিক্ষা দপ্তর। অথচ তাদেরই অন্ধকারে রেখে স্কুলের জমি নিলামে তোলা হল স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে। তারপর পাঁচ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হল এক ব্যক্তিকে। সেই ব্যক্তি নাকি সেখানে কৃষিকাজ করবেন। বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মৃণালকান্তি রায় জানালেন, তিনি বিষয়টি জানেনেই না। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-১ ব্লকের কামতা নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন উঠছে, স্কুলটির গ্রামশিক্ষা কমিটি এভাবে শিক্ষা দপ্তরকে না জানিয়ে কি স্কুলের জমি নিলামে তুলতে পারে?

ওই ব্লকের গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতরকামতা গ্রামে অবস্থিত রয়েছে স্কুলটি। সেই স্কুল চত্বরে একটি জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বুধবার বিদ্যালয়ের গ্রামশিক্ষা কমিটি একটি বৈঠক ডাকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি ফুলকুমার বর্মন। মিটিং রেজোলিউশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চারজন ওই নিলামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্থানীয় শিবেন রায়কে ৪৭ হাজার ৭০০ টাকায় পাঁচ বছরের জন্য জমিটি লিজে দেওয়া হয়। পরিচালন সমিতি বৈঠক করে সরকারি সম্পত্তি নিলামে তুলে দিলেও বিষয় সম্পর্কে অবগত নন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। তাঁর কথায়, 'স্কুলের জমি লিজে দেওয়ার বিষয়টি জানি না। তবে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

এই স্কুলের জমি লিজে দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

**যা ঘটেছে**

- ভিতরকামতার ওই স্কুলে একটি জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল
- বুধবার স্কুলে গ্রামশিক্ষা কমিটির বৈঠকে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে সেই জমি লিজে দেওয়া হয়
- এদিকে, বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
- শিক্ষা দপ্তরকে বিষয়টি জানানোর নিয়মই জানেন না গ্রামশিক্ষা কমিটির সভাপতি

অন্যদিকে, গ্রামশিক্ষা কমিটি নিজের দায়িত্বে সরকারি বিদ্যালয়ের জমি লিজে দিলেও তা যে শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া দেওয়া যায় না, সেটা নাকি জানেন না কমিটির সভাপতি ফুলকুমার বর্মন। তাঁর কথায়, 'গতবছরও এভাবে জমি লিজে দেওয়া হয়েছিল প্রতিবেশীদের কাজের জন্য। সেই কারণে আমিও একইভাবে জমি দিয়েছি। তবে শিক্ষা দপ্তরের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি।'

অন্যদিকে, জমি এভাবে লিজে দেওয়া হলেও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকও গোটা বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিকাশেন্দুকুমার রায় বললেন, 'গ্রামশিক্ষা কমিটি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই হয়েছে।' বিষয়টি জানেন না গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফারহান রব্বানিও। তাঁর কথায়, 'বৈঠক সম্পর্কে আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তাই আমি কিছু বলতে পারব না।'

## অভিযুক্ত শিক্ষক গ্রেপ্তার

**গোপালপুর, ৩ জুলাই :** মাছ ধরতে গিয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক আবদুল সামাদকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নিখোঁজ ছাত্রের মধ্যে জাহাঙ্গিরের দেহ উদ্ধার হলেও রাজ আলমের দেহ পাওয়া যায়নি। এদিনই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মাথাভাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে জাহাঙ্গিরের পরিবার।

সোমবার মানসাই নদীতে শিক্ষকের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে তলিয়ে যায় জাহাঙ্গির আলম ও

**নদীতে ডুবে ছাত্রমৃত্যুর জের**

রাজ আলম। দুই ছাত্রের মধ্যে বুধবারই জাহাঙ্গিরের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার মানসাই নদীতে তল্লাশি চালানো হলেও বিকেল অবধি রাজের দেহ মেলেনি। মৃত জাহাঙ্গিরের পরিবার জানিয়েছে, প্রায় ৩ বছর আগে জাহাঙ্গির এই মাদ্রাসায় পড়তে আসে। মাদ্রাসায় পড়াশোনার জন্য পাঠালেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জাহাঙ্গির সহ অন্যদের নিয়ে মাঠে কাজ করতে যেত। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জাহাঙ্গিরের পরিবার। সেইসঙ্গে একজন শিক্ষক কীভাবে তিন কিলোমিটার দূরে ছাত্রদের নিয়ে মাঝনদীতে মাছ ধরতে গেলেন সেই বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে জাহাঙ্গিরের পরিবার।

মাদ্রাসা পরিচালন কমিটির সম্পাদক মণিরুল ইসলাম এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, ওই শিক্ষক একজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাকিরা তাঁর সঙ্গে চলে যায়। শিক্ষকের নিষেধ অমান্য করে নদীতে নামে। তবে এটুকু মেনে নিয়েছেন যে পরিচালন কমিটিকে অন্ধকারে রেখেই ওই শিক্ষক মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

# দেড় বছর বন্ধ ছানি অপারেশন

মনোজ বর্মন

**শীতলকুচি, ৩ জুলাই :** চালু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছানি অপারেশন। তারপর কেটে গিয়েছে দেড়টা বছর। এতদিন ধরে পরিষেবা বন্ধ থাকলেও সেটি পুনরায় চালু নিয়ে হেলদোল নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের। এদিকে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্যাটেলাইট আই অপারেশন থিয়েটার বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন শীতলকুচি ব্লকের কয়েক হাজার বাসিন্দা। এখন ছানি অপারেশন করাতে বাইরের হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমই ভরসা।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'চোখের আলো' প্রকল্পের মাধ্যমে শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্যাটেলাইট আই অপারেশন থিয়েটার চালু করেন। সেবছরই জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয় বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন। প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে অপারেশন হত। প্রায় ৬০ জন বাসিন্দা বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনের সুবিধা পেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

চিকিৎসক না থাকায় তালাবন্ধ শীতলকুচির আই অপারেশন থিয়েটার।

চোখের সমস্যা সংক্রান্ত রোগীদেরও ভিড় বাড়ছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই পরিষেবা মেলায় উপকৃত হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু তারপরই হঠাৎ করে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এখন এলাকার কারও চোখের ছানি অপারেশন করতে বা অন্যান্য সমস্যার জন্য চিকিৎসক দেখাতে ছুটতে হচ্ছে মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, শিলিগুড়ি সহ দূরের এলাকাগুলিতে। এতে একদিকে গাঁটের কড়ি গুনতে হচ্ছে বেশি। কারণ পরিবহণ খরচ এবং সেখানে থাকার খরচ থাকছে। রোগী এবং রোগীর পরিজনদের ভোগান্তিও যে দ্বিগুণ হচ্ছে, সেটা বলাই বাহুল্য। তাই ফের পরিষেবা চালু করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশাদু বর্মনের গলায় আক্ষেপের সুর। তিনি বলেন, 'শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের অপারেশন হচ্ছিল দেখে আমরা অনেকটা স্বস্তিতে ছিলাম। কিন্তু আচমকা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। খুব তাড়াতাড়ি পরিষেবা চালু করা হোক।'

> শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের অপারেশন হচ্ছিল দেখে আমরা অনেকটা স্বস্তিতে ছিলাম। কিন্তু আচমকা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এতে খুবই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। খুব তাড়াতাড়ি পরিষেবা চালু করা হোক।
>
> -বিশাদু বর্মন
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

কিন্তু হঠাৎ চোখের ছানি অপারেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কেন? শীতলকুচির বিএমওএইচ ডাঃ শাম্ব অধিকারী বললেন, 'চক্ষু বিশেষজ্ঞ না থাকায় আপাতত ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চোখের ছানি অপারেশন বন্ধ রয়েছে। নতুন কেউ নিয়োগ হলে আবার অপারেশন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে দেওয়া হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

*দায়িত্ব? আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে ছবিটি তুলেছেন শোভন দেবনাথ।*

## রান্না করলেন অভিভাবিকারা

**নয়ারহাট, ৩ জুলাই :** মাথাভাঙ্গা হাই মাদ্রাসায় রান্নার দায়িত্বে থাকা দুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রেষারেষির জেরে মঙ্গল এবং বুধবার মিড-ডে মিল বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার অবশ্য পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল খেয়েছে। তবে কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠী নয়, পড়ুয়াদের স্বার্থে এদিন রান্নার দায়িত্বে এগিয়ে আসেন কয়েকজন অভিভাবিকা। তাঁরাই এদিনের রান্না করেছেন। অভিভাবিকা সাবিনা ইয়াসমিন বললেন, 'পরপর দু'দিন রান্না বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের শুকনো মুখে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। তাই আমরা এলাকার কয়েকজন মহিলা মিলে এদিন রান্না করেছি।'

মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আবদুল বাতেন আলি জানালেন, এই ঘটনা ঘটায় দুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকেই রান্নার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'শুক্রবার মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিয়ে মাদ্রাসায় পরিচালন কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরেও আনা হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

## মোহনের মৃত্যু

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনটি মোহনের (কচ্ছপ)। বৃহস্পতিবার বিকাল নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের বাণেশ্বরের ঐতিহ্যবাহী শিবদিঘি পাড় সংলগ্ন রাস্তায়। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসন ও বাণেশ্বরের মোহন সুরক্ষা কমিটির ভূমিকা নিয়ে। মোহনপ্রেমী রঞ্জন শীল বলেন, 'মোহনগুলির সুরক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনিক চরম উদাসীনতার কারণেই এভাবে তিনটি মোহনের মৃত্যু হল। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

# এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান এবার দিলীপ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই :** শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান হলেন দিলীপ দুগার। সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে নাম রয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তীর। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। অবাঙালি কেউ যে চেয়ারম্যান হচ্ছেন, গত ২৯ জুন সেই আভাস দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। কিন্তু কোন অঙ্কে দিলীপকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বছর ফুরোলেই বিধানসভা ভোট। তার কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। কানাঘুষো চলছে, শিলিগুড়ির অবাঙালি ভোটব্যাংক তৃণমূলের বাক্সে ফেলতেই এমন কৌশল নিয়েছে রাজ্য। যদিও এনিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তৃণমূলের একাংশ আবার মনে করছে, দিলীপকে সামনে রেখে এবার এসজেডিএ'র জমিগুলি অবাঙালি শিল্পপতিদের দখলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। কেউ আবার বলছেন, রাজ্যজুড়ে সরকারি জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এসজেডিএ সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সৌরভ চক্রবর্তীকে এসজেডিএ থেকে সরিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চেয়ারম্যান করে পুরোনো বোর্ডই রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই পুরোনো বোর্ড না ভেঙে ভাইস চেয়ারম্যান পদে থাকা দিলীপকে চেয়ারম্যানের পদে বসানো হল। বোর্ডে নতুন মুখ বলতে প্রতুল চক্রবর্তী। তাহলে জমি দুর্নীতি, জমি বিলিতে অনিয়মের অভিযোগ কোথায় গেল?

সৌরভ এদিন স্পষ্ট বলছেন, 'এসজেডিএতে দুর্নীতি হয়েছিল বলে যে প্রচার হয়েছিল, সেটা যে মিথ্যা তা আজ প্রমাণিত। কেননা আমাকে সরিয়ে দেওয়া হলেও পুরোনো বোর্ডই রেখে দেওয়া হল। ৩৫ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আগামীতেও মানুষের পাশে থেকে কাজ করব।'

> এসজেডিএতে দুর্নীতি হয়েছিল বলে যে প্রচার হয়েছিল, সেটা যে মিথ্যা তা আজ প্রমাণিত। কেননা আমাকে সরিয়ে দেওয়া হলেও পুরোনো বোর্ডই রেখে দেওয়া হল। ৩৫ বছর ধরে রাজনীতি করছি। আগামীতেও মানুষের পাশে থেকে কাজ করব।
>
> সৌরভ চক্রবর্তী

গত বছরের ১২ জুন মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সমস্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর ১৪ জুন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব দেয়। কিন্তু বোর্ডের বাকি পদাধিকারী ও সদস্যরা আদৌ ছিলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এদিন যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দিলীপ দুগার চেয়ারম্যান, প্রতুল চক্রবর্তী এবং অমর সিং রাই ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন।

কে এই দিলীপ দুগার? ২০০৬ সালে একটি হিন্দি সংবাদপত্রের শিলিগুড়ির ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব নেন। দেড় বছরের মধ্যেই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নামজাদা শিল্পপতি কমল মিত্তালের তৈরি এফএম চ্যানেলের দায়িত্ব নেন। বর্তমানে দিলীপ এই এফএম চ্যানেলের সিইও পদে রয়েছেন। এহেন এক ব্যক্তি কোনওভাবে ২০২২ সালে আচমকাই এসজেডিএ বোর্ডে সদস্য হিসাবে সুযোগ পেয়ে যান। তিন মাসের মধ্যে তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে স্পেনে যাওয়া, তারপর বৃহস্পতিবার এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্তি। প্রাক্তন মন্ত্রী, দীর্ঘদিনের এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, 'সমস্ত নিয়মনীতির বাইরে গিয়ে একজন ব্যক্তিকে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান করা হয়েছে। যাঁর অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।'

তৃণমূলের অন্দরেও দিলীপকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শহরে দীর্ঘদিন এতজন নেতা-নেত্রী দলের জন্য কাজ করছেন, এত জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, তারপরও পুরোপুরি দলের বাইরে থেকে একজনকে এনে এসজেডিএ'র চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হল।

# এক শিক্ষকের দায়িত্বে ১০৮

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

**বক্সিরহাট, ৩ জুলাই :** স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ১০৮। অথচ শিক্ষক রয়েছেন মাত্র একজন। তিনি আবার কোনওদিন অসুস্থ হলে বা কাজের জন্য ছুটি নিলে স্কুলটাই ছুটি হয়ে যায়। এভাবেই কোনওরকমে পড়াশোনা চলছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের গড়ভাঙ্গা জুনিয়ার হাইস্কুলে।

স্কুলটিতে নেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুমও। দুটো ক্লাসরুমে পঠনপাঠন চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের। অভিভাবকদের দাবি, একসঙ্গে গাদাগাদি করে ক্লাসে বসায় গরমে মাঝেমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। আইন অনুসারে বিনামূল্যে শিক্ষা সবার প্রাপ্য। কিন্তু স্কুলে যদি শিক্ষকই না থাকেন, তাহলে সরকারের এই আইন রেখে কোনও লাভ হচ্ছে কি? স্কুলের একমাত্র শিক্ষক সঞ্জয় দত্তের কথায়, 'একার পক্ষে ১০৮ জন পড়ুয়াকে সামলানো যথেষ্ট কষ্টকর। কোনওরকমে চলছে স্কুল। কমপক্ষে আরও দুজন শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিতভাবে জানিয়েছি।' কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

গড়ভাঙ্গা জুনিয়ার হাইস্কুলে পড়ুয়া থাকলেও শিক্ষক মাত্র একজন।

২০১২ সালে স্কুলটি তৈরি হয়। শুরু থেকে একজনই শিক্ষক ছিলেন। ২০১৮ সালে একজন গ্রুপ-ডি কর্মী যোগ দেন। সম্প্রতি ওই শিক্ষাকর্মীও চাকরি হারিয়েছেন। শিক্ষক জানালেন, রোজ ৯০-৯৫ জন পড়ুয়া উপস্থিত থাকে। একেকটি ঘরে দুটো শ্রেণির পড়ুয়ারা বসে।

প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। তাই অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে সরিয়ে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে অন্য হাইস্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুবোধ সরকার বললেন, 'শিক্ষকের ভরসায় বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাই। তবে ওই স্কুলে শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই আমরা চাই স্কুলে আরও শিক্ষক আসুক।'

স্কুলটিতে নেইয়ের তালিকাটা অনেকটাই বড়। ডাইনিং শেড না থাকায় কখনও বারান্দায়, কখনও মাঠে খাবার খেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। স্কুলে নেই বেঞ্চ, অফিসঘর।

শিক্ষকের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রামপুর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিপ্লব সিংহ। তাঁর কথায়, 'এদিকের প্রায় সব স্কুলে একই অবস্থা। আপার প্রাইমারিতে নিয়োগ হলে সমস্যা মিটবে। আর শ্রেণিকক্ষের জন্য জেলা শিক্ষা দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো রয়েছে। অনুমোদন এলে কাজ হবে।'

## ছোট তারা

তুফানগঞ্জ আলোক তীর্থ কিন্ডারগার্টেন স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানের ছাত্র গৌরব সরকার। এই খুদের নৃত্য ও অভিনয় সকলকে চমকে দিয়েছে।

## জরুরি তথ্য

### ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

**এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ২ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ১ |
| ও পজিটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |

**মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ২০ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ২৩ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ১০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ২ |
| ও পজিটিভ | - | ৩১ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |

**দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ৪ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ৪ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ১৮ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ৯ |
| ও নেগেটিভ | - | ২ |

### কেরলে পাচারের ছক পণ্ড

# পরকীয়ার ফাঁদ, আটক

শিবশংকর সূত্রধর

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** ননদের সঙ্গে এক তরুণের পরকীয়া চলছিল। তাঁকে নিয়ে কেরলে চলে যাওয়ার পরিকল্পনাও হয় তরুণের। একথা জানতে পেরেই রহস্যভেদ করতে ময়দানে নামেন বৌদি। ননদের মোবাইল নিয়ে ওই তরুণের সঙ্গে 'প্রেমিকা' সেজে কথা বলতে শুরু করেন। ওই তরুণকে এদিন ডেকে আনা হয় কোচবিহারের এনবিএসটিসির বাসস্ট্যান্ডে। গত দু'দিন ননদের বদলে তাঁর বৌদির সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল তা অবশ্য ঘুণাক্ষরেও টের পাননি ওই তরুণ।

শেষপর্যন্ত পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়া ওই মহিলার দাদা ও বৌদি এদিন ওই তরুণকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। তার আগে তরুণকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মহিলাকে কেরলে পাচার করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ তুলেছে তাঁর পরিবার। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এক তরুণকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

**পাতা জাল**

- অভিযুক্তকে ধরার জন্য পরিকল্পনা করে বধূর পরিবার
- দু'দিন ধরে ননদ সেজে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন বৌদি
- ওই তরুণ তাঁকে কেরলে নিয়ে যাবেন বলে জানান
- পরিবারের দাবি, প্রেমের ফাঁদে পাচারের চেষ্টা করছিল
- এদিন আটক করার সময় তাঁর কাছে অনেক টাকা মেলে

স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গার কুশিয়ারবাড়ির তরুণ রেজাউল হকের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে। ২৪ বছর বয়সি ওই মহিলার দুই সন্তান ও স্বামী রয়েছে। সম্প্রতি সেই পরকীয়ার বিষয়টি জানতে পারেন মহিলার দাদা মিলন বর্মন ও বৌদি চন্দনা সরকার। কীভাবে পরকীয়ার সম্পর্ক বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ফন্দি আঁটেন তাঁরা।

এর আগেও ওই মহিলা রেজাউলের সঙ্গে ফালাকাটায় গিয়ে দেখা করেছিলেন। দু'দিন আগে মহিলার মোবাইল ফোন কেড়ে নেন তাঁর দাদা। সেই মোবাইল দিয়েই চন্দনা ওই তরুণের সঙ্গে 'প্রেমিকা' সেজে কথা বলা শুরু করেন। চন্দনা বলেছেন, 'অভিযুক্তকে ধরার জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম। দু'দিন ধরে ননদ সেজেই ওর সঙ্গে কথা বলি। অভিযুক্ত কেরলে নিয়ে যাবে বলেছিল। আসলে প্রেমের ফাঁদে ফেলে পাচারের চেষ্টা করছিল। এরপর ওকে কোচবিহারে ডাকলে ও এখানে চলে আসে। এরপর ওকে ধরা হয়। ওর কাছে অনেক টাকা ছিল। কীসের টাকা তা নিয়ে তদন্ত করা উচিত।'

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কেশব রোডে এনবিএসটিসির কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডে এসে পৌঁছান অভিযুক্ত রেজাউল। সেখানে তাঁর প্রেমিকার বদলে তাঁর দাদা-বৌদিকে দেখে তিনি ঘাবড়ে যান। সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন। যদিও উপস্থিত কয়েকজন ধরে তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। সেখানকার নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়।

অভিযুক্ত রেজাউল বলেছেন, 'আমাদের কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল না। খারাপ কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এখানে দেখা করতে এসেছিলাম। আমাকে মারধর করা হয়েছে।' ওই মহিলার দাদা মিলন বর্মনের কথা, 'বোনের সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্ক রয়েছে জানতে পেরেই আমরা এই পরিকল্পনা করে ওঁকে ধরেছি।' ঘটনাস্থলে থাকা এনবিএসটিসির এক কর্মী পীযূষ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'এরকম গণ্ডগোল পরিস্থিতি দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে।'

ইটে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির ছবি তুলছেন পুলিশ আধিকারিক। তুফানগঞ্জে।

# ফের তুফানগঞ্জে গাড়িতে হামলা

বাবাই দাস

**তুফানগঞ্জ, ৩ জুলাই :** বুধবারের পর বৃহস্পতিবারেও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল তুফানগঞ্জ শহরে। প্রকাশ্য দিনের আলোয় একইভাবে গাড়ির কাচ ভেঙে পালাল দুষ্কৃতী। শহরের বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন স্থানীয় মানুষ। এসডিপিও কান্নিধারা মনোজ কুমারের বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। আশাকরি খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।'

এদিন শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের জয়হিন্দ ক্লাব সংলগ্ন মহাদেববাড়ি রোডের ঘটনা। সাতসকালে গাড়ির কাচ ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় মানুষ। কাছেই পড়ে থাকতে দেখা যায় একটা ভাঙা ইটের টুকরো। প্রত্যক্ষদর্শী বিকাশ সাহা বলেন, 'সকালে বাড়ির সামনে বসে ছিলাম। হঠাৎই দেখি এক তরুণ সাইকেলে রাখা ব্যাগের ভিতর থেকে গাড়িকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারছে। সেই মুহূর্তে দৌড়ে ধাওয়া করলেও শেষপর্যন্ত ধরা সম্ভব হয়নি।' এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিকের দাদা দীপন সাহার কথায়, 'বুধবারের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবারও একটি গাড়ির কাচ ভাঙার ঘটনা ঘটল। প্রয়োজনে আমাকেও মাঝেমধ্যে রাস্তায় গাড়ি রাখতে হয়। দৈনিক এরকম ঘটনা ঘটে চললে বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগের।'

এ ঘটনাই প্রথম নয়। এর আগে বুধবারও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্টেট ব্যাংক সহ ইলাদেবী স্কুল রোড এলাকায় গাড়ির কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে। এর মধ্যে একজন ব্যবসায়ীর গাড়ি এবং সেচ দপ্তরের এক আধিকারিকের নীলবাতি লাগানো গাড়িও রয়েছে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবারের ঘটনার পর পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা গেলেও কেন ধরা সম্ভব হচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

**রহস্যময় তরুণ**

- বুধবারের ঘটনার পর ফের রাস্তায় একটি গাড়ির কাচ ভাঙার ঘটনা ঘটল
- এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, তিনি একজনকে গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে দেখেছেন
- দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করা গেলেও কেন ধরা সম্ভব হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

## সমর্থনে মিছিল

**তুফানগঞ্জ, ৩ জুলাই :** আগামী ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে সর্বভারতীয় ধর্মঘট। সেই ধর্মঘটের সমর্থনে বৃহস্পতিবার এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যানচালক ইউনিয়নের মিছিল হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর সালাম সহ অনেকেই। এর পাশাপাশি একই ইস্যুতে এআইকেকেএমএস-এর তরফে কৃষক রমণীদের নিয়ে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেন সান্ত্বনা দত্ত।

## দাবিপত্র

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে সরব হল কামতাপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার ফোরাম। বৃহস্পতিবার সংগঠনের বেশ কিছু সদস্য জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান ও জেলা শাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পাঠান। নেতৃত্ব দেন কংসরাজ বর্মন, সুভাষ বর্মন।

## পুর বৈঠক

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** শহরকে স্বচ্ছ রাখতে নির্মল সাথীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করল কোচবিহার পুরসভা। বৃহস্পতিবার পুরসভার বিশেষ হলঘরে ওই বৈঠক হয়। বৈঠকে শহরকে স্বচ্ছ রাখার জন্য নির্মল সাথীদের কী কী করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত স্যানিটারি ইনস্পেকটর সৌরভ চক্রবর্তী।

## সংবর্ধনা

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে কোচবিহারের শতাধিক চিকিৎসককে সংবর্ধনা জানালেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার রাতে কোচবিহার শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

# জল-চিত্র দেখল দুই দপ্তর

প্রসেনজিৎ সাহা

**দিনহাটা, ৩ জুলাই :** বুধবার কোচবিহার জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে (পিএইচই) দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী ও ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী ও অন্য কাউন্সিলারদের বৈঠক হয়। ঠিক তার পরেই বৃহস্পতিবার দিনহাটা শহরে জলসমস্যার বিষয়টি সরেজমিন খতিয়ে দেখলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) ও মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট (এমইডি) এর সদস্যরা।

চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীর কথায়, 'গতকালই আমরা শহরের জলসমস্যা নিয়ে কোচবিহারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করি। এদিন তাঁরাই শহরের ২, ৩, ৪, ৫ ও ১৪ নম্বর সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে জলসমস্যার সঠিক কারণ কী তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি দিনহাটা পুরসভা এলাকায় আম্রুত ২.০ এর যে কাজ চলছে তা অত্যন্ত ধীর গতিতে, সেই কাজটিও যাতে দ্রুতগতিতে হয় সেবিষয়েও আলোচনা হয়। আশা করছি খুব শীঘ্রই দিনহাটার জলসমস্যা দূর হয়ে যাবে।'

জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত ধরের কথায়, 'শহরের বেশ কিছু জায়গায় পাইপলাইন পুরানো হয়ে গিয়েছে সেগুলো অবিলম্বে সরিয়ে নতুন পাইপলাইন লাগাতে হবে। এবিষয়ে এমইডির সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার আমরা যৌথ বৈঠক করব, সেখানেই এবিষয়ে আলোচনা করে নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

দিনহাটা শহরে ৮ কিলোমিটার পাইপলাইনের অনেকটাই পুরানো হয়ে গিয়েছে। এরফলে শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই পানীয় জল সরবারাহ যেমন অনিয়মিত, তেমনি কোথাও জল পৌঁছাচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ সরকারের কথায়, 'মাঝেমধ্যেই পানীয় জলের সমস্যা দেখা যায়, এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন। তার চাইতেও শহরবাসী যাতে পরিস্রুত পানীয় জল পায় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

## নিম্নমানের কাজের নালিশ

**মেখলিগঞ্জ, ৩ জুলাই :** মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে নিম্নমানের সিমেন্ট দিয়ে রাস্তা এবং নিকাশিনালা তৈরির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পুরসভার কাছে নালিশ ঠুকেছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দা আজিজার রহমান। ঠিকাদারকে বলার পরেও তিনি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলেই দাবি আজিজারের। তিনি বলেন, 'কোনও সরকারি কাজে ভুটান সিমেন্ট ব্যবহার করার অনুমতি নেই। কিন্তু এই কাজে ভুটান সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।' পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে বিষয়টি দেখব ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

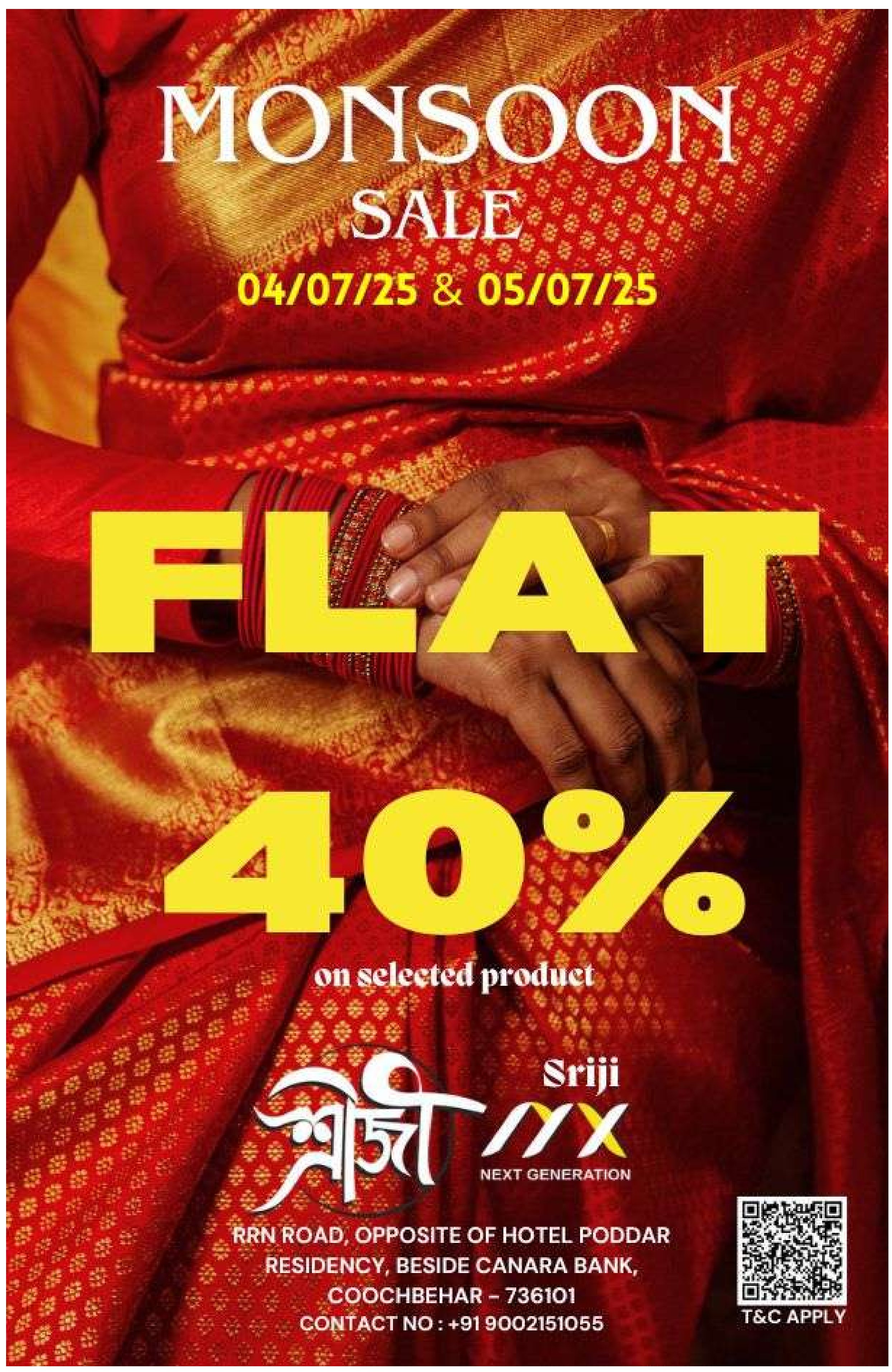

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ আষাঢ় ১৪৩২

# শমীকের চ্যালেঞ্জ

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। অবশেষে ভোট ছাড়াই বঙ্গ বিজেপির নতুন সভাপতি হলেন শমীক ভট্টাচার্য। লোকসভা ভোটের পর থেকেই রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরি খোঁজা চলছিল। একসময় দৌড়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে সস্ত্রীক হাজিরাই দিলীপকে লড়াই থেকে ছিটকে দিয়েছে।

তারপর পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, আসানসোল (দক্ষিণ)-এর বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল এবং রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের নামই মূলত উঠে আসছিল। দুটো বিষয় বিবেচনা ছিল- (এক) সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুকান্তকে সরিয়ে নতুন কাউকে চাইছিলেন, (দুই) আরএসএস নিজের লোককেই ওই পদে বসাতে চাইছিল। এই সূত্রেই এগিয়ে যান 'সংঘের ঘরের লোক' শমীক ভট্টাচার্য।

১৯৭১ থেকে তিনি সংঘের স্বয়ংসেবক, ১১ বছর ছিলেন যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক। তিনবারের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীর বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কও বটে। বর্তমানে একইসঙ্গে রাজ্যে দলের মুখপাত্র ও রাজ্যসভা সাংসদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। শমীক সুবক্তা হিসেবেও পরিচিত। তাঁর মনোনয়নে প্রথম প্রস্তাবক বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়নপত্র পেশের সময় শমীকের সঙ্গে শুভেন্দু ও সুকান্ত দুজনেই ছিলেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র নয়-দশ মাস বাকি থাকায় নতুন পদ এখন শমীকের কঠিন পরীক্ষা। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল ৭৭ আসনে। সেই সংখ্যা কমে এখন ৬৫-তে। কোনও বিজেপি বিধায়ক যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আবার কোথাও বিজেপি বিধায়কের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। দিলীপ রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন একুশের বিধানসভা এবং উনিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সাফল্যের মুখ দেখেছিল।

কিন্তু সুকান্ত মজুমদার সভাপতি হওয়ার পর বাংলায় ২০২৪ লোকসভা ভোটে বিজেপির আসন কমেছে। অথচ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ২০২১ বিধানসভা ভোটের কিছুদিন পর থেকেই একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন তৃণমূলের একাধিক মন্ত্রী, বিধায়ক ও নেতা। দুর্নীতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয় এসএসসি-র ২০১৬ প্যানেলে ২৫৭৫৩ জনের চাকরি।

নানা কারণে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ছিলই রাজ্যে। তা সত্ত্বেও গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের ফল ভালো হয়েছিল। তাছাড়া ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এগারোটিতেই জয়ী হয় তৃণমূল। বঙ্গ বিজেপির ছন্নছাড়া দশা চলছে বহুদিন। বিধানসভা থেকে রাজপথ, কোথাও নজরকাড়া ভূমিকায় দেখা যায় না বিজেপিকে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ কেলেঙ্কারির অভিযোগ থাকলেও বিজেপি বিধানসভা কিংবা বাইরে তেমন কোনও শোরগোল করতে ব্যর্থ।

বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনও সামান্য বিষয়েও তোলপাড় করে দিতেন রাজ্য। সম্প্রতি কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় প্রাণ হারাল দশ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুন। ফের ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মনে করিয়ে দিল। বিরোধী পক্ষে তৃণমূল থাকলে হয়তো বিধানসভা অচল করে দিত। বিজেপি কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারল না।

অথচ বিজেপির বিধায়ক তালিকায় এমন একজন অর্থনীতিবিদ, সুবক্তা রয়েছেন, যাঁকে পেলে যে কোনও দলই কাঁপিয়ে দিতে পারে। তিনি বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। তাঁকে সেভাবে কাজে লাগাতে পারল না বিজেপি। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ মেনে নিয়েও বলতে হয়, বিধানসভায় বিতর্কের সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ওয়াক-আউটেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিল বিজেপি।

এতদিন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে একতা দেখা যায়নি। যে যাঁর নিজের মতো আন্দোলন করতেন। মুখ দেখাদেখিও কম হত। শমীক ভট্টাচার্যের পক্ষে আদি-নব্য- সব গোষ্ঠীকে নিয়ে চলাটা খুব কঠিন। তার মধ্যে দিলীপকে দূরে সরিয়ে রাখলে তার প্রভাব ভালো নাও হতে পারে বিজেপিতে।

## অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

# ঠাঁই নিয়েও ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানে গোপনীয়তা

### ১৪ জুন ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান তিরুবনন্তপুরমে জরুরি অবতরণ করে। তারপর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরগরম

**সুমন ভট্টাচার্য**

সামাজিক মাধ্যমে কেরল পর্যটনের এই মজার বিজ্ঞাপনটাই কি সত্যি? নাকি, ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানের তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে প্রায় তিন সপ্তাহ দাঁড়িয়ে থাকার পিছনে রয়েছে আরও কোনও গভীর রহস্য? গত মাসের ১৪ তারিখ আচমকাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই যুদ্ধবিমানটি তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করেছিল। ওই বিমানকে কেন্দ্র করে কী 'অদ্ভুতুড়ে' কাণ্ড ঘটতে চলেছে তা অবশ্য তখনও বোঝা যায়নি। বিমানটিতে জ্বালানি কমে গিয়েছে, আবহাওয়া খারাপ তাই ১৪ জুন রাত ৯টা ২৫-এ ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ অনুমতি নিয়ে মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাতা সংস্থা 'লকহেড মার্টিন'-এর তৈরি, প্রায় হাজার কোটি টাকা দামের ওই যুদ্ধবিমানটি জরুরি অবতরণ করে। পরের দিনগুলিতে কী নাটক অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে কেউ তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি।

১৫ জুন দেখা যায় বিমানটিতে কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাও দেখা দিয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে যুদ্ধবিমানের 'হাইড্রলিক' পাওয়ারের সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে যুদ্ধবিমানের বিশ্বজোড়া খ্যাতি খুব অল্প জায়গার মধ্যে উড়ে যাওয়ার জন্য এবং 'ভার্টিকাল ল্যান্ডিং'-এর কারণে, সে হেন বিমানে এইরকম সমস্যা? পরে জানা গেল ৯ এবং ১০ জুন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিখ্যাত বিমানবাহী রণতরী 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' ভারত মহাসাগরে যে যৌথ সামরিক মহড়া দিয়েছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে, এই এফ-৩৫বি ছিল তারই অংশ। আমাদের বুঝতে হবে, জুন মাসের প্রথমে যখন ইরান-ইজরায়েল দ্বন্দ্ব নিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা চরমে, তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এই বিমানবাহী রণতরী সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরে যুদ্ধমহড়া সেরে ভারত মহাসাগরে এসেছিল আমাদের নৌবাহিনীর সঙ্গে সামরিক তালিমে অংশ নিতে। এরপর তাতে কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' যদি সুয়েজ বা লোহিত সাগর দিয়ে আসার সময় 'ন্যাটো' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির হয়ে ইরানকে তার শক্তি প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে ভারত মহাসাগরে আমাদের নৌবাহিনীর সঙ্গে সামরিক মহড়া দেওয়ার কারণ ছিল বেজিংকে বার্তা পাঠানো। 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' তো একা এই কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছিল না, তার সঙ্গে ছিল 'কোর স্ট্রাইক গ্রুপ'। এই 'কোর স্ট্রাইক গ্রুপ'টা কী? ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে অন্য 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলির সেরা নৌবহরের সমাহার। ওই 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যেমন ইউরোপের স্পেন ছিল, তেমনই ছিল দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ গোদা বাংলায় বলতে গেলে, একসময় যে ব্রিটিশ নৌবাহিনী গোটা বিশ্বকে শাসন করত এবং 'সূর্য কখনও অস্ত যায় না' এমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই সোনালি দিনগুলিকে মনে করিয়ে দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে আমেরিকা, ইংল্যান্ডের যৌথ সমরাস্ত্রের শক্তি দেখানোর উদ্দেশ্যেই 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' ভারত মহাসাগরে এসে পৌঁছেছিল।

যদি এহেন শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া বিমানবাহী রণতরীর থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত একটি যুদ্ধবিমান 'রুটিন সর্টি' বা মহড়া উড়ানে বেরিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আর ফিরতে না পারে, তাহলে গোটা বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যাবেই যাবে। হলও তাই। আহমেদাবাদে বোয়িং-এর 'ড্রিমলাইনার' ভেঙে পড়ার চাইতে এ-ও কম হুলুস্থুল ফেলে দেওয়া খবর নয়। এফ-৩৫ বি, যাকে ধরা হচ্ছিল মার্কিন নৌবাহিনীর 'এফ/এ-১৮ সুপার হর্নেট' বা রুশ যুদ্ধবিমান 'এস ইউ৩৩'-এর চাইতেও উন্নত এবং আধুনিক মানের, সেই বিমান কীভাবে এইরকম যান্ত্রিক সমস্যার মধ্যে পড়ল, তা নিয়ে তো গোটা বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

তিরুবনন্তপুরমে দাঁড়িয়ে থাকা এফ-৩৫বি বিমান নিয়ে কেরল পর্যটনের মজার বিজ্ঞাপন বা নেটিজেনদের চটুল রসিকতা, যে 'নারকেল তেল না ভরে ওই বিমান উড়ে যাবে না' সবাইকে হাসাচ্ছে। কিন্তু এর বাইরে কী রয়েছে কোনও গভীর প্রহেলিকা? অবশ্যই রয়েছে। ১৫ জুন যখন তেল ভরার পরেও এফ-৩৫বি উড়তে পারল না, তখন 'এইচএমএস-প্রিন্স অফ ওয়েলশ' থেকে 'মার্লিন' হেলিকপ্টারে চেপে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিলেন যুদ্ধবিমানের মেরামতি করতে। কিন্তু তাঁরাও সফল হননি। ওই যুদ্ধবিমানকে 'হ্যাংগার'-এ নিয়ে গিয়ে রাখার জন্য এরপর ভারতের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়। কারণ, জুন মাসের প্রবল বর্ষণে খোলা আকাশের তলায় হাজার কোটি টাকা দামের এফ-৩৫বি দাঁড়িয়ে থাকলে যদি কিছু ক্ষতি হয়ে যায়! কিন্তু ব্রিটিশ নৌবাহিনীর তরফে পত্রপাঠ 'না' বলে দেওয়া হয়। কারণ, ভারত 'ন্যাটো'র সদস্য নয়, আর আমরা রাশিয়ায় তৈরি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'এস-৪০০' ব্যবহার করি। মনে রাখতে হবে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি যে 'এস-৪০০' আমাদের 'তুরুপের তাস' ছিল, এক্ষেত্রে সেটাই ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের পথে জটিলতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, যে রুশ প্রযুক্তিকে ধোঁকা দিতে মার্কিনিদের প্রয়োজন অনুযায়ী 'লকহেড মার্টিন' এই যুদ্ধবিমান বানিয়েছে, তাকে যদি কোনওভাবে রুশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পড়ে নিতে পারে, তাহলে তো 'ন্যাটো' বেকুব বনে যাবে।

*এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানকে নিয়ে কেরল পর্যটনের সেই মজার ছবি।*

**আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর একটা মামুলি ঘটনা কীভাবে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। একদিকে 'ন্যাটো'র সব দেশকে তাদের যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত গোপনীয়তা নিয়ে সবাইকে উদ্বেগে রেখেছে, অন্যদিকে বেজিং, মস্কো এবং তেহরানকে পরিহাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে।**

তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিপুল হইচই, সেদেশের এমপিদের এফ-৩৫বি নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ, চিনা পোর্টালে 'দ্যাখো, ব্রিটেন আসলে ভারতকে বিশ্বাস করে না' বলে কটাক্ষ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কূটনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র তিরুবনন্তপুরমে প্রায় তিন সপ্তাহ দাঁড়িয়ে থাকা এক যুদ্ধবিমান নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠেছে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরের তরফে যদিও প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, তারা কোনও 'গুপ্তচরবৃত্তি'র সন্দেহ করছে না, বরং ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে করা যাবতীয় সহযোগিতার তুমুল প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু আসল সত্যিটা কারও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বিমানটিকে হ্যাংগারে নিয়ে যাওয়া নিয়ে বহু 'নাটক' হয়েছে। ব্রিটেন থেকে ৪০ জনের একটি বিশেষজ্ঞ দল বিমানটিকে ঠিকঠাক করে তুলতে এসে চেষ্টা চালাবে। শেষপর্যন্ত যদি বিমানটি নিজে উড়ে যেতে সক্ষম না হয় তবে বিমানবাহী বিমানে করে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে বলে ঠিক হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর একটা মামুলি ঘটনা কীভাবে গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। একদিকে 'ন্যাটো'র সব দেশকে তাদের যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত গোপনীয়তা নিয়ে সবাইকে উদ্বেগে রেখেছে, অন্যদিকে বেজিং, মস্কো এবং তেহরানকে পরিহাস করার সুযোগ এনে দিয়েছে। আসলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে সন্ধিক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, যখন একদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ায় তেহরান বনাম তেল আভিভের উত্তেজনার পারদ ধিকিধিকি জ্বলছে, তখন ঠিক সেই সময় আমেরিকায় তৈরি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সবচেয়ে গর্বের যুদ্ধবিমান যদি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তথাকথিত নিরপেক্ষ একটি দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে আটকে পড়ে, তাহলে তা নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঝড় উঠবেই। ব্রিটিশ সরকারকে তাদের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করতে হয়েছে, যে তিরুবনন্তপুরমে দাঁড়িয়ে থাকা এফ-৩৫বি-কে সর্বক্ষণ ব্রিটিশ উপগ্রহ নজরদারিতে রেখেছে। অর্থাৎ, কেরলের বিমানবন্দরে শুধু সিআইএসএফ বা ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী পাহারা দিচ্ছে না, ব্রিটিশ উপগ্রহ থেকে 'ন্যাটো'র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও এফ-৩৫বি-কে নজরের আড়ালে যেতে দিচ্ছে না।

মাঝখান থেকে লাভের বিষয় বলতে কেরল পর্যটন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মজার মজার বিজ্ঞাপন তৈরি করে সবার নজর কাড়তে শুরু করেছে। এফ-৩৫বি যুদ্ধবিমানকে বিশ্বের অন্যতম সেরা যুদ্ধবিমান হিসেবে ধরা হয়। ভারতের মাটিতে সেই বিমানেরই এভাবে নেমে পড়ে এতদিন ধরে আটকে থাকার বিষয়টি ভবিষ্যতে যুদ্ধবাজারে এর বিক্রিতে খারাপ প্রভাব ফেলবে কি না সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে।

*(লেখক সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক)*

## আজ

**১৯০২**

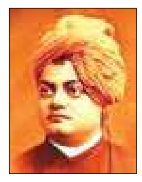

আজকের দিনে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন স্বামী বিবেকানন্দ।

**২০২২**

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার আজকের দিনে আমাদের ছেড়ে চলে যান।

## আলোচিত

আমরা সংখ্যালঘু বিরোধী নই। আমরা চাই দুর্গাপুজো ও মহরমের মিছিল একসঙ্গে হেঁটে যাবে কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই। আয়নার সামনে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন বাংলায় সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছে মুসলমানরাই। যাদের জন্য এটা হল, তাদের বিদায় জানাবেন না?

- শমীক ভট্টাচার্য

## ভাইরাল/১

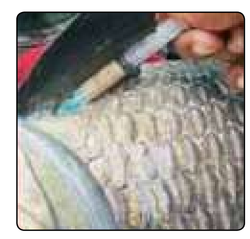

হৃষ্টপুষ্ট মাছ দেখেই বিগলিত হয়ে পড়ার কারণ নেই। ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মৎস্যচাষি মাছকে হরমোন ইনজেকশন দিচ্ছেন। এরকম মাছ খেলে মানবশরীরের ক্ষতি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন।

## ভাইরাল/২

আমরা পড়াশোনা জানি। কীভাবে পরিবেশ দূষিত হয় তাও জানি। তবুও জ্ঞানপাপীর মতো সেটাই করে চলি। ধরা পড়লে আবার তর্ক করি। নৈনিতাল লেকে প্লাস্টিক বোতল ফেলে ক্যামেরাবন্দি হওয়ার পর এক তরুণ এভাবে তর্ক করে অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দুয়ো কুড়োলেন।

## জনমন জনমত

### যে খবর হৃদয়ে আঘাত করে

৩০ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত দুটি খবর হৃদয়কে নাড়া দিয়ে গেল। যেখানে শাসকদলের নেত্রী থেকে সকল নেতা দাবি করেন, তাঁদের সরকার 'মানবিক' সরকার, সেখানে ময়নাগুড়িতে একজন মা তাঁর দেড় বছরের সন্তানকে যৎসামান্য খাবার মুখে তুলে দিতে না পারার যন্ত্রণায় তিস্তা নদীতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ভাগ্য ভালো, সেই মুহূর্তে কয়েকজন দেখে ফেলায় ছেলেটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। হতে পারে মায়ের মতিভ্রম, হতে পারে অভাবজনিত পারিবারিক অশান্তি। কিন্তু আমার প্রশ্ন, কেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও সরকার খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে পারে না? কেনই বা একজন দরিদ্র পরিবারের ছোট্ট শিশুকে অভুক্ত থাকতে হবে? তাহলে কীসের মানবিক সরকার? কীসের পঞ্চায়েত?

পাশাপাশি আরও একটি মর্মান্তিক খবর, তোলাবাজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক ব্যক্তি পরিবার সহ জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর আবেদন করেছেন। অত্যাচারের মাত্রা কতটা হলে একজন মানুষ পরিবার সহ স্বেচ্ছামৃত্যুর ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারেন! তাহলে বুঝতে হবে প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। অপরাধীদের কথাই কি শেষকথা?

বোমা, গুলি, বন্দুক, খুন, ধর্ষণ, ভাষা সন্ত্রাস এখন বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ বলতেই পারেন, আগে কি এইসব ঘটনা ঘটেনি? অবশ্যই ঘটেছে। তার জন্যই মানুষ ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করেছেন। মানুষ আশা করেছিলেন, রাজ্যে সাধারণ মানুষের সরকার গঠন হবে। কিন্তু বর্তমানে যা দেখছি তাতে সাধারণ মানুষের আশা পূরণ হয়নি বলেই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

**প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।**

### মেধাবীদের দেশেই রাখার ব্যবস্থা করা হোক

ভারতের মধ্যে থেকে যাঁরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান তাঁরা হন পরিযায়ী, কিন্তু অতি শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিদেশে কাজ করতে গেলে আমরা গর্বিত হই। নিজেদের কেউকেটা বলে মনে করি। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট পরিবার বিশেষ গৌরবান্বিত অনুভব করে। কিন্তু কিছু ব্যক্তি যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে গেল গেল রব তুলে মিডিয়া গরম করেন, তাঁরা বিদেশে চাকরিরত পরিযায়ীদের নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না।

এই যে আমাদের দেশের উচ্চ মেধাসম্পন্ন মাথাগুলো কিছু বেশি পয়সা ও কিছু বাড়তি সুবিধার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছেন, আমরা আমাদের দেশের ভালোর জন্য তাঁদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারছি না। অথচ আমাদের দেশের মেধা ব্যবহার করে বিদেশিরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য ঘুরপথে আমাদের দেশেই বিক্রি করছে। এই মেধা যুগের পর যুগ ধরে বিদেশিরা আমাদের দেশ থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ কেন পারছে না এইসব মেধাবীকে আমাদের দেশেই ধরে রাখতে? তাই পরিযায়ী পরিযায়ী বলে মিডিয়া গরম না করে, আমাদের দেশের প্রতিভাগুলোকে আমাদের দেশেই যাতে ধরে রাখা যায়, সেই ব্যাপারে সরকারের উপর কীভাবে চাপ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করতে পারলে মনে হয় অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন **করা যায়।**

**সমীরকুমার বিশ্বাস**
**পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar**
**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# বিবেকানন্দ চর্চায় বিবেক বদলাতে বাধ্য

### নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারানো আজকের প্রজন্ম নিজেকে দুর্বল না ভাবলে আস্থা ফিরে পাবেই

**রাহুল দাস**

'একটি জাতিকে জানতে হলে, তার মায়েদের শিক্ষাকে জানো'— এই কথাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেই মানুষটির জীবনে, যাঁর শৈশব গড়ে উঠেছিল ঘরের কোণে, কিন্তু চিন্তা বিস্তৃত হয়েছিল বিশ্বপটভূমিতে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের জীবনচর্চায় বহু আলো পড়েছে, তবে তাঁর ভাবনার শিকড়— তাঁর মা-বাবার গভীর শিক্ষার প্রভাব এতে ছিল সবচেয়ে বেশি। ছোটবেলায় একবার বিনা দোষে স্কুলে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। মা ভুবনেশ্বরী দেবী স্নেহময় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'যদি তুই দোষ না করিস, তবে ভয় কীসের? সত্যকে আঁকড়ে ধর।' সেই একটি বাক্য একদিন শিকাগোর মঞ্চে বজ্রনিনাদের মতো ধ্বনিত হবে, তা কে জানত!

তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন আলোকিত চিন্তাধারার মানুষ। একদিন ছেলের মুখে খারাপ ভাষা শুনে শাস্তি না দিয়ে, দরজায় ঝুলিয়ে দিলেন সেই শব্দগুলির তালিকা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল— ছেলে যেন নিজেই তার কর্মের জন্য লজ্জিত হয়। সেই ঘটনাই হয়তো জন্ম দিয়েছিল বিবেকের প্রথম আলো। এই পারিবারিক শিক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল নরেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝেছিলেন— ধর্ম কেবল উপাসনা নয়, সেবাও এক ধরনের ঈশ্বরসাধনা। ভারতব্যাপী তাঁর যাত্রাপথে তিনি দেখেছেন দারিদ্র্য, অসাম্য, অন্যায়— সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে তাঁর জীবনদর্শন।

তিনি বলেছিলেন— 'নিজেকে দুর্বল ভাবা পাপ।' আজকের আত্মবিশ্বাস হারানো সমাজে তাঁর এই বাক্য যেন অন্তর্জাগরণের মন্ত্র। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'জাগো, ওঠো, এবং লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।' ধর্মের নামে যখন বিভাজনের বিষ ছড়ায়, তখন তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়— 'দরিদ্রনারায়ণের সেবা করাই পরম ধর্ম।'

*শিকাগো সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ।*

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর মুখে 'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদারস অফ আমেরিকা' শুধু করতালির ঝড়ই তোলে না, বদলে দেয় পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যের অবস্থান। তিনি জানান, ধর্ম মানে বিভেদ নয়— সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্য, অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করা। তাঁর বার্তা ছিল— 'যতদিন একজন মানুষ ক্ষুধার্ত, ততদিন মন্দিরে ঈশ্বরের খোঁজ বৃথা।'

তাঁর ঈশ্বরচিন্তা ছিল মানবকেন্দ্রিক ও মুক্ত। তিনি বলতেন— 'আমি সেই ঈশ্বরকে মানি না, যাকে একজন গরিবের দেহে দেখতে পাই না।' মন্দিরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে নিয়েছিলেন মানুষের মাঝে, সেবার মধ্য দিয়ে। ধর্ম আর ঈশ্বরের সংজ্ঞা তিনি নতুনভাবে গড়ে তুলেছিলেন— ভয়ের নয়, ভালোবাসার ভিত্তিতে।

তরুণসমাজকে ঘিরে ছিল তাঁর গভীর আস্থা। বলেছিলেন, 'আমাকে ১০০ উদ্যমী তরুণ দাও, আমি ভারতকে বদলে দেব।' তাঁর চোখে যুবক মানে কেবল বয়সে তরুণ নয়— মননেও জাগ্রত, সাহসী, দায়বদ্ধ। আজকের হতাশ যুবসমাজের কাছে এই বাণী যেন এক নবজাগরণের আহ্বান। আজও তাঁর জীবন আমাদের শেখায়— যে ঘরে সত্য, সাহস আর মানবিকতার পাঠ শেখানো হয়, সেখান থেকেই জন্ম নেয় এক সন্ন্যাসী— মানবসেবায় ব্রতী সন্ন্যাসী। তাঁর আলো জ্বলছে— উত্তর থেকে দক্ষিণে, ঘর থেকে বিশ্বদরবারে। তাঁর শিক্ষা শুধু অতীতের স্মৃতি নয়— ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক।

*(লেখক শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

### শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮৩

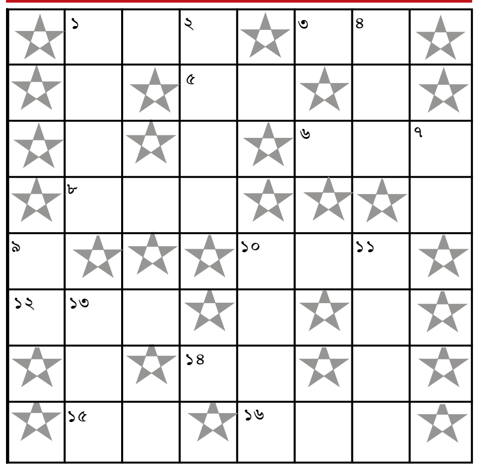

**পাশাপাশি :** ১। বেলফুল ৩। মদ, কাঠ ৫। কিস্তি, অবস্থা, ব্যাপার ৬। পৌরাণিক অষ্টপদ ও সিংহের চেয়ে বলবান মৃগবিশেষ ৮। চূড়া, শীর্ষদেশ ১০। রাত, নারী ১২। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ১৪। বিশেষ, অসাধারণ, নিজস্ব ১৫। চক্রান্ত, গুপ্ত, পরামর্শ ১৬। নব্বই সংখ্যা।

**উপর-নীচ :** ১। বসন্তকালের রাত ২। মদবিশেষ, আখের গুড় ৪। রক্ত ৭। বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ, প্রচুর ভার বহন করতে পারে এমন বড় নৌকাবিশেষ ৯। দীপ্ত, আলোকিত, উদ্ভাসিত, অন্ন ১০। ধনুক ১১। আচার-ব্যবহার, প্রথা, মতবাদ ১৩। শুকনো গোবর, ঘুঁটে।

### সমাধান ■ ৪১৮২

**পাশাপাশি :** ১। বনাত ৩। হারাহারি ৪। রটনা ৫। দাপাদাপি ৭। মঠ ১০। নীপ ১২। বকবক ১৪। ছাতিম ১৫। আজগুবি ১৬। কমলা।

**উপর-নীচ :** ১। বলরাম ২। তরক্ষু ৩। হানাদার ৬। দামিনী ৮। ঠমক ৯। নাকছাবি ১১। পরকলা ১৩। দমক।

## বিন্দুবিসর্গ

## কর্ণাটকে অনুব্রত কাণ্ডের ছায়া

# মুখ্যমন্ত্রীর আচরণে অপমানিত পুলিশকর্তা

*বিতর্কিত মুহূর্তের ভাইরাল ছবি। কর্ণাটকের বেলাগাভিতে।*

**বেঙ্গালুরু ও কলকাতা, ৩ জুলাই :** তফাত সত্যিই শুধুমাত্র শিরদাঁড়ায়। শাসকের কাছে অপমানিত হওয়ায় কর্ণাটকের এক পুলিশকর্তা যে পদক্ষেপ করেছেন, তেমনটা পশ্চিমবঙ্গে নেহাতই কষ্ট কল্পনা মাত্র। বরং তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্বের পাশাপাশি নীচুতলার নেতাদের হাতে বারবার অপমানিত হওয়ার পরও বঙ্গের উর্দিধারীরা নিজেদের চাকরি বাঁচাতেই ব্যস্ত।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৮ এপ্রিল বেলাগাভিতে একটি জনসভার আয়োজন করেছিল কংগ্রেস। ওই জনসভায় বিজেপির মহিলাকর্মীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালে মেজাজ হারান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। বেলাগাভির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) এনভি বরামণিকে ডেকে পাঠান তিনি। বলেন, 'কে আছেন এসপি? এখানে আসুন।' বরামণি এগিয়ে আসতেই তাঁকে চড় মারতে গিয়েছিলেন সিদ্দারামাইয়া। শেষমেশ চড় না মারলেও সবার সামনে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় চূড়ান্ত অপমানিত বোধ হয়েছিল এনভি বরামণির। তাই একরাশ হতাশা, ক্ষোভ এবং অপমানে পুলিশের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন এএসপি। কর্ণাটকের মুখ্যসচিবকে ১৪ জুন এই মর্মে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন তিনি। কর্ণাটকের কংগ্রেসশাসিত সরকার শেষপর্যন্ত অবশ্য স্বেচ্ছাবসরের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। তবে এনভি বরামণির ঘটনায় কন্নরভূমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও পুলিশের আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি বীরভূমের প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ওই পুলিশ আধিকারিকের মা ও স্ত্রীর সম্পর্কেও চরম কটূক্তি করেন তিনি। অনুব্রত-লিটন হালদার ফোন কলের অডিও রেকর্ড ভাইরালও হয়েছে। এই ঘটনায় অনুব্রতের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠলেও আইসি লিটন হালদার কিন্তু তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার যাবতীয় অপমান দিব্যি হজম করে ফেলেছেন। এনভি বরামণির মতো তিনি স্বেচ্ছাবসর নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেননি।

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ভবানীপুর থানায় ঢুকে আসামিদের ছাড়িয়ে এনেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব থেকে টেবিলের তলায় লুকিয়ে প্রাণে বেঁচেছিল আলিপুর থানার পুলিশকর্মীরা। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা মারার নিদান দিয়েছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে পুলিশের এক পদস্থ কর্তাকে প্রকাশ্যে হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি।

বরামণি মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি জনসমক্ষে থাপ্পড় খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু সর্বসমক্ষে আমি অপমানিত হয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ দপ্তরের মর্যাদার কথা মাথায় রেখে সেই জনসভা ছেড়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, চিঠি লেখার পরই মুখ্যমন্ত্রী ওই পুলিশকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখাও করেন। কিন্তু তাতে বিতর্ক থামছে না। বিজেপি, জেডিএস মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতেও বলেছে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকরা তাঁকে বরামণির ইস্তফা নিয়ে প্রশ্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পালটা প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি বিজেপির লোক? ওরা যখন চুপ রয়েছে আপনি কেন এসব প্রশ্ন তুলছেন?'

## এনআইএ ও সিবিআইয়ের স্বীকারোক্তি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** দেশে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমজনতা যাতে সেই ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত না হন তার জন্য প্রচারে খামতি না থাকলেও ওই অপরাধ কমেনি। এই অবস্থায় সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত এনআইএ এবং সিবিআই আধিকারিকরা মেনে নিয়েছেন যে ডিজিটাল অ্যারেস্ট রোখার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং লোকবল নেই তাদের হাতে। এদিনের বৈঠকে সিবিআই, এনআইএ-র প্রতিনিধিদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন বিদেশ মন্ত্রক, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা। সূত্রের খবর, বিরোধী সদস্যদের বিশেষ করে তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। নিজেদের ঘাটতির বিষয়টি তারা স্বীকার করে নেয়। বৃহস্পতিবারই ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা ও সাইবার অপরাধ বন্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## সংসদের আদলে চলুক পুরসভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** নগরবাসীদের সমস্যার সমাধানে পুরসভাগুলিকে সংসদের আদলে পরিচালিত হওয়ার বার্তা দিলেন লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার গুরুগ্রামে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুরসভার চেয়ারপার্সনদের প্রথম জাতীয় স্তরের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে ওম বিড়লা বলেন, 'পুরসভাগুলিকেও নিয়মিত ব্যবধানে

### বার্তা ওম বিড়লার

প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জিরো আওয়ার চালু করে নাগরিকদের সমস্যাগুলি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।' তাঁর কথায়, 'প্রতিটি সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা জরুরি। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে প্রতিটি স্তরে।' ওম বিড়লা জানিয়েছেন, সংসদের মতো পুরসভাগুলিতেও অধিবেশন নির্বিঘ্নে চলা উচিত। তাঁর মন্তব্য, 'বিশৃঙ্খলা গণতন্ত্রের আদর্শ হতে পারে না।' ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, হরিয়ানা বিধানসভার স্পিকার হরবিন্দর কল্যাণ এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

*নরেন্দ্র মোদিকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানের পদক পরিয়ে দিচ্ছেন ঘানার প্রেসিডেন্ট। বৃহস্পতিবার।*

## সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লাভ

# ঘানার পার্লামেন্টে মোদির গণতন্ত্রের পাঠ

**আক্রা, ৩ জুলাই :** ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান 'অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানা' পেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে সম্মানিত করেন ঘানার প্রেসিডেন্ট জন দ্রামানি মহামা। দৃশ্যত অভিভূত মোদি ভারত-ঘানা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। গত ৩০ বছরে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সফর উপলক্ষ্যে বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল ঘানা সরকার। বুধবার আক্রার কোটোকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মহামা নিজে। প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেয় ঘানার সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান গ্রহণের পর সেদেশের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন মোদি। সেই বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল ভারতের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ভারত-ঘানা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্বের কথা। মোদি বলেন, 'ঘানার সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করা আমার জন্য অত্যন্ত গর্ব এবং সম্মানের বিষয়... আমি প্রেসিডেন্ট মহামা, ঘানা সরকার এবং ঘানার জনগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা

> ভারতে আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের মধ্যে ২২টি দল বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। আমাদের দেশে সরকারি ভাষার সংখ্যা ২২। উপভাষা হাজারের বেশি। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে বিদেশিদের খোলা মনে স্বাগত জানানো হয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**
> প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশ করছি।' ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দলের উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তাঁর কথা শুনে দৃশ্যত অবাক হয়ে যান ঘানার পার্লামেন্ট সদস্যরা।

মোদি বলেন, 'ভারতে আড়াই হাজারের বেশি রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের মধ্যে ২২টি দল বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করেছে। আমাদের দেশে সরকারি ভাষার সংখ্যা ২২। উপভাষা হাজারের বেশি। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতে বিদেশিদের খোলা মনে স্বাগত জানানো হয়।' ঘানা সফর সেরে এদিনই ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর উদ্দেশে যাত্রা করেন মোদি। তাঁর ঘানা সফরে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঘানার গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ, চিনি ও মাছ প্রক্রিয়াকরণে সহজ শর্তে সাড়ে চারশো মিলিয়ন ডলার ঋণ দিচ্ছে ভারত। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ৭ দশকের বেশি পুরোনো। সেখানে প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন ও দপ্তর নির্মাণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যুক্ত রয়েছে ভারত।

### চিনকে বার্তা রিজিজুর

## দলাই লামার ঘোষণাই শেষকথা

**নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** তাঁর মৃত্যুর পরেও তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক গুরু দলাই লামার পদটি বহাল থাকবে। পঞ্চদশ দলাই লামাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব নেবে 'গাহদেন ফোড্রাং ট্রাস্ট'। তাদের মতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দলাই লামা নির্বাচনে কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। চিনের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বুধবার একথা জানিয়েছিলেন বর্তমান দলাই লামা তেনজিং গ্যাৎসো। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিল ভারত।

এতদিন চতুর্দশ দলাই লামা, ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকার এবং তিব্বতের প্রচলিত রীতিনীতিকেই মর্যাদা দিয়ে এসেছে কেন্দ্র। সেই অবস্থানে কোনওরকম বদল হয়নি বলে জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মোদি সরকারে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী রিজিজু জানান, দলাই লামা হলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় নেতা। নিশ্চিতভাবে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। মন্ত্রী বলেন, 'দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই হবে তিব্বতিদের প্রচলিত নিয়ম এবং বর্তমান দলাই লামার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে। পঞ্চদশ দলাই লামার ব্যাপারে কোনও তৃতীয়পক্ষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই।'

দলাই লামার উত্তরসূরি বাছাই নিয়ে তাদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে বলে জানিয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রক। তবে ভারত যে চিনের সঙ্গে একমত নয়, তা রিজিজুর কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, দিল্লি যে দৃঢ়ভাবে দলাই লামা এবং নির্বাসিত তিব্বত সরকারের পাশে রয়েছে, বেজিংকে সেই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রবিবার হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় দলাই লামার ৯০ তম জন্মদিন পালিত হবে। সেই অনুষ্ঠানে রিজিজুর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীবরঞ্জন সিং।

## কৃষক আত্মহত্যায় সরব রাহুল

**নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** তিন মাসের ভিতর মহারাষ্ট্রের ৭৬৭ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনায় মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন তিনি। রাহুলের তোপ, 'এই সিস্টেম কৃষকদের চুপিসারে এবং লাগাতার মারছে আর মোদিজি শুধু নিজের জনসংযোগের তামাশা দেখছেন।' বিরোধী দলনেতা বলেন, 'ভাবুন.. মাত্র তিন মাসে মহারাষ্ট্রের ৭৬৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এটা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়। ৭৬৭টি বরবাদ হয়ে যাওয়া পরিবারের চিত্র। এই পরিবারগুলি আর কখনও এই আঘাত থেকে বেরোতে পারবে না। আর সরকার চুপ করে রয়েছে। মুখ বুজে সবকিছু দেখে যাচ্ছে। কৃষকরা প্রতিদিন ঋণের দায়ে ডুবে যাচ্ছেন। বীজ দামি, সার দামি, ডিজেল দামি। কিন্তু এমএসপি-র কোনও গ্যারান্টি নেই। যখন কৃষকরা ঋণ মকুবের দাবি তোলেন তখন সেটা মেনে নেওয়া হয় না। অথচ যাঁদের কাছে টাকা আছে তাঁদের ঋণ অনায়াসে মকুব করে দিচ্ছে মোদি সরকার।' রাহুলের কথায়, 'মোদিজি বলেছিলেন কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে। অথচ এখন হাল এমনই যে, অন্নদাতাদের জীবনটাই অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।' রাহুলের পাশাপাশি তৃণমূলও কৃষকদের আত্মহত্যা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধেছে।

## নীতীশের কৌশল

**পাটনা, ৩ জুলাই :** শুধু খয়রাতি করেই আসন্ন বিধানসভা ভোটের বৈতরণি পেরোনোর স্বপ্ন দেখছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার শিক্ষিত তরুণদের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিজ্ঞা যোজনার আওতায় তরুণদের ইন্টার্নশিপের সুবিধার পাশাপাশি ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। দ্বাদশ পাশ করা পড়ুয়াদের প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে এবং আইটিআই ও ডিপ্লোমাধারী তরুণদের ৫ হাজার টাকা করে ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তরদের প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা করে ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেন, এই প্রকল্পের ফলে তরুণদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সুবিধা হবে। এর আগে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্প খাতে প্রবীণ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম এবং বিধবা মহিলাদের পেনশনের পরিমাণ প্রতি মাসে ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০০ টাকা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জবাবে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব অভিযোগ করেছিলেন তাঁদের প্রকল্প থেকে টুকলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

## যাত্রী সেজে অবৈধ র‍্যাপিডো ধরলেন মন্ত্রী

**মুম্বই, ৩ জুলাই :** মুম্বই শহরে অবৈধ বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা ধরতে এবার নিজেই যাত্রী সেজে রাস্তায় নামলেন মহারাষ্ট্রের পরিবহণমন্ত্রী প্রতাপ সরনায়েক। অনেকদিন ধরেই ভুয়ো র‍্যাপিডো চালু আছে বলে অভিযোগ পড়েছিল। পরিবহণ দপ্তর আগে দাবি করেছিল, মুম্বইয়ে কোনও অবৈধ বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা নেই। সেই দাবি যাচাই করতেই প্রতাপ সরনায়েক একটি ভুয়ো নামে র‍্যাপিডো অ্যাপে রাইড বুক করেন। মাত্র ১০ মিনিটেই মন্ত্রকের সামনে শহিদ বাবু গেনু চক-এ বাইক চলে আসে।

মন্ত্রী চালককে ৫০০ টাকা দিয়ে বলেন, 'আমরা দরিদ্র চালকের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই না। প্রকৃত দোষীরা যারা এই ব্যবসার পিছনে আছে, তাদের শাস্তি হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

## বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দরকষাকষি

**নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ৩ জুলাই :** আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমেরিকা-ভারত অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সেজন্য দু'পক্ষের মধ্যে শেষ পর্যায়ের দর কষাকষি চলছে। সূত্রটি জানিয়েছে, মার্কিন সংস্থাগুলিকে ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া নিয়ে আপত্তি রয়েছে ভারতের। স্বাধীনতার পর থেকে এই দু'টি ক্ষেত্রে মোটের ওপর দেশীয় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বীজ, সার ও রাসায়নিক বিদেশ থেকে আমদানি করে, সেখানে ভারত এইসব পণ্যের সিংহভাগই অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন করে। বিদেশ থেকে যে সার বা রাসায়নিক আমদানি করা হয় তার পরিমাণও সীমিত। দুগ্ধজাত পণ্যের ক্ষেত্রে এখানে দেশীয় সংস্থাগুলির রমরমা। এবার ১৪০ কোটি মানুষের সেই বাজারের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে আমেরিকা।

ভারতে মার্কিন সংস্থাগুলির কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যে বড়সড়ো শুল্ক ছাড়ের দাবি করছে ট্রাম্প সরকার। যা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কেন্দ্রের। অন্যদিকে, আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের জুতো, পোশাক ও চামড়ার জিনিসপত্রের ওপর কর ছাড়ের দাবি করেছে ভারত। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই জট ছাড়ানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে দুই দেশের।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের এক কর্তার যুক্তি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে চুক্তি না হলেও ভারত উদ্বিগ্ন নয়। মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চুক্তি না হলে ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ হারে কর বসানো হতে পারে। কিন্তু সেই করের পরিমাণ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্য সরবরাহকারীদের চেয়ে কম। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমার সম্ভাবনা নেই। এই বাস্তবতার নিরিখেই কেন্দ্রের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের দর কষাকষি চলছে।

## দীপিকার মাথায় মুকুট

**লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩ জুলাই :** নতুন ইতিহাস গড়লেন দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর মুকুটে এবার আরও বড় সম্মান। এবার দীপিকার নাম সেই সব বিশ্ব তারকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাঁরা ২০২৬ সালে 'হলিউড ওয়াক অফ ফেম'-এ সম্মানিত হবেন। সম্ভবত দীপিকাই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এই সম্মানে ভূষিত হবেন। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকা প্রকাশ করেছে হলিউড চেম্বার্স অফ কমার্স। দীপিকার পাশাপাশি তালিকায় রয়েছেন হলিউড তারকা ম্যারিয়ন কোটিলার্ড, এমিলি ব্লান্ট প্রমুখ।

## পিটিয়ে খুন পরিবারের ৩ জনকে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৩ জুলাই :** বাংলাদেশে মাদক কেনাবেচার অভিযোগে একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠল। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন পরিবারের আরও একজন। বৃহস্পতিবার কুমিল্লার মুরাদনগরের এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন বাঙ্গরা থানার ওসি মাহফুজুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন, ওই পরিবারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। ক্ষোভ থেকেই এই ঘটনা। পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে যান। আইনজীবীদের একাংশ আইন হাতে তুলে নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

## মেরামত করা সম্ভব নয়

**তিরুবনন্তপুরম, ৩ জুলাই :** প্রযুক্তিগত ত্রুটির জেরে ২০ দিন ধরে কেরলের বিমানবন্দরে আটকে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান এফ-৩৫বি। আকাশে ওড়ার নাম নেই! বিমানের মেরামতি বারবার ব্যর্থ হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিমানটিকে মেরামত করা সম্ভব নয়। তাই সেটিকে এখন আংশিক খোলনলচে খুলে ভারী কার্গো বিমানে চাপিয়ে ব্রিটেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সুবিধার জন্য যুদ্ধবিমানটিকি বিভিন্ন অংশেও ভাঙাও হতে পারে।

## প্রতিরক্ষা চুক্তি

**ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভারত ও আমেরিকা দশ বছরের একটি নতুন দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করতে চলেছে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং আমেরিকার প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ ফোনে আলোচনার সময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন। পেন্টাগন জানিয়েছে, আলোচনায় দু'দেশের মধ্যে বড় ধরনের প্রতিরক্ষা সরবরাহ চুক্তি ও প্রতিরক্ষা শিল্পে যৌথ সহযোগিতা আরও জোরদার করবে। পেন্টাগন জানিয়েছে, 'দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে আমেরিকা অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে।'

## পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত 'ডাল লেকের মা'

**শ্রীনগর, ৩ জুলাই :** জীবন কী আশ্চর্যরকমের সুন্দর। অনিশ্চিতও। কোথায় নেদারল্যান্ডস আর কোথায় জম্মু ও কাশ্মীর। সুদূর ইউরোপ থেকে এদেশে বেড়াতে এসে ভূস্বর্গের প্রেমে পড়ে যান ডাচ মহিলা এলিস হুবারতিনা স্পন্দরমান। ছাড়তে পারলেন না। থেকে গেলেন। কিন্তু নিছক থাকা নয়, কাজে নামলেন। হ্যাঁ, ডাল লেকের পরিবেশ বাঁচাতে নিজেকে সঁপে দিলেন সৌন্দর্য এলিসকে ভূস্বর্গ ছাড়তে দিল না। ডাল লেক তাঁর বড় প্রিয়। হ্রদটির সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এক সময়ে লেকের খারাপ অবস্থা দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি। ডাল লেককে পরিচ্ছন্ন রাখাই লক্ষ্য করেন। তাঁকে প্রায়ই হ্রদের জল থেকে প্লাস্টিক, বর্জ্য তুলতে দেখা গিয়েছে।

এলিস জানিয়েছেন, তাঁর এই অভ্যাস নতুন নয়। নেদারল্যান্ডসেও

### নেদারল্যান্ডস থেকে কাশ্মীরের বাসিন্দা

নেদারল্যান্ডসবাসী এলিস। কখনও হাতে গ্লাভস পরে শিকারায় চেপে প্লাস্টিক, আবর্জনা তুলে ব্যাগে ভরেন। কখনও লেকের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পড়ে থাকা নোংরা অবলীলায় তুলে নেন।

এলিস বিদেশিনী। ২৫ বছর আগে প্রথম এসেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে। তখন তিনি পর্যটক। ভূস্বর্গের অপার সৌন্দর্যে মুহূর্তে প্রেমে পড়ে যান। এখন তিনি 'ডাল লেকের মা'। আপনজন। কাশ্মীরিরা ভালোবেসে তাঁকে এই নামে ডাকে।

কাশ্মীরের মনমাতানো ছিল। বললেন, 'ওখানে সমুদ্রতীরে থাকতাম। নেদারল্যান্ডস পরিষ্কার। কিন্তু জাহাজগুলি বর্জ্য ফেলে। আমি বর্জ্য তুলে আনতাম। এটা আমার স্বভাব।' তাঁর কথায়, 'ডাল লেক আমাকে শান্তি দিয়েছে। এ আমার প্রতিদান।'

শ্রীনগরের রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে মানুষকে সবুজ বাঁচানোর বার্তা দেন তিনি। দূর থেকে অনেকে বলেন, ওই দেখো 'ডাল কি মা'।

এলিসের দল নেই। প্রচার নেই। আছে মহৎ উদ্দেশ্য, পরিবেশ বাঁচানোর 'মিশন'।

# ভিড় সামলাতে গ্রেনেড, গুলি ও লংকা

*ইজরায়েলি হামলায় নিহত প্যালেস্তিনীয়দের শেষ শ্রদ্ধা এলাকাবাসীর।*

**গাজা, ৩ জুলাই :** ইজরায়েলি সেনার ঘেরাটোপে বন্দি গাজা। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। তাদের চাপে গাজা থেকে বিদায় নিয়েছে বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ ও শরণার্থী সংস্থার কাজকর্মও সীমিত হয়ে পড়েছে। গাজার ত্রাণশিবিরগুলির নিয়ন্ত্রণ এখন ইজরায়েল ও আমেরিকার হাতে। দু'দেশের তত্ত্বাবধানে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। সেই খাবার বিলির সময়ই ঘটছে একের পর গুলি চালনার ঘটনা। নিহতের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টে গাজার ত্রাণশিবিরগুলির ভয়াবহ অবস্থার বিষয়টি সামনে এসেছে। ওইসব শিবিরে থাকা শরণার্থীদের কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, তার খণ্ড চিত্র ধরা পড়েছে রিপোর্টে। ত্রাণশিবিরের দায়িত্বে থাকা দুই মার্কিন কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, শিবিরগুলির নিরাপত্তায় প্রচুর সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। ইজরায়েলি সেনার পাশাপাশি সেখানে রয়েছেন ইজরায়েল অনুগত কিছু প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যরা। ইজরায়েল ও আমেরিকার পেশাদার ভাড়াটে যোদ্ধাদেরও সেখানে আনা হয়েছে। খাবার বিলির সময় ভিড় ঠেকাতে তাঁদের কাজে লাগানো হচ্ছে।

### গাজার ত্রাণ শিবিরে নরক-দর্শন

নিরাপত্তাকর্মীদের হাতে থাকে বন্দুক, স্টান গ্রেনেড, লংকার গুঁড়ো মেশানো স্প্রে। ক্ষুধার্তরা একটু বেচাল হলেই তাঁদের লক্ষ্য করে ছোড়া হয় গুলি-গ্রেনেড-লংকার গুঁড়ো।

গাজার ত্রাণশিবিরে কর্মরত ২ মার্কিন কর্মীর দাবি, তাঁদের সহকর্মীদের অনেকেই প্যালেস্তিনীয়দের ওপর খুব তুচ্ছ কারণে বলপ্রয়োগ করেন। ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে গুলি, গ্রেনেডের ব্যবহার সাধারণ ঘটনা। এক প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিনকর্মীর কথায়, 'ওখানে আমাদের দায়িত্ব হল খাবারের খোঁজে আসা সন্দেহভাজন প্যালেস্তিনীয়দের ওপর নজর রাখা। কাউকে সন্দেহ হলে নিরাপত্তাকর্মীদের সতর্ক করা হয়। আমাদের সহকর্মীরা নিয়মিতভাবে প্যালেস্তিনীয়দের দিকে স্টান গ্রেনেড এবং লংকাগুঁড়ো মেশানো স্প্রে ছুড়ে মারেন।' তাঁর কথায়, 'নিরপরাধ মানুষ আহত হচ্ছে। খুব খারাপভাবে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে।'

রিপোর্ট প্রকাশের পর গাজায় ত্রাণকার্য পরিচালনার দায়িত্বে পেশাদার স্বেচ্ছাসেবীদের সরিয়ে ইজরায়েল-আমেরিকার সশস্ত্র রক্ষী নিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুই দেশের কেউই এ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেনি।

## সান্দাকফুতে অসুস্থ, সামলাতে প্রশিক্ষণ

# সহজ যাত্রায় শরীরে বড় বিপদ

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই :** মানেভঞ্জন-টংলু/টুমলিং-কালিপোখরি হয়ে সান্দাকফু। এই রুট ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়। ট্রেকিংয়ে প্রতি বাঁকে মুগ্ধতা কিংবা ল্যান্ডরোভারে চড়ে হেলতে-দুলতে ওপরে ওঠা, দুটোই অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেয়। ঘুমন্ত বুদ্ধের সৌন্দর্য, মরশুমে রডোডেনড্রন আর স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার হাতছানি। সম্প্রতি যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পর একদিকে যেমন পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সান্দাকফুতে, তেমনই বাড়ছে বিপদ।

চারচাকা গাড়ি নিয়েই সমতল থেকে সরাসরি সান্দাকফুতে পৌঁছে যাচ্ছেন পর্যটকরা। এতে আবহাওয়া ও উচ্চতার সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নেওয়া হচ্ছে না তাঁদের। ফলে গন্তব্যে পৌঁছে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কারও কারও পরিস্থিতি গুরুতর হচ্ছে। অথচ সান্দাকফু এবং মানেভঞ্জনে এখনও পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। কেউ সামান্য অসুস্থ হলেও চিকিৎসার জন্য চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে সুখিয়াপোখরিতে আনতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে পর্যটকদের জীবন বাঁচাতে পরিবহণচালক থেকে হোটেল কর্মী, সরকারি কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মানেভঞ্জনে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা, সুখিয়াপোখরির বিডিও অর্ঘ্য গুহ, উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (১) সহ স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সান্দাকফুর তুষারপাত বা সূর্যোদয়ের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে মানেভঞ্জন থেকে ট্রেকিং করে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়াই ছিল রেওয়াজ। সেজন্য তাঁদের গাইড নিতে হত সঙ্গে। ব্যাগপত্র বহনের জন্য ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবহার বহুদিন ধরে হয়ে এসেছে। এছাড়া যাঁরা চড়াই উতরাইয়ের ধকল নিতে পারেন না, তাঁরা ল্যান্ড রোভারে চেপে সান্দাকফুতে যান। এখন মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু যাতায়াতের জন্য ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হয়েছে।

**টক অফ দ্য টাইম**

- গাড়ি নিয়ে সরাসরি সান্দাকফুতে পৌঁছানোয় আবহাওয়া ও উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা
- অসুস্থবোধ, শ্বাসকষ্টে ভুগছেন নানা বয়সিরা
- ওপরে পরিকাঠামো নেই, চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আনতে হয় সুখিয়াপোখরি
- প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে, তা নিয়ে কর্মশালা প্রশাসনের
- দেওয়া হল অক্সিমিটার, রক্তচাপ পরিমাপের দুটি ডিজিটাল মেশিন

শুধু ল্যান্ডরোভার নয়, অন্য গাড়িও অনায়াসে সেই পথে চলে। তাই সেখানে বছরভর পর্যটকদের ভিড়।

সুখিয়াপোখরির বিডিও অর্ঘ্য গুহ বললেন, 'প্রায় রোজ পর্যটকরা আসছেন। অধিকাংশই নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে নেমে গাড়ি নিয়ে সরাসরি সান্দাকফু পৌঁছান। অনেকেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমতলের উষ্ণতা থেকে সরাসরি প্রচণ্ড ঠান্ডায় চলে এসে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। ফলে অসুস্থতা।' বিডিওর দাবি, আগে শুধু প্রবীণরা অসুস্থ হচ্ছিলেন, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। এখন মাঝবয়সি ও ছোটরা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছে। অক্সিজেনের অভাববোধ করছে। সম্প্রতি কয়েকটি বাচ্চার মধ্যে এমন অসুবিধে দেখা গিয়েছে।

এত উচ্চতায় মানুষের শরীরে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, কীভাবে সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব- সেসব ব্যাপারে সবাইকে বোঝানো হয়েছে এদিনের কর্মশালায়। কারও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কীভাবে সুস্থ করে তোলা যায়, সেটা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা হাতে-কলমে দেখান। পাশাপাশি কীভাবে পালস মাপতে হয়, অক্সিজেন প্রয়োজন হলে কীভাবে দিতে হবে, প্রয়োজনে অসুস্থ ব্যক্তিকে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন বা সিপিআর দেওয়ার পদ্ধতিও দেখানো হয়েছে এদিন।

কর্মশালায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে স্থানীয়দের চারটি পালস অক্সিমিটার, রক্তচাপ পরিমাপের জন্য দুটি ডিজিটাল মেশিন দেওয়া হয়েছে। সান্দাকফুতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে পর্যটন দপ্তরের অফিসে একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে থাকা কর্মী নরবু শেরপার কথায়, 'শুধু একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে আমাদের কাছে। তাছাড়া এখানে আর কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। কোনও পর্যটক অসুস্থবোধ করলে তাঁকে সুখিয়াপোখরি বা দার্জিলিং, শিলিগুড়িতে নামাতে হবে।'

দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার আশ্বাস, 'সান্দাকফুতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। সেজন্য জমিও দেখা হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত অনুমোদন চলে আসবে।'

## একই মঞ্চে

*প্রথম পাতার পর*

পদ্ম শিবিরের নতুন রাজ্য সভাপতি বরং প্রশ্ন তুললেন, 'মুসলমান মানেই কি সমাজবিরোধী?' উলটে তাঁর কথায়, 'যাঁরা আমাদের অচ্ছুত মনে করেন, তাঁদের বলব, আমাদের ভোট দিতে না চাইলে দেবেন না। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়ান। দেখবেন, বাংলায় সবচেয়ে বেশি খুন হয়েছেন মুসলমানরা। কাদের জন্য এটা হল?'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণ বিজেপির প্রচারের বড় অস্ত্র। অথচ সেই বিজেপির নেতা বললেন, তৃণমূল রাজত্বে বেশি খুন হয়েছেন মুসলমানরা। নিঃসন্দেহে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। মনে করা যেতে পারে, শুভেন্দু যতই নিজেকে বাংলায় হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করুন না কেন, শুধু হিন্দু ভোটে ২০২৬-এও দলের নৌকা ক্ষমতায় ভেড়ানো যাবে না বুঝে শমীক দলের এই ভোল বদলের সূচনা করলেন।

কালীগঞ্জে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের ভোটবৃদ্ধিতে হিন্দু ভোট কাটার অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু। এ বিষয়ে অবশ্য শুভেন্দুর সুরেই বললেন শমীক। বৃহস্পতিবারের সভাতেও শুভেন্দু বলেন, 'সিপিএম থেকে সাবধানে থাকতে হবে। ওরা মুসলমানদের মিছিলে হাঁটাবে আর হিন্দু ভোট কাটবে।' শমীকও বললেন, 'সিপিএম-কংগ্রেসের ভাই-বন্ধুরা শুনুন, ভোট কাটার রাস্তায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে আনবেন না।' তাঁর কথায়, 'নো ভোট টু বিজেপি স্লোগানের আড়ালে চক্রান্ত করবেন না। বরং রাস্তায় নেমে টিএমসির বিরোধিতা করুন। তৃণমূলকে উৎখাত করুন। তারপর নিজের পদ নিজেরা খুঁজে নেবেন।' সিপিএমের সুজন চক্রবর্তীর পালটা প্রতিক্রিয়া, সিপিএমকে নিশ্চিহ্ন না করতে পারার হতাশা থেকে এসব বলছে বিজেপি।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে সায়েন্স সিটির সভায় উপস্থিত সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি না সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই কমিউনিস্টরাই এখন আপনার রাজ্যে বাড়ছে।'

তৃণমূলকে উৎখাতে অবশ্য শুভেন্দু, শমীক এক সুর। অবশ্য ভিন্নভাবে। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'শক্তিশালী সংগঠন, হিন্দু সংযুক্তিকরণ এবং সংকল্পপত্রকে সামনে রেখেই আমরা '২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলকে উৎখাত করব।' সদ্য নিযুক্ত রাজ্য সভাপতির ভাষায়, '২৬-এ পরিবর্তন নয়, তৃণমূলের বিসর্জন। এবার আর ২০০ পার নয়, তৃণমূলের একেবারে পরপার।'

জলে বাঁদরনাচ। নয়াদিল্লির বিজয়চকে বৃহস্পতিবার।

# এক্স-রে নিয়ে দুর্ভোগ রোগীদের

শিবশংকর সূত্রধর

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক্স-রে মেশিন বিকল থাকায় চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হল রোগীদের। মোটা টাকা খরচ করে বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হচ্ছে রোগীদের। তবে বৃহস্পতিবার বিকালে সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন এমএসভিপি সৌরদীপ রায়। তাঁর কথা, 'সমস্যার কথা শোনার পরই সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন বিকাল থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে।'

এমজেএন মেডিকেলের এক্স-রে পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ উঠছে। কখনও মূল মেশিনটিই বিকল আবার কখনও রিপোর্ট প্রিন্টিংয়ের ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ায় রোগীদের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। মাসখানেক আগে রিপোর্ট প্রিন্টিংয়ের ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছিল। সেই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এজেন্সিকে শোকজ করা হয়।

পরবর্তীতে পরিষেবা স্বাভাবিক

**ফাঁকা পকেট**

- এমজেএন মেডিকেলের এক্স-রে পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ
- কখনও মেশিন বিকল কখনও রিপোর্ট প্রিন্টিং ব্যবস্থা অকেজো থাকায় ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়
- প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এক্স-রে মেশিন বিকল থাকায় চূড়ান্ত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে
- মোটা টাকা খরচ করে বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হচ্ছে

করা হয়েছিল। কিন্তু দিনকয়েক যেতে না যেতেই এক্স-রে মেশিনটিই বিগড়ে যায়। গত কয়েকদিন পরিষেবা না পেয়ে রোগীদের বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালের বহির্বিভাগে অর্থোপেডিক বিভাগে চিকিৎসককে দেখানো এক রোগীর পরিজন সৌম্যজিৎ রায় বললেন, 'হাঁটুতে ব্যথার জন্য দিদিকে ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তারবাবু এক্স-রে করতে লিখে দিয়েছেন। কিন্তু এখান থেকে বলা হল মেশিন খারাপ। বাইরে থেকে এক্স-রে করাতে হবে। বাধ্য হয়ে বেসরকারি জায়গায় যাচ্ছি এক্স-রে করাতে।'

হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, পিপিই মডেলে একটি এজেন্সির মাধ্যমে সেখানকার এক্স-রে পরিষেবা দেওয়া হয়। প্রতিদিন কমবেশি ২৫০-৩০০ জন রোগীর এক্স-রে করা হয়ে থাকে। তবে এদিন বিকালে পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ায় রোগীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। এক রোগীর পরিজন গোপাল সাহার কথা, 'মেডিকেল কলেজে এক্স-রে পরিষেবার জন্য একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। একটি মেশিন খারাপ হলেই পরীক্ষার জন্য রোগীদের বেসরকারি জায়গায় যেতে হয়, এটি দুর্ভাগ্যজনক।'

## ফের বেফাঁস

*প্রথম পাতার পর*

নেতৃত্ব শমীককে রাজ্য সভাপতি করে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে। যেটা একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছে না তৃণমূল। তাই হয়তো নগেনকে দিয়ে কোন্দল জিইয়ে রাখার একটা চেষ্টা চলছে।

এই 'সেটিং তত্ত্ব' থেকে অবশ্য 'হিংসা তত্ত্ব' অনেকটা সরল। নগেন ও শমীক দুজনই বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। অপারেশন সিঁদুরের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারত সরকার যে সাংসদদের দল পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে একটি দলে শমীক ছিলেন। কিন্তু নগেন সেই সুযোগ পাননি। এখন আবার শমীক দলের রাজ্য সভাপতি হয়েছেন। শমীক বারবার লাইমলাইটে এলেও নগেন সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। সেটাই হয়তো মেনে নিতে না পেরেই এমন শমীক-বিরোধী মন্তব্য করেছেন তিনি। বলছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে তাঁর এই মন্তব্য ভালো চোখে দেখছেন না বিজেপির নেতারা। জেলা বিজেপির প্রথম সারির এক নেতা বলেন, 'শমীক ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভাপতি করায় তৃণমূলের অনেক ছক গুলিয়ে গিয়েছে। আর তৃণমূলের হাতে তামাক খাওয়া নগেনের সে কারণেই গাত্রদাহ হয়েছে।'

## নির্দেশে তালা

*প্রথম পাতার পর*

যদিও সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তদন্তকারী সংস্থাকে ইউনিয়ন রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে বলে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে।

মামলাকারীর আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ থাকায় প্রাক্তনীদের দাপট চলছে। যার পরিণাম কসবার মতো ঘটনা। আদালতের নির্দেশে আমাদের নৈতিক জয় হল।' আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া এসেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। আইন কলেজের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ঘনিষ্ঠতা সামনে এসেছিল।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে বলেন, 'আদালতের নির্দেশ এখনও পড়িনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ইউনিয়ন রুম কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, ওটা ছাত্রছাত্রীদের। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয় সেখানে। একটি কলেজে কিছু ঘটার অর্থ এই নয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে একইরকম হবে।'

বিরোধীরা অবশ্য আদালতের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান। সিপিএমের প্রাক্তন ছাত্র নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ পালন করা হবে কি না, তা কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। ইউনিয়ন রুম খোলা থাকলে এবার ছাত্ররাই বন্ধ করে দেবে।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'আদালত আগেও বহু নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু নির্দেশ পালন না হলে সরকার ও গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হবে, সেটাই দেখার।'

রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন বন্ধ থাকার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ করে বিরোধীরা সোচ্চার। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ একই দাবি তুলেছে। এই নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। কিন্তু ভোট এখনও হয়নি। অন্যদিকে অভিযোগ উঠছে, ইউনিয়ন রুমগুলি অবৈধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাক্তনীরা নতুন পড়ুয়াদের ওপর মাতব্বরি করছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা থাকার নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেলেও সেখানে পড়ুয়ারা সময় কাটাচ্ছেন, প্রাক্তনীরাও ঘোরাফেরা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজ পরিচালনায় প্রাক্তনীরাও শামিল হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র সংসদের কার্যালয়ে তালা দিতে আদালতের এই নির্দেশ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ডিভিশন বেঞ্চ একইসঙ্গে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করানোয় সরকারের ভূমিকা কতটুকু, জানাতে বলেছে হলফনামায়। রাজ্য জানিয়েছে, উপাচার্য না থাকায় সমস্যা হচ্ছে।

# আরও ৩৭টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

## কোচবিহার জেলায় খরচ হবে ২৩ কোটি

গৌরহরি দাস

**কোচবিহার, ৩ জুলাই :** জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে নতুন করে আরও ৩৩টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হবে। কোচবিহার জেলা পরিষদ ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে এবার এমন খবরই সামনে এল। তবে শুধু নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রই নয়, তিনটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বিপিএইচইউ) এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে কাজের জন্য প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কাজগুলির জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকটি টেন্ডার হয়েও গিয়েছে। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর আগেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পুরোপুরি চালু হলে কোচবিহার গ্রামীণ মানুষ নিজেদের এলাকায় আরও সহজে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন বলেই আশাবাদী জেলার মানুষ। এবিষয়ে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রিকুমার আড়ি

বলেন, 'চিকিৎসার সুবিধার্থে কোচবিহার জেলায় নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরি করা হবে।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বরাদ্দ প্রায় ২৩ কোটি টাকায় কোচবিহার জেলা পরিষদ কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার দেবপ্রিয় নিয়োগী। জেলায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০-র বেশি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। জেলা পরিষদ জানাচ্ছে, নতুন দ্বিতল সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি তৈরি করতে কোথাও ৫৩ লক্ষ আবার কোথাও ৬৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এছাড়া তিনটি বিপিএইচইউ তৈরি হবে। একেকটির জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচের হিসেব ধরা হয়েছে। হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, সিতাই গ্রামীণ হাসপাতাল ও শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জায়গাতেই নতুন তিনটি ভবন গড়ে উঠবে। এছাড়াও একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে, বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কমিউনিটি হেলথ অফিসার, স্বাস্থ্যকর্মী ও কিছু আশাকর্মী থাকেন। সেখানে রোগীদের রক্ত দেওয়া সহ বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা, ওষুধ প্রদান ইত্যাদির কাজ হয়। এছাড়া গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকাকরণ ও ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। পাশাপাশি থাকে টেলিমেডিসিনের ব্যবস্থা। কমিউনিটি হেলথ অফিসার প্রয়োজনে ভিডিও কলের মাধ্যমে রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের কথা বলিয়ে দেন।

# উচ্চশিক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা

*প্রথম পাতার পর*

শীতকালীন ছুটি শুরু হয়। কলেজ খোলে মার্চ মাসে। অভিন্ন নীতি মেনে পাহাড় ও সমতলে একসঙ্গে স্নাতক স্তরের পরীক্ষা নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

আবার শীতকালীন ছুটির আগেই পরীক্ষা না নিলে নতুন ব্যবস্থাপনায় বছরখানেক পিছিয়ে পড়তে হবে। তাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা শেষ হয় ২৫ ডিসেম্বরের আগেই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মোটামুটি ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা হয়। অন্য বছরের তুলনায় এবছর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেকটাই দেরিতে। শিক্ষকরা বলছেন, এরফলে এবার ক্লাসের সময় মিলবে অন্যবারের থেকেও কম। তাই এখন থেকেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে তাদের।

শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষের কথা, 'আমরা আতঙ্কে আছি। প্রথম সিমেস্টারের জন্য মাসখানেকও ক্লাসের সুযোগ পাওয়া যায় না। আর যাঁরা শেষের দিকে ভর্তি হন তাঁদের ক্লাস চেনার আগেই পরীক্ষায় বসতে হয়। এইভাবে ভালো ফল করা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমরা বারবার সমস্যার কথা বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করেছি। এর সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার।' এই সমস্যার বড় প্রভাব যে উচ্চশিক্ষায় পড়ছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দীপককুমার রায়। তাঁর বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীরা মেরেকেটে ২০ দিন ক্লাস করতে পারবেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করার কথা ভাবাও অন্যায়। কিছু না জেনে, না বুঝেই ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় বসছেন। আমরা এক ভয়ংকর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। উচ্চশিক্ষায় এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। এভাবে চললে উত্তরবঙ্গের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকায় উচ্চশিক্ষায় অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। কলেজগুলিতে ভর্তি কমছে। আর্থিকভাবে সচ্ছলরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলে যাচ্ছে। সর্বপরি সঠিক সরকারি পরিকল্পনার অভাবে মেধা অন্যত্র চলে যাচ্ছে।'

শিক্ষাবিদরা বলছেন, স্নাতক স্তরের সমস্যা আরও গভীরে। ইতিমধ্যেই চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু হলেও সপ্তম ও অষ্টম সিমেস্টারের পাঠক্রমের সুস্পষ্ট রূপরেখাই তৈরি হয়নি। বিভিন্ন পাঠক্রমে বহু গলদ থেকে গিয়েছে। ২০২৬ সাল থেকে স্নাতকোত্তরে ভর্তিতেও শুরু হবে জটিলতা। চার বছরের কোর্স হলেও তিন বছরের ডিগ্রি থাকলেই স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়া যাবে। ফলে চতুর্থ বছরের দুটি সিমেস্টারের পরীক্ষা তখনও বাকি থাকবে। সেক্ষেত্রে পড়ুয়ারা একইসঙ্গে স্নাতকোত্তরের প্রথম বর্ষের দুটি সিমেস্টার এবং স্নাতক স্তরের চতুর্থ বছরের দুটি সিমেস্টার

পড়তে পারবেন কি না, তা এখন পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

চার বছরের স্নাতক কোর্স নিয়ে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই আজ পর্যন্ত বিধি তৈরি করেনি। তাছাড়া, সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা পাশ করলে, পড়ুয়াটি কোন ধরনের চাকরির পরীক্ষার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কোনও কথাই শিক্ষা দপ্তর জানায়নি। শিক্ষাবিদ দিলীপকুমার সরকারের মতে, দিশাহীন এই ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অজানা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে একটা সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় এবং চাকরির লড়াইয়ে পিছিয়েই যেতে থাকবে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা।' (চলবে)

## প্রেমের ফাঁদে ঘর ছাড়ছে

*প্রথম পাতার পর*

সেক্ষেত্রে তারা অভিভাবক, স্কুল শিক্ষক কারও কথায় কর্ণপাত করতে চাইছে না।' তাঁর পরামর্শ, এক্ষেত্রে মেয়েদের পড়াশোনার বাইরে গান, যোগব্যায়াম, অঙ্কন চর্চার মতো বিষয়গুলিতে অংশগ্রহণ করাতে হবে, যাতে তাদের মনের মধ্যে সুস্থ বিষয় ঘোরাফেরা করে।

পরপর নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় চিন্তায় সিতাইয়ের বাসিন্দা পাঞ্চালী রায়। তাঁর কথায়, 'নিজের মেয়ে রয়েছে, এরফলে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা তো হয়ই। তবে এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনকে যৌথ উদ্যোগে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। নয়তো আগামীতে এধরনের ঘটনা ক্রমে বেড়েই চলবে।'

# লাগে রহো ম্যাংগোভাই

*প্রথম পাতার পর*

ও চাঁদ-- ছাত্রজীবন কত যুগ আগে শেষ, তবু ছাত্র নেতা থেকে গিয়েছেন লজ্জাহীন। কলেজ সোশ্যালে মার্ডারের মাস্তানি দেখেছে শিলিগুড়ি। একই পাড়ার বাসিন্দা গৌতম দেব তাঁকে আয়ত্তে আনেননি বা আনতে চাননি।

মনোজিৎ 'ম্যাংগো' মিশ্র নামক অমানুষটি সম্পর্কে যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে, তাতে কিছু প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইন কলেজের সামনে ফুটপাথে পাঁউরুটি-ডিম-বিস্কুটের বিক্রেতারাও দেখলাম, 'ম্যাংগো ভাই বার অ্যাট ল'-কে চেনেন।

ক) এই মানবিকতাহীন কুলাঙ্গারের কাণ্ড সম্পর্কে তৃণমূলের ঊর্ধ্বতন নেতারা কিছু জানতে ব্যর্থ কেন? শিক্ষামন্ত্রী নাটক নিয়ে এত ব্যস্ত, খবরই পান না? গড়িয়াহাট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, এই কলেজের অনাচার লালবাজার-কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিট না জানলে গ্রামবাংলার দূরাচার কে দূর করবে?

খ) আমরা বলি, বাংলায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ। তৃণমূলের বড় নেতাদের কাছেও আসল খবর দ্রুত পৌঁছায় না। এঁরা এতটাই জনবিচ্ছিন্ন। তাই কসবার 'ছাত্র নেতা' কলেজে, থানায় দাদাগিরি চালায় কোনও দেবের স্নেহচ্ছায়ায়। লাগে রহো ম্যাংগোভাই বার অ্যাট ল', এই অপরাধীরা ভবিষ্যতেই করবে আইনের চুলচেরা বিচার!

গ) কসবা-গড়িয়াহাটে তো তৃণমূলের বড় বড় কাউন্সিলার, মন্ত্রী। সেখানে প্রেস ক্লাবের বাড়ি বানাতে গেলে সিন্ডিকেটরাজের শিকার হতে হয়। কাউন্সিলার হাত তুলে দেন। টালিগঞ্জ থেকে মন্ত্রীর পদহীন, ক্ষমতাবান ভাই এসে পরিস্থিতি সামলান। এঁরা কেন সাইকোপ্যাথ ম্যাংগোভাইয়ের কীর্তিকলাপ জানতে পারেননি? নাকি জেনেও জানাননি?

গ) বিরোধীরাই বা এতদিন ঘুমোচ্ছিলেন কেন? ওই এলাকায় বিজেপি-সিপিএমেরও অনেক বুমপ্রেমী তরুণ তুর্কি আছেন, যাঁরা স্নো পাউডার মেখে টিভির সান্ধ্য কলতলার ঝগড়ায় মাতেন। তাঁরা এতদিনেও জানতে পারলেন না কেন? আমরা সাংবাদিকরাও একই প্রশ্নে কাঠগড়ায় বিদ্ধ হব। এই ম্যাংগো-কঙ্গোদের এত কুকীর্তি ফাঁস হয়নি কেন? বাংলার সব কলেজ ধরলে এমন ম্যাংগোভাই ক'জন মিলবে?

মুখ্যমন্ত্রী যদি কিছু ক্ষমতালোভী, ধান্দাবাজ মন্ত্রীকে বিশ্বাস করে রাজ্য চালান, তা হলে এসব অনিবার্য। মন্ত্রীরা নিজের সুবিধেমতো বোঝাবেন, আর মমতা তা মেনে নেবেন। এমন চললে আরজি কর, কসবা আরও হবে। রাজ্যজুড়ে কলেজে ছাত্র নির্বাচন বন্ধ কি স্রেফ এই কুলাঙ্গার-সমাজবিরোধীদের জায়গা করে দিতে?

সেদিন কলকাতার এক ট্যাক্সিচালক বলছিলেন, 'প্রথমদিকে দিদি যেমন হাসপাতাল আর বিভিন্ন জায়গায় হঠাৎ যেতেন, এখন আর যান না। তাই এই দুর্দশা।' তিনি পর্যন্ত যা বুঝছেন, মমতা নিজে সেটা বুঝছেন না। বরং যাঁদের ওপর ভরসা রাখছেন, তাঁরা স্বার্থ ছাড়া খবরই রাখেন না। মা-মাটি-মানুষের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। মুখের ওপর অপ্রিয় সত্য বলতে পারেন না।

কেউ মাস্তান ভাইয়ের স্বার্থ দেখছেন, কেউ নিজের ব্যবসা দেখছেন, কেউ ম্যাংগো-মার্ডারদের মতো সমাজবিরোধীকে আড়াল করছেন নিজস্ব স্বার্থে। ম্যাংগো-মনোজিৎকে কলেজে চাকরি দিলেন কোন নেতা? কোন নেতা মনোজিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় আগের প্রিন্সিপালকে হেনস্তা করলেন? শাস্তি প্রাপ্য তাঁদেরও।

আরজি কর থেকে শিক্ষা নেননি মমতা বা অভিষেক, কেউই।

ছাত্রদের সঙ্গে মমতার কি আগের মতো যোগাযোগ রয়েছে আর? নইলে কসবায় তাঁরই পার্টির ছাত্র নেত্রী দলের নেতার হাতে ধর্ষিত হন কীভাবে। দু'দিন আগে দেখি খড়্গপুরে মমতার দলের নেত্রী প্রকাশ্যে মারছেন প্রবীণ মানুষকে। আর পানিহাটির এক মহিলা কাউন্সিলার রাস্তায় চুলোচুলি করছেন তরুণীর সঙ্গে। বিরোধীরাও তেমন অযোগ্য। শিলিগুড়ি কলেজে মার্ডারদের রুখতে শংকর ঘোষ, অশোক ভট্টাচার্যরা তো গৌতম দেবের মতোই ডাহা ফেল। ত্রয়ীর এক স্লোগান-- লাগে রহো মার্ডারভাই!

সন্তোষ রানার আত্মজীবনীতে পড়েছি, পাইকপাড়ার ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ইন্টারভিউ হত রাজভবনে মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে। ২৮ মেধাবী গরিব বাছা হত। ইন্টারভিউতে প্রফুল্লবাবু নিজে উপস্থিত। মার্কশিট দেখে প্রশ্ন, 'তোমার বাবা কী করেন?' আইএসসিতে প্রথম কুড়িতে থাকা সন্তোষের উত্তর, 'অল্প জমিতে চাষাবাস করে কোনওরকমে সংসার চলে।'

আর কোনও প্রশ্ন করেননি মন্ত্রী। ইন্টারভিউ শেষে এক নম্বরে নাম ছিল সন্তোষের। বলা হয়, হস্টেলে খাবার, জামাকাপড়, বিছানাপত্র, তেল-সাবান, বইপত্র সব পাবে, শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। হস্টেলে মিলত খদ্দরের ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি।

মৃত্যুর আগের বছর ১ জুলাই বিধান ছাত্রাবাসে এসেছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। ছাত্রদের সঙ্গে দুপুরে খাবেন বলে। তখনই দিল্লি থেকে নেহরুর ফোন আসে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে।

মানে কী দাঁড়াল? পরবর্তীকালের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গরিবদের ছাত্রাবাসে থাকার জন্য ইন্টারভিউ নিতেন। সেরা ছাত্রটিকে খুঁজে নিতেন ঠিক। এবং মুখ্যমন্ত্রী জন্মদিনে যেতেন গরিব ছাত্রদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে।

এসব গল্প মঙ্গল গ্রহের নয়। কিউবা বা কেরল বা চিনের নয়। এই বাংলারই গল্প ছিল।

# ইংল্যান্ডে সবচেয়ে নিখুঁত দ্বিশতরান গিলের !

## মুগ্ধ শাস্ত্রী সাবাশি দিচ্ছেন শচীন

উইকেটের চারদিকে শট খেলে মন ভরালেন শুভমান গিল।

**বার্মিংহাম, ৩ জুলাই :** নেতৃত্ব তাঁর কাছে বোঝা নয়। ভালো খেলার অনুপ্রেরণা।

কার্যত বিনা নোটিশে অধিনায়কত্বের গুরুভার পাওয়ার পর সেটা বোঝাচ্ছেন বছর পঁচিশের শুভমান গিল। নেতৃত্বের অভিষেকে প্রথম দুই টেস্টে শতরান হাঁকিয়ে ইতিমধ্যেই পা রেখেছেন এলিট অধিনায়কদের তালিকায়।

রেকর্ড ছাপিয়ে শুভমানের ব্যাটিংয়ে মজে ক্রিকেট দুনিয়া। মাথা ঠান্ডা রেখে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং। উইকেট দেব না পণ করে ঝুঁকিহীন ব্যাটিং। পরিসংখ্যান বলছে, ইংল্যান্ডের মাটিতে এটাই নাকি সবচেয়ে নিখুঁত, ঝুঁকিহীন সেঞ্চুরি! প্রথম দিনে সেঞ্চুরি পূরণের পথে ফলস শটের হার মাত্র ৩.৫ শতাংশ। ইংল্যান্ডের মাটিতে যেখানে শতরানকারীদের ভুল শটের গড় ১২ শতাংশ।

গত দুই দশকে ইংল্যান্ডের মাটিতে হওয়া দ্বিশতরানের (২৬৯) যে চুলচেরা বিশ্লেষণে যে নজরকাড়া পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। যেখানে অ্যালিস্টার কুক, জো রুট, কেভিন পিটারসেন, রাহুল দ্রাবিড়, রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারাদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন ভারতের তরুণ অধিনায়ক।

গোটা ইনিংসে মাত্র বার দুয়েক ব্যাটকে পরাস্ত করেছে ক্রিস ওকসের বল। দুটোই ২০ রানে পৌঁছোনোর আগে! আর একবার বল ব্যাটের কানায় লেগে প্যাডে লাগে। বাকি সময়ে শুভমান-প্রাচীরে ধাক্কা ইংরেজ বোলিংয়ের। শুভমানের যে নিখুঁত ব্যাটিংয়ে মজে রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকার থেকে মাইকেল ভনরা।

প্রাক্তন হেডকোচ শাস্ত্রীর কথায়, গত কয়েক বছরে রক্ষণ নিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছে শুভমান। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে চলতি বিলেত সফরে। জানান, গত ইংল্যান্ড সফরে বলকে তাড়া করত। এখন সেখানে বলের জন্য অপেক্ষা করে। বলের কাছে শরীর নিয়ে গিয়ে শট খেলছে। প্রতিপক্ষ বোলার ওকসও মেনে নিচ্ছেন একটা ছাড়া (ব্যাটের কানায় লাগায় এলবিডব্লিউয়ের থেকে রক্ষা) সুযোগই দেয়নি। পুরো কৃতিত্বটা শুভমানের প্রাপ্য।

ইংল্যান্ডের মাটিতে একাধিক স্মরণীয় ইনিংসের মালিক শচীন তেন্ডুলকার প্রশংসা ভরিয়ে দিয়েছেন। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, চাপের মুখে নিজেদের সংযত রেখে হিসেবকষা আগ্রাসন দেখাল শুভমান, যশস্বী জয়সওয়ালরা। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'প্রথম বল থেকে ইনিংসের রিংটোন সেট করে দেয় যশস্বী। ইতিবাচক, ভয়ডরহীন, আগ্রাসী ব্যাটিং। শুভমান বরাবরের মতো চাপের মুখে শান্ত, ধীর স্থির। দুর্ভেদ্য রক্ষণ এবং পুরোদস্তুর নিয়ন্ত্রণ। ক্লাসিক ব্যাটিং দুইজনের। সাবাশ।'

প্রাক্তন ইংরেজ তারকা ডেভিড লয়েড আবার শুভমানের বিন্দাস মেজাজের মধ্যে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ছায়া দেখছেন। ইংল্যান্ডের একটি দৈনিকে লিখেছেন, 'অনায়াস ব্যাটিং। উপভোগ্য ইনিংস। হেডিংলের পর এখানে, মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজহারের স্ট্রোক প্লে-র মধ্যে একটা স্বকীয় বিন্দাস মেজাজ ছিল। শুভমানেরও। ওর পরের চ্যালেঞ্জ হবে নেতৃত্ব। লিডসে অধিনায়ক শুভমানকে কিছুটা নড়বড়ে দেখিয়েছে।'

# 'বুমরাহকে বিশ্রাম যেন রোনাল্ডোহীন পর্তুগাল'

## পাগলামি, গম্ভীরকে তোপ স্টেইনের

অধিনায়ক শুভমান গিলের তৃষ্ণা মেটালেন জসপ্রীত বুমরাহ।

**নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই :** পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

০-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ভারতীয় দলের জন্য প্রত্যাঘাতের ম্যাচ। আর সেখানেই কিনা সেরা অস্ত্রকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখে খেলতে নামা! গৌতম গম্ভীরদের যে সিদ্ধান্তকে পুরোদস্তুর 'পাগলামি' আখ্যা দিলেন ডেল স্টেইন। কিংবদন্তি দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারের মতে, ভারতের সিদ্ধান্ত অনেকটা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বসিয়ে রেখে পোর্তুগালের মাঠে নামা।

সমাজমাধ্যমে স্টেইন লিখেছেন, 'বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার রোনাল্ডো। পর্তুগাল যদি ঠিক করে রোনাল্ডোকে বসিয়ে রাখবে, খেলাবে না, সেটা একপ্রকার পাগলামো। বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়ে ভারতের মাঠে নামার সিদ্ধান্তও ঠিক তাই। আমি রীতিমতো হতবাক!'

শুভমান গিল টসের সময় জানান, পরবর্তী লর্ডস টেস্টের জন্য জসপ্রীত বুমরাহকে তরতাজা রাখতেই এই পদক্ষেপ। গিলের যে ব্যাখ্যায় রীতিমতো অবাক কুমার সাঙ্গাকারা। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকার মতে, সিরিজে টিকে থাকতে বার্মিংহামে জেতা দরকার। সেখানে বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে লর্ডসের কথা ভেবে! সিরিজের চেয়ে লর্ডস টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ! ভারতীয় দলের যে সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা কার? এই পদক্ষেপে কারণটাই বা কী? বুমরাহ নাকি ফিজিওর সঙ্গে কথা বলেছিল থিংকট্যাংক? সবমিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয় সিদ্ধান্ত। টেস্ট সিরিজের চেয়ে লর্ডস টেস্টকে অগ্রাধিকার! আমার মতে বুমরাহকে কোচের বলা উচিত ছিল, 'তুমি হয়তো তৃতীয় ও পঞ্চম ম্যাচ খেলার কথা ভাবছ, তবে আমরা চাই দ্বিতীয় টেস্টেও খেলো তুমি। সম্ভব হলে তৃতীয় ম্যাচও।' কিন্তু তা হয়নি!'

ডোড্ডা গণেশ আবার কুলদীপ যাদবের সুযোগ না পাওয়া নিয়ে খোঁচা মেরেছেন গম্ভীরকে। মজার প্রতিক্রিয়ায় জানান, শুধু বোলিং দিয়ে কিছু হবে না। এবার কুলদীপের উচিত, নিজের রাজ্য দল উত্তরপ্রদেশের হয়ে টপ থ্রি-তে ব্যাটিং করা। তাহলে হয়তো গম্ভীরের প্রথম এগারোয় জায়গা মিলতে পারে।

গণেশ বলেছেন, 'কুলদীপের উচিত উত্তরপ্রদেশের হয়ে রনজি ট্রফিতে টপ থ্রি-তে ব্যাটিং করা এবং কিছু রান পাওয়া। ভারতীয় টেস্ট একাদশে জায়গা পেতে এটাই হয়তো প্রয়োজন ওর। বোলার নির্বাচনে অন্য দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে! এমন ভাবনায় মজে থাকা টিম ম্যানেজমেন্টের প্রথম একাদশে কুলদীপকে ঢুকতে আমি তো আর কোনও রাস্তা দেখছি না।'

# কোচ হওয়ার দৌড়ে স্টিফেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই :** ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে এই মুহূর্তে প্রায় সকলেই স্বদেশী কোচের পক্ষে। কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ করে দৌড়ে ঢুকে পড়লেন প্রাক্তন কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন।

সদ্যই কোচের হট সিট ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন জানিয়ে দিয়েছে, দু'একদিনের মধ্যেই জাতীয় দলের কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তবে অন্দরের খবর, টেকনিকাল কমিটির সদস্যরাও এই মুহূর্তে ভারতীয় কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে। যার মধ্যে সঞ্জয় সেন এবং খালিদ জামিল দৌড়ে সবথেকে এগিয়ে। এমনকি ইতিমধ্যেই জামশেদপুর এফসি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এক দফা কথাবার্তা হয়েছে এআইএফএফ কর্তাদের মধ্যে। কিন্তু মানোলোর বিদায়ে কিছু প্রশ্নও উঠছে। খালিদ নিজে জামশেদপুর এফসি পুরোপুরি ছাড়তে রাজি নন। তাঁকে দায়িত্ব দিলে ফের সেই পার্টটাইম কোচ হিসাবেই রাখতে হবে। তাই তাঁর থেকে সঞ্জয়ই খানিকটা এগিয়ে। তিনি মুম্বই থেকে এলিট কোর্সও করে এলেন দিনকয়েক আগে। সবথেকে বড় কথা আই লিগ ও সন্তোষ জয়ী কোচ নিজেও জাতীয় দলের দায়িত্ব পেতে আগ্রহী। ফলে তিনি নিজে আবেদন করলে তাঁর দিকেই ঝুঁকে ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটি থেকে উচ্চপদস্থ কর্তা, সকলেই। এমনকি কল্যাণ চৌবে নিজেও চাইছেন সঞ্জয়কে কোচ করতে। তাই বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে তাঁর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল এদিন পর্যন্ত।

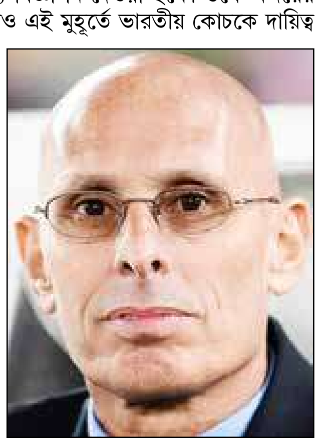

কিন্তু হঠাৎই এই দৌড়ে ঢুকে পড়েছে কনস্ট্যানটাইন। তিনি এই মুহূর্তে পাকিস্তানের হেড কোচ। কিন্তু তিনি নিজে আর পাকিস্তানের কোচ থাকতে ইচ্ছুক নন। আর স্টিফেনের সময়েই যে ভারতের সবথেকে বেশি উন্নতি হয়, সেটাও এই কিছুদিন আগে হঠাৎই ফেডারেশনের দেওয়া তথ্যে উঠে আসে। তাই তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার একটা ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে বলে খবর। তবে শেষপর্যন্ত স্টিফেনের আর্থিক চাহিদা এবং বাকি সব দাবিদাওয়া ফেডারেশন মেনে নিলেই হয়তো ফের তাঁকে দেখা যেতে পারে। নাহলে ভারতীয় কোচই আপাতত ভাবনায় টেকনিকাল কমিটির।

# গাড়ি দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল জোটার

**জামোরা, ৩ জুলাই :** সুখ সইল না। ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল দিয়োগো জোটার।

লিভারপুলের জার্সিতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শিরোপার স্বাদ। কয়েকদিনের ব্যবধানে পর্তুগালের হয়ে নেশনস লিগ জয়। মাত্র ১০ দিন আগে দীর্ঘদিনের বান্ধবী রুতে কার্ডোসোর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন পর্তুগিজ ফুটবলার। স্বপ্নের সময় কাটাচ্ছিলেন। সপরিবারে স্পেনের জামোরায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন জোটা। সেটাই কাল হল। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন লিভারপুল তারকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, স্পেনের সানাব্রিয়ায়, জামোরার কাছে জাতীয় সড়কে অন্য একটি গাড়িকে পিছনে ফেলতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায় জোটার বিলাসবহুল ল্যাম্বরঘিনি। চাকা ফেটে আগুন ধরে যায়। নিমেষে তা গাড়ির ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন গাড়িতে থাকা দিয়েগো জোটা ও তাঁর ভাই আন্দ্রে সিলভা। আন্দ্রেও (২৬) পর্তুগালের দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগের একটি ক্লাবে খেলতেন।

জোটার জন্ম ১৯৯৬ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্তুগালের পোর্তোয়। ২০১৪ সালে পর্তুগিজ ক্লাব পাকোস দে ফেরেরার হয়ে পেশাদার ফুটবলে পা রাখেন। দুই বছর পর সই করেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে। তবে কোনও ম্যাচ খেলেননি। এরপর পোর্তো, উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স হয়ে ২০২০ সালে লিভারপুলে সই করেন। ততদিনে পর্তুগাল জাতীয় দলে অভিষেক হয়ে গিয়েছে। এদিকে, লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ জোড়া লিগ কাপ জিতেছেন জোটা। ৬৫টি গোল রয়েছে নামের পাশে। দেশের জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল ছিলেন। ২০১৯ সালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পরিবর্ত হিসাবে ইউরো কাপের একটি ম্যাচে অভিষেক। সেই থেকে ৪৯ ম্যাচে ১৪টি গোল করেছেন। সদ্য উয়েফা নেশনস লিগ জয়ী পর্তুগাল দলেও ছিলেন তিনি। ফুটবল থেকে এখনও তাঁর যেমন অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, তেমন দেওয়ারও ছিল। তবে মাত্র ২৮-এই ঝরে গেলেন, অনেক স্বপ্ন অধরা রেখে।

ইপিএলের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হাতে দিয়োগো জোটা।

দুমড়ে যাওয়া এই গাড়িতেই ছিলেন জোটা ও তাঁর ভাই।

# বিশ্বাস হচ্ছে না রোনাল্ডোর

## চোখের জলে ভিজল অ্যানফিল্ড

**লিভারপুল, ৩ জুলাই :** অ্যানফিল্ড আজ স্তব্ধ। শোকস্তব্ধ ফুটবল বিশ্ব।

প্রয়াত দিয়েগো জোটা। খবরটা শোনামাত্র কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি। একবার হলেও মনে হয়েছে, কোথাও ভুল হচ্ছে না তো! এমন কত কিছু তো রটে। কিন্তু না, এটাই সত্যি। বৃহস্পতিবার সকালে লিভারপুল তারকার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই অ্যানফিল্ডের ভিড় জমতে থাকে। ফুল, জার্সি সহ নানান উপহারে প্রয়াত ফুটবলারকে শ্রদ্ধা জানান সমর্থকরা।

দিয়োগো জোটার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা লিখেছেন, 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা তো সবে জাতীয় দলে খেলা শুরু করেছিলাম। তুমি সদ্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে। তোমার পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের সমবেদনা। এই ধাক্কা সামলানোর শক্তি যেন ওঁরা পান। আমি জানি তুমি সবসময় ওঁদের পাশে আছ। শান্তিতে ঘুমোও দিয়োগো ও আন্দ্রে। তোমাদের মিস করব।' লিভারপুলে অনেকটা সময় কোচ হিসাবে জুরগেন ক্লপকে পেয়েছেন জোটা। প্রিয় শিষ্যর মৃত্যুতে ক্লপ লিখেছেন, 'আমি নিজেই ভেঙে পড়েছি! এই সবকিছুর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও বড় উদ্দেশ্য আছে। হয়তো আজ তা দেখতে পাচ্ছি না। দিয়োগো ও ওঁর ভাই আন্দ্রের মৃত্যুর খবর শুনে আমার হৃদয় ভেঙে গেছে।'

লিভারপুলে জোটার সতীর্থ, উরুগুয়ের ডারউইন নুনেজ লেখেন, 'এই যন্ত্রণার কোনও সান্ত্বনার ভাষা নেই। তোমার হাসিমুখ, মাঠে ও মাঠের বাইরে এক অসাধারণ সঙ্গী হিসেবে তোমাকে আজীবন মনে রাখব।' প্রাক্তন সতীর্থ রুবেন নেভেস সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মানুষ বলে, আমরা নাকি কাউকে তখনই হারাই, যখন তাকে ভুলে যাই। আমি তোমাকে কোনও দিন ভুলব না।' লিভারপুলের শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'দিয়োগো জোটার মর্মান্তিক মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত ক্লাব।' শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে উয়েফার তরফেও । তাঁরা লিখেছে, 'এই অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হওয়া জোটার পরিবার, পরিজন এবং সতীর্থদের প্রতি রইল সমবেদনা।' পর্তুগালের ফুটবল সংস্থার প্রধান পেদ্রো প্রোয়েনসাও এক বিবৃতিতে লিখেছেন, 'পর্তুগালের ফুটবল সংস্থা এবং পর্তুগাল ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত সকলে বিধ্বস্ত। মানুষ হিসাবে অসাধারণ ছিল জোটা। সতীর্থ, বিপক্ষ সকলেই ওকে সমীহ করত।' এছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, চেলসি, পূর্বতন ক্লাব এফসি পোর্তোর তরফেও শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

জোটার মৃত্যুতে অ্যানফিল্ডে শ্রদ্ধার্ঘ্য ভক্তদের।

# গুকেশ দুর্বল : কার্লসেন

**জাগ্রেব, ৩ জুলাই :** নরওয়ে দাবায় ডোম্মারাজু গুকেশের কাছে হেরে ম্যাগনাস কার্লসেনের টেবিলে চাপড় মারার স্মৃতি এখনও টাটকা ভারতীয় দাবাপ্রেমীদের মধ্যে। এরই মাঝে গুকেশকে টাইম ফরম্যাটে 'দুর্বল প্রতিপক্ষ' বললেন কার্লসেন।

সুপারইউনাইটেড র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিৎজ ক্রোয়েশিয়া দাবায় নামার আগে কার্লসেন বলেছেন, 'গতবার এই প্রতিযোগিতায় গুকেশ ভালো করেছিল। তবে এই ফরম্যাটে সেরাদের মধ্যে জায়গা করতে ওর এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করা বাকি। আশা করছি ও ভালো করবে। আমি ওকে দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবেই গণ্য করব।'

এদিকে, গুকেশ প্রথম দিনেই আলিরেজা ফিরৌজা ও রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দকে হারান। বৃহস্পতিবার তৃতীয় ম্যাচে গুকেশ হারান নোদিরবেককে। এবং চতুর্থ রাউন্ডে গুকেশের শিকার ফাবিয়ানো কারুয়ানা। টানা চারটি ম্যাচ জিতে গুকেশ নামবেন কার্লসেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

# মনোতোষের চোটে চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই :** ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গী দুশ্চিন্তাও। চাইলেও তা অস্বীকার করতে পারছেন না লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ।

শুক্রবার কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ সুরুচি সংঘ। খাতায়-কলমে কমজোরি হলেও লিগের প্রথম ম্যাচে ৪ গোলে জিতে চমক দিয়েছে সুরুচি।

## ফের ধাক্কা মহমেডানে

এর থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, রঞ্জন ভট্টাচার্যর দলে গোল করার লোকের অভাব নেই। লাল-হলুদের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। প্রথম ম্যাচে মেসারার্সকে ৭ গোল দিয়ে সেই প্রমাণ দিয়েছেন মনোতোষ মাঝি, জেসিন টিকেরা। তবে শুক্রবার সেই মনোতোষ ও জেসিনের খেলা নিয়েই সংশয়ের মেঘ দানা বেঁধেছে। দুজনের কেউই একশো শতাংশ ফিট নন। গুরুতর না হলেও মনোতোষের হালকা চোট রয়েছে। যে কারণে এদিন সুরুচি ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় বেশিরভাগ সময়টা সাইডলাইনেই কাটান তিনি। পাশাপাশি জেসিনকে এই ম্যাচেও পরিবর্ত হিসাবেই হয়তো ব্যবহার করবেন বিনো। অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত মিলল।

এখন প্রশ্ন, মনোতোষের জায়গায় কে শুরু করবেন! এদিন অনুশীলন দেখে যেটুকু বোঝা গেল, তাতে ছকে হয়তো একটু বদল আনতে পারেন বিনো। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমন সিকের সঙ্গে মহম্মদ রোশালকে জুড়ে দেওয়া হতে পারে। বাকি দল অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তবে গত ম্যাচের মতো প্রথম একাদশে ৭ ভূমিপুত্র খেলানোর পরিকল্পনা থাকলে রক্ষণে বিক্রম প্রধান অথবা কৌস্তভ দত্ত শুরু করতে পারেন। তবে দলের চোট-আঘাতের খবর সরাসরি স্বীকার করছেন না বিনো। আবার উড়িয়েও দিচ্ছেন না। কিন্তু এটা স্পষ্ট, দুশ্চিন্তা রয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিপক্ষের কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে ধরে নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'প্রতিটা ম্যাচে বিপক্ষের শক্তি অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করি। এই ম্যাচেও তাই করব। গতবারে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলেছি আমরা। এবারেও লক্ষ্য দলকে চ্যাম্পিয়ন করা।'

এদিকে, শুক্রবার কলকাতা লিগে অভিযান শুরু করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলের সামনে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাব। দলে হিরা মণ্ডল, ইসরাফিল দেওয়ান, সজল বাগ, ফারদিন আলি মোল্লাদের মতো পরিচিত মুখ থাকলেও তাদের খেলানোর সুযোগ নেই। ফেডারেশনের নিষেধাজ্ঞা তো ছিলই। এদিন তার সঙ্গে জুড়ল ফিফার নির্বাসন। বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থার তরফে নির্বাসনের প্রথম চিঠিটা এল মিরজালোল কাশিমভের বেতন বকেয়া থাকায়।

**আজ কলকাতা লিগে**

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম ক্যালকাটা পুলিশ**
**সময় : দুপুর ৩টা**

**ইস্টবেঙ্গল বনাম সুরুচি সংঘ**
**সময় : বিকেল ৫টা**

# কালীঘাটকে হারিয়ে লিগে প্রথম জয় বাগানের

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৪ (সন্দীপ, লেন আত্মঘাতী, পাসাং ও আদিল)**
**কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন-০**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই :** অবশেষে প্রত্যাবর্তন।

কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ৪-০ গোলে হারিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বাগান শিবিরে।

কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে পুলিশের কাছে হার। চাপে ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। চাপে ছিলেন কোচ ডেগি কার্ডোজো। ম্যাচ জিতে চাপমুক্ত মোহনবাগান। সেইসঙ্গে পেয়েছে বাড়তি অক্সিজেনও।

এদিন প্রথম গোলের জন্য মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হয় ২১ মিনিট। মাঝমাঠ থেকে বল ধরে দুই-তিনজনকে কাটিয়ে বাগান অধিনায়ককে পাস বাড়িয়েছিলেন কালিম্পংয়ের মিগমা শেরপা। গোল করতে কোনও ভুল করেননি সন্দীপ। ২৯ মিনিটে লেনমিনলুন ডংগেলের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগান।

## পাসাং-সন্দীপে মুগ্ধ বাগান জনতা

৫১ মিনিটে আসে তৃতীয় গোল। টংসিংয়ের সেন্টার থেকে অনবদ্য সিজার কিকে ফিনিশ করেন পাসাং দোরজি তামাং। ৭৩ মিনিটে কালীঘাটের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন পরিবর্তে নামা আদিল আবদুল্লা।

প্রথম ম্যাচের পর সমর্থকদের চোখে খলনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির পাসাং। এদিন বিশ্বমানের গোল করে তিনিই সমর্থকদের নয়নমণি। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের সেলফির আবদার হাসিমুখে মেটালেন তিনি। পরে পাসাং বলেছেন, 'মোহনবাগানের হয়ে কলকাতা লিগে প্রথম গোল করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। প্রথম ম্যাচে গোল করতে পারিনি। বেশ চাপে ছিলাম। আশা করছি, লিগে আরও গোল করব।' এদিন পাসাংয়ের গোলের প্রশংসা করেছেন ডেগি।

জয়ের আরেক নায়ক সন্দীপ মালিক। নিজে গোল করলেন। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ম্যাচের পর বলে গেলেন, 'যখন শট নিয়েছিলাম, তখনই জানতাম গোল হবে।' কোচ ডেগি কার্ডোজো এই ফুটবলারের প্রশংসা করে বলেছেন, 'সন্দীপ খুব ভালো ফুটবলার। সারা মাঠ জুড়ে খেলতে পারে। এদিন দুর্দান্ত খেলেছে।'

আপাতত গুমোট ভাব কাটিয়ে ফুরফুরে মেজাজে বাগান শিবির।

মোহনবাগানের প্রথম গোলের পর সন্দীপ মালিক।

# সৌম্যার জন্য থাইল্যান্ড ম্যাচ জিততে চায় ভারত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই :** শনিবার থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কার্যত ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় মহিলা দল। গ্রুপ 'বি'-এর এই ম্যাচে যে দল জিতবে তারাই এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।

মিমোর লেস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে ছিটকে গিয়েছেন নির্ভরযোগ্য তারকা সৌম্যা গুগুলথ। তাই ভারতীয় দলের ফুটবলাররা শেষ ম্যাচটা জিতে সৌম্যাকে উৎসর্গ করতে চায়। দলের নির্ভরযোগ্য তারকা সংগীতা বাসফোর বলেছেন, 'আমরা শেষ ম্যাচটা সৌম্যার জন্য জিততে চাই। ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। আমরা মনে করি, সৌম্যা সবসময় প্রথম একাদশে রয়েছে। থাইল্যান্ডকে হারিয়ে জয়টা ওকে উৎসর্গ করব আমরা।'

এদিকে চোট সারিয়ে ছন্দে ফিরেছেন অঞ্জু তামাং। তিনি বলেছেন, 'চোট-আঘাত খেলার অংশ। তবে এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ রয়েছি। থাইল্যান্ড ম্যাচে আমাদের সেরাটা দিতে হবে।'

# বার্মিংহামে রাজত্ব প্রিন্স শুভমানের

ভারত-৫৮৭
ইংল্যান্ড-৬৬/৩ (১৫ ওভার পর্যন্ত)

**বার্মিংহাম, ৩ জুলাই :** ব্যাটে লেখা প্রিন্স।

অধিনায়ক হওয়ার পর যে ছবি পোস্ট করে কটাক্ষের মুখেও পড়েছিলেন। 'নিজের ঢাক নিজে পেটানো'-র অভিযোগ। নিন্দুকদের তোপ, টেস্ট ক্রিকেটে পরিসংখ্যান তো পাতে দেওয়ার মতো নয়। আগে কিছু করে দেখাও, তারপর না হয়...।

ভারতীয় যুবরাজ, প্রিন্স শুভমান। অনায়াস ব্যাটিংয়ে দেড়শো, দুশোর গণ্ডি পেরিয়ে বিলেতের মাটিতে ভারতীয়দের সর্বাধিক ২৬৯ রানের ইতিহাস। পিছনে সুনীল গাভাসকার (২২১, ওভাল, ১৯৭৯), রাহুল দ্রাবিড়রা (২১৯, ওভাল, ২০০২)। যার সাক্ষী কমেন্ট্রি বক্সে থাকা গাভাসকারও। খুশি, এক 'এস জি'-র (সুনীল গাভাসকার) হাত থেকে আরেক 'এস জি'-র (শুভমান গিল) হাতে রেকর্ড যাওয়ায়।

প্রথম দিন লাঞ্চের

*অর্ধশতরানের পর তলোয়ারবাজি রবীন্দ্র জাদেজার।*

চলতি বিলেত সফরে প্রতি মুহূর্তে যার জবাব দিচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া যুবরাজ। অধিনায়কের গুরুভারে ঝুঁকে পড়া নয়, কাঁধ আরও চওড়া। হেডিংলেতে ১৪৭ রানের ঝলমলে ইনিংস ছিল ট্রেলার।

বার্মিংহামে পুরো পিকচার। প্রিন্সের যে দাপটে নতিস্বীকার বোলারদের। প্রথম দিনে ১১৪ রানে অপরাজিত থেকে গতকাল দলকে তিনশো পার করে দেন। ধৈর্য আর নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে বোঝান কাজ এখনও বাকি। আজ সেই দায়িত্বটা পালন করলেন ধ্রুপদি ব্যাটিংয়ে ক্লাসিক ইনিংসে।

বাড়তি সতর্কতা। ঘর পোড়া গোরু। হেডিংলেতে প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান তুলেও হার। তার ওপর বার্মিংহামে জসপ্রীত বুমরাহহীন বোলিং। শতরানের পরও তাই আত্মতুষ্টিকে আশপাশে ঘেঁষতে দেননি। শুভমানের যে মানসিকতার সামনে দ্বিতীয় দিনে কার্যত একবল্গা ভারতীয় দাপট।

ব্যাটে শিল্পের ছোঁয়া। মাথায় 'উইকেট দেব না' পণ। যোগফল, দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিংয়ে রাজত্ব চালালেন আগে শুভমান যখন নেমেছিলেন দলের স্কোর ৯৫/২। আজ অন্তিম সেশনে ফিরলেন দলকে ৫৭৪ নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে। অধিনায়ক শুভমানের নামের পাশে ৩৮৭ বলে মহাকাব্যিক ২৬৯! ৩৩টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো স্বপ্নের ইনিংস। রূপকথার ব্যাটিং। যার সুবাদে প্রথম ইনিংসে ভারত ৫৮৭ স্কোরের পাহাড়ে।

দোসর রবীন্দ্র জাদেজা (৮৯)। অভিজ্ঞতার পুঁজি সম্বল করে কেরিয়ারের ২৩তম টেস্ট হাফ সেঞ্চুরি পূরণ, তলোয়ারবাজি সেলিব্রেশনে খানখান করলেন প্রতিপক্ষের যাবতীয় স্ট্র্যাটেজি। ষষ্ঠ উইকেটে দুইজনের ২০২ রানের ম্যারাথন যুগলবন্দি ভারতকে চালকের আসনে বসিয়ে দেয়।

ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়ে সপ্তম উইকেটে আরও ১৪৪ যোগ করে রাশ আরও শক্ত করে নেন শুভমান। যে ধ্রুপদি টেস্ট ইনিংসে ইতি পড়ে ১৪৪তম ওভারে। দিনের প্রথম ভুল। শুভমানের পুল চলে যায় ওলি পোপের হাতে। বোলার জোশ টাঙ্গ হলেও আউট আদপে ক্লান্তির কাছে।

এদিন, ৩১০/৫ থেকে খেলা শুরু করে ভারত। শুভমানের নিখুঁত ব্যাটিংয়ের পাশে জাদেজার লড়াই। ৫ ওভার পুরোনো দ্বিতীয় নতুন বলের পালিশ তুলে স্টোকসদের প্রত্যাঘাতের রাস্তা বন্ধ করে দেন দুজনে। শেষপর্যন্ত লাঞ্চের ঠিক আগে টাঙ্গের শর্টপিচ ডেলিভারিতে ভুল করে বসেন জাদেজা। বাড়তি বাউন্স। ব্যাট সরাতে পারেননি বলের লাইন থেকে। সেঞ্চুরি থেকে ১১ রান আগে থমকে যান জাদেজা। ফেরার আগে নিজের দায়িত্বটা নিপুণ দক্ষতায় অবশ্য পালন করে যান। গতকাল চায়ের পর নেমেছিলেন পরপর দুই উইকেট খুইয়ে ভারত যখন অস্বস্তিতে। ২১১/৫ থেকে শুভমানের সঙ্গে জাদেজার ২০৩ রানের দুরন্ত জুটিতে আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে স্বস্তির অক্সিজেন।

শুভমানকে আটকানো যাচ্ছিল না। বারবার বোলিং বদল। ফিল্ডিং স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করেও মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি বেন স্টোকসরা। রোলস রয়েসের গতিতে ছুটলেন। দৌড় করালেন ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্স, শোয়েব বশিরদের। মুগ্ধ গাভাসকার বলেন, 'ফিল্ডিং নিয়ে খেলা করল। কখনও মনে হয়নি আউট হতে পারে। একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব। নিজেকে অধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ ব্যাটিংয়ের পরতে পরতে।'

এদিন প্রথম সেশনে ১০৯ রান যোগ করে ভারত। মাঝের সেশনে ১৪৫। ১৫১ ওভার বল করা ইংল্যান্ড বোলারদের কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেওয়ার জন্য যা যথেষ্ট। সুন্দরের সঙ্গে শুভমানের জুটি থ্রি লায়ন্সের হতাশা আরও বাড়িয়ে দেয়।

কুলদীপ যাদবের বদলে সুন্দর দলে থাকায় গতকাল থেকেই তুমুল বিতর্ক। আজ কিছুটা হলেও সেই বিতর্কে সুন্দর জল ঢাললেন ৪২ রানের ইনিংসে। ১৪৪ রানের জুটি ভাঙেন রুট! বাড়তি বাউন্সের সঙ্গে স্পিন, যা খুশি করবে ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডকেও। ব্যাটারদের কাজ সম্পন্ন। এবার পালা বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের। যেখানে ইংল্যান্ডকে জোড়া ধাক্কা দিয়ে শুরুটা ভালোই করেছেন আকাশ দীপ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে পরপর দুই বলে তিনি তুলে নেন বেন ডাকেট (০) ও ওলি পোপকে (০)। মহম্মদ সিরাজের বলে ১৯ রান করে জ্যাক ক্রলি আউট হন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্কোর ১৫ ওভারে ৬৬/৩। ক্রিজে রুট (১৬) ও হ্যারি ব্রুক (২২)।

*দ্বিশতরানের আনন্দে শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার বার্মিংহামে।*

# অধিনায়কের সমর্থনে ব্যাট ধরলেন যশস্বী

**বার্মিংহাম, ৩ জুলাই :** স্বপ্নের উড়ানে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। হেডিংলে টেস্টে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচেই শতরান। ভারত অধিনায়ক হিসেবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিশতরান। গিলকে নিয়ে আবেগে ভাসছে ক্রিকেটমহল।

সেই আবেগের মধ্যে রয়েছে বিতর্কের কাঁটাও। সৌজন্যে চলতি এজবাস্টন টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নির্বাচন। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহকে যেমন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে রাখা হয়নি। দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। ঠিক তেমনই কুলদীপ যাদবকেও প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। আপাতত ব্রাত্য অর্শদীপ সিংও। কেন এমন অদ্ভুতুড়ে দল নির্বাচন? প্রশ্নের সঠিক জবাব নেই কোথাও। দল নির্বাচন নিয়ে সমালোচনায় বিদ্ধ শুভমান পাশে পেয়েছেন তাঁর সতীর্থ যশস্বী জয়সওয়ালকে।

এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনে ৮৭ রানে আউট হয়েছেন যশস্বী। মুহূর্তের ধৈর্যচ্যুতির পরিণামে শতরান হাতছাড়া হয়েছে যশস্বীর। ফলে মনের মধ্যে খারাপ লাগা রয়েছেই তাঁর। সেই খারাপ লাগা নিয়ে গতরাতে প্রথম দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে তাঁর দলের অধিনায়ক শুভমানকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন যশস্বী। শুভমানের হয়ে ব্যাট ধরে যশস্বী বলেছেন, 'স্বপ্নের ব্যাটিং করছে শুভমান। ওর ব্যাটিং দেখলে মনে হয় কাজটা খুব সহজ। শুধু ব্যাটার হিসেবেই নয়, অধিনায়ক হিসেবেও শুভমান অসাধারণ। দলের স্বার্থের কথা সবসময় ভাবে, গুরুত্ব দেয়। শুভমান সতীর্থ ও অধিনায়ক হিসেবে এমন একজন, যার জন্য মাঠে সর্বস্ব দিতে দুইবার ভাবতে হবে না।'

> স্বপ্নের ব্যাটিং করছে শুভমান। ওর ব্যাটিং দেখলে মনে হয় কাজটা খুব সহজ। অধিনায়ক হিসেবেও শুভমান অসাধারণ। দলের স্বার্থের কথা সবসময় ভাবে, গুরুত্ব দেয়। শুভমান সতীর্থ ও অধিনায়ক হিসেবে এমন একজন, যার জন্য মাঠে সর্বস্ব দিতে ভাবতে হবে না।
>
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

এমন অধিনায়কের সমর্থনে ব্যাট ধরে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়েও মুখ খুলেছেন যশস্বী। বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া, কুলদীপকে না খেলানোর মতো বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তিনি বলেছেন, 'কীভাবে দলের ভালো হবে, শুভমান সেটা ভালোভাবে জানে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশলও জানা রয়েছে ওর। এমন অধিনায়কের সমর্থনে সবসময় রয়েছি আমরা।' শুভমানের মতোই দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন যশস্বীও। হেডিংলে টেস্টে শতরান করেছিলেন। এজবাস্টনে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়েছে। কেন এমন হল? প্রশ্নের সামনে রীতিমতো স্টেপআউট করেছেন ভারতীয় ওপেনার। যশস্বীর কথায়, 'শতরান হাতছাড়া হওয়ার আক্ষেপ তো রয়েইছে। আসলে সেই সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। এমন ভুল যেন আগামীদিনে ফের না হয়, তা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

## টেস্টে ভারতীয়দের সর্বাধিক রান

| নাম | রান | বিপক্ষ | স্থান | সাল |
|---|---|---|---|---|
| বীরেন্দ্র শেহবাগ | ৩১৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | চেন্নাই | ২০০৮ |
| বীরেন্দ্র শেহবাগ | ৩০৯ | পাকিস্তান | মুলতান | ২০০৪ |
| করুণ নায়ার | ৩০৩* | ইংল্যান্ড | চেন্নাই | ২০১৬ |
| বীরেন্দ্র শেহবাগ | ২৯৩ | শ্রীলঙ্কা | মুম্বই | ২০০৯ |
| ভিভিএস লক্ষ্মণ | ২৮১ | অস্ট্রেলিয়া | কলকাতা | ২০০১ |
| রাহুল দ্রাবিড় | ২৭০ | পাকিস্তান | রাওয়ালপিন্ডি | ২০০৪ |
| শুভমান গিল | ২৬৯ | ইংল্যান্ড | বার্মিংহাম | ২০২৫ |

# ঘরের মাঠে প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ডুবে ওকস

**বার্মিংহাম, ৩ জুলাই :** চেষ্টা করেছেন। প্রবলভাবে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার সঙ্গে একটু ভাগ্যের সাহায্য পেলে হয়তো ছবিটা ভিন্ন হতে পারত। বাস্তবে সেটা হয়নি।

তাই ঘরের মাঠ এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে হতাশায় ডুবে গিয়েছেন ইংরেজ পেসার ক্রিস ওকস। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছেন তিনি। ওকসের কথায়, 'খুবই হতাশ আমি। ভালো খেলতে চেয়ে সফল না হতে পারলে খারাপ লাগা থাকবেই। আবেগের বহিঃপ্রকাশ হবেই। আমার ক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। প্রথম দিন কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আম্পায়ারদের সৌজন্যে সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে এলে খেলার ফল অন্যরকম হতেই পারত।' এমন হতাশা থেকেই ক্রিকেটের নিয়ম বদলের দাবিও তুলেছেন ওকস। তাঁর কথায়, 'রিভিউ চালু হওয়ার পর বোলারদের সুবিধা হয়েছে। কিন্তু রিভিউয়ে একটি নিয়ম বদলের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়। যদি ব্যাটার কোনও শট না খেলে, রিভিউতে দেখা যায় বল স্টাম্পে লাগছে, তাহলে আউট দেওয়া উচিত।'

> বাবা আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন। এজবাস্টনের মাঠে যখন ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলতাম, মাঠের ধারে পায়চারি করতেন বাবা। পরামর্শ দিতেন আমায়। সেইসব দিন আজ খুব মনে পড়ছে।
>
> **ক্রিস ওকস**

মে মাসে প্রয়াত হন ওকসের বাবা রজার। প্রয়াত বাবার স্মৃতিতে ট্রাইসেপে একটু ট্যাটু করিয়েছেন ওকস। আর ঘরের মাঠে খেলতে নেমে বারবার প্রয়াত বাবার কথা মনে পড়ে গিয়েছে ওকসের। বাবার স্মৃতিতে ডুব দিয়ে ওকস বলেছেন, 'বাবা আমার অনুপ্রেরণা ছিলেন। এজবাস্টনের মাঠে যখন ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলতাম, মাঠের ধারে পায়চারি করতেন বাবা। পরামর্শ দিতেন আমায়। সেইসব দিন আজ খুব মনে পড়ছে।' প্রথম দিনের খেলায় দুটি উইকেট পেয়েছিলেন। বাড়তে পারত সংখ্যাটা। হয়নি। কিন্তু তারপরও ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল ও ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন ওকস। ইংরেজ পেসারের কথায়, 'শুরুতে যশস্বী দারুণ খেলছিল। আর শুভমানকে নিয়ে নতুন করে কিই বা বলব। দারুণ ছন্দে রয়েছে ও। নিখুঁত ব্যাটিং করে চলেছে।'

*দুই বলে দুই উইকেট নিয়ে উল্লাস আকাশ দীপের।*

# সহজ জয় জকোভিচের

**লন্ডন, ৩ জুলাই :** উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তিনি ড্যান ইভান্সকে স্ট্রেট সেটে ৬-৩, ৬-২, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তৃতীয় রাউন্ডে নোভাক মুখোমুখি হবেন স্বদেশীয় মিওমির কেচমানোভিচ।

এদিকে, প্রথম রাউন্ডে অলিভার টারভেটকে হারিয়েছেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ম্যাচ জিতেও প্রতিপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আলকারাজ। বলেছেন, 'অলিভারের খেলা আমি পছন্দ করি। ও সেন্টার কোর্টে দুর্দান্ত টেনিস খেলেছে। আমি জানতাম, ম্যাচ জিততে গেলে নিজের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে। এই ম্যাচে নিজের পারফরমেন্সে খুশি। তার জন্য অলিভারকে কৃতিত্ব দিতে হবে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে সপ্তম বাছাই মিরা আন্দ্রেভা ৬-১, ৭-৬ (৭/৪) গেমে লুসিয়া ব্রোঞ্জেত্তিকে হারিয়েছেন। পুরুষদের ডাবলসে লয়েড গ্লাসপোল-জুলিয়ান ক্লাস প্রথম রাউন্ডে বার্ট স্টিভেন-ভাসিল কিরকোভকে ৭-৬ (৮/৬), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন। চতুর্থ বাছাই হোরাসিও জেবালোস-মার্সেল গ্রানোলাস ৭-৬ (৭/৫), ৬-৩ গেমে ইয়ুংচাওকেতে বু-রে হোকে হারিয়েছেন। মহিলাদের ডাবলসে জেসমিন পাওলিনি-সারা এরিনি ৬-৩, ৬-৩ গেমে প্রথম রাউন্ডে ক্রিস্টিনা বুকসা-মিয়ু কাতোকে হারিয়েছেন। চতুর্থ বাছাই জেলেনা অস্টাপেঙ্কো-সু ওয়েই ৬-২,৬-৩ গেমে হারিয়েছেন প্রিডানকিনা-কালাসনিকোভাকে।

## জাতীয় ট্রায়ালে প্রীতিকা

**রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই :** অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের ট্রায়ালে সুযোগ পেল হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রীতিকা বর্মন। ৮ থেকে ১৫ জুলাই বেঙ্গালুরুর কনকপুরা স্পোর্টস স্কুলে এই ট্রায়াল নেওয়া হবে। প্রীতিকা সুযোগ পাওয়ায় খুশি হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিরুদ্ধ সিনহা।

# উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই :** ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ২৩ জুলাই প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরুর সাউথ ইউনাইটেড এফসি। পূর্ণাঙ্গ সূচি শুক্রবার প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত দিয়েই সূচি প্রকাশিত হওয়ার কথা। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে গ্রুপ পর্যায়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় সেমিফাইনাল অবধি আর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ কে তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। শোনা যাচ্ছে কলকাতারই আর এক ক্লাব ডায়মন্ড হারবার হলেও হতে পারে।

একই গ্রুপে থাকার কথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেরও। আর তা যদি হয় তাহলে অত্যন্ত কঠিন গ্রুপ হতে চলেছে কলকাতার বাকি দুই প্রধানের। তবে শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি বদলে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ, প্রতি মুহূর্তে ক্লাবগুলির দাবিদাওয়া বাড়ছে। না খেলার হুমকি দিয়ে আয়োজকদের নিজেদের পছন্দের সূচি তৈরি করতেও বাধ্য করছে তারা। এর পিছনে রয়েছে এএফসি-র নতুন নিয়ম। এশিয়ান ফুটবল কাউন্সিলের টুর্নামেন্ট খেলতে হলে আগের ২৭ ম্যাচের নিয়ম কমে ২৪ করে দেওয়াতেই আর ডুরান্ড খেলার দরকার পড়ছে না ক্লাবগুলির। আইএসএলে খেললেই কোটা পূর্ণ হয় তাদের। ফলে যতক্ষণ না মাঠে বল গড়াচ্ছে ততক্ষণ একেবারেই স্বস্তিতে নেই ডুরান্ড কমিটি।

## হার মেখলিগঞ্জের

**মালদা, ৩ জুলাই :** সুব্রত কাপ ফুটবলে ক্লাস্টার পর্যায়ে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল মালদার হাতিমারি হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল, দার্জিলিংয়ের আরকেএসপি হাইস্কুল ও নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে নন্দপ্রসাদ ১-০ গোলে মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হাতিমারি ৩-০ গোলে উত্তর দিনাজপুর সেন্ট ইগনাশিয়াস হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

এর আগে হাতিমারি ৩-০ গোলে আলিপুরদুয়ার ডিমডিমা ফাতেমা হাইস্কুলকে হারিয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে গোল করে মাঝি মুর্মু, রোহিত টুডু ও সুদীপ্ত দাস। আরকেএসপি ৩-০ গোলে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। এমএন ১-০ গোলে কালিম্পংয়ের কুমুদিনী হোমস হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা কার্তিক বাউরি - কে 20.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62A 24307 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "লটারির টিকিটে স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে এক কোটি টাকার মতো বিশাল পরিমাণ অর্থ কীভাবে তৈরি হয়, তা খুবই আশ্চর্যজনক। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই জয়ের অর্থ দিয়ে আমার পরিবার কোনও ভয় ছাড়া, ঋণ ছাড়া এবং মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

## জিতল রায়গঞ্জ

**রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই :** উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ৪-১ গোলে রামপুর সূর্য স্মৃতি সংঘকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা স্পোর্টস ক্লাবের মহেশ টুডু জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি দুই গোলস্কোরার প্রবীর সরকার ও চঞ্চল জমাদার। রামপুরের একমাত্র গোল অনিল হেমব্রমের। শুক্রবার খেলবে রায়গঞ্জ অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল এবং ইটাহারের শিবাজি সংঘ।

*ম্যাচের সেরা মহেশ টুডু। ছবি : রাহুল দেব*

*জয়ের পর গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। ছবি : জয়ন্ত সরকার*

## ৪ উইকেট প্রিয়মের

**গঙ্গারামপুর, ৩ জুলাই :** গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রীতি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২৭ রানে বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। প্রথমে গঙ্গারামপুর ৩৫ ওভারে ২১৬ রানে অল আউট হয়। তীর্থ দাস ৪৫ রান করে। প্রিয়ম সরকার ৩৭ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে বুনিয়াদপুর ৩৯.২ ওভারে ১৮৯ রানে সব উইকেট হারায়। ৫৩ রান করে প্রদীপ সরকার। ম্যাচের সেরা অমৃত মিত্র ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বল করে শীর্ষেন্দু তালুকদারও (৪০/৩)।

## বিক্রমের জোড়া গোল

**তুফানগঞ্জ, ৩ জুলাই :** মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ৪-২ গোলে বাঁশরাজা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিক্রম বর্মন। তাদের বাকি গোল করেন বিষ্ণু মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ শীল। বাঁশরাজার গোলস্কোরার সুজন শীল ও মৃত্যুঞ্জয় বর্মন। শুক্রবার মুখোমুখি হবে বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব।

## টাউনের ট্রায়াল

**রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই :** রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের উদ্যোগে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার থেকে ফুটবল ট্রায়াল শুরু করলেন। ট্রায়ালে অংশ নেয় অনূর্ধ্ব-১৬ এবং ১৮ ফুটবলাররা। নির্বাচিতরা ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।